



সুন্নাহ
ইবনে মাযা

প্রথম খণ্ড



সুনান ইবনে মাজা

প্রথম খণ্ড

মূল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
(জ. ২১৫হি./৮৩০ খৃ.; মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫খৃ.)

অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা
বি. কম. (অনার্স) ; এম. কম ; এম. এম.

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৭৪

১ম প্রকাশ
রজব ১৪২১
আশ্বিন ১৪০৭
অক্টোবর ২০০০

বিনিময় : ২৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

سنن ابن ماجه -এর বাংলা অনুবাদ

SUNANE IBN MAJA-1st volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 280.00 Only.

অনুবাদকের আরজ

দারিদ্র্যের কষাঘাত উপেক্ষা করে আমার মরহুম পিতা সেদিন আমাকে তার পৈতৃক পেশা কৃষিকাজে নিয়োজিত না করে শিক্ষার আলো গ্রহণের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন বলেই আজ আমি মহানবী (স)-এর শাস্তত বাণীর বাংলা অনুবাদ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম। মরহুম পিতার (মৃ. ২৩ নভেম্বর, ১৯৯৯ খৃ.) এই কোরবানী আল্লাহ কবুল করুন এবং তাকে জান্নাত নসীব করুন। আমার মরহুম উস্তায় মাওলানা এনায়েতুর রহমান বেগ, মাওলানা আবদুল গণী ও মাওলানা মোখলেসুর রহমানকেও আল্লাহ এলেমের সদকায় জারিয়ার সওয়াব দান করুন এবং তাদেরকেও জান্নাত নসীব করুন।

গ্রন্থখানি অনুবাদে প্রধানত মুহাম্মাদ ফুআদ আবদুল বাকী সম্পাদিত বৈরুত সংস্করণই অনুসরণ করেছি। অবশ্য উপমহাদেশীয় সংস্করণের সাথেও মিলিয়ে নিয়েছি। বেশিরভাগ টীকাই শেষোক্ত সংস্করণের হাশিয়া থেকে নিয়েছি। অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। তবুও মানবীয় প্রচেষ্টায় ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকগণ, বিশেষত হাদীস চর্চায় নিয়োজিত আলেমগণ ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

জাকির হোসেন, মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, রাকিবুল হাসান, মোঃ আবুল বাশার (মিঠু), মুহাম্মদ তারিক সাইফুল্লাহ, ফয়সল, জয়নব, সুলতানা রাজিয়া (লাকী), কামরুন নাহার সেলিনা, মাহবুবা ইলাহী (সেবী) :

তোমরা সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির নির্ভুল প্রেসকপি তৈরি করে দিয়ে কিতাবখানি যথাসম্ভব দ্রুত মুদ্রণকাজে সহায়তা করেছ। প্রকাশনার আনন্দ ও আবেগজড়িত মুহূর্তে তোমাদের জন্য রইল অন্তর নিংড়ানো স্নেহ ও দোয়া। মরিয়ম লায়লা, মুহাম্মদ ঈসা হাসান (আনন্দ) ও মুহাম্মদ ইউসুফ হুসাইন (আদর)-ও কাগজ-কলম-অভিধান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দিয়ে আমার স্নেহধন্য হয়েছ।

আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ কিতাবখানি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের সকলের নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং তাঁর দীনকে সর্বত্র ও সর্বস্তরে বিজয়ী করুন। আমীন!

বিনীত

মুহাম্মদ মুসা

গ্রাম : শৌলা, পো : কালাইয়া

থানা : বাউফল, জিলা : পটুয়াখালী

সূচীপত্র

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

হাদীসের পরিচয় ১৭

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা ১৮

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার ২৫

ইমাম ইবনে মাজা (র)-এর জীবন ও কর্ম ৩০

মুকাদ্দিমা

অনুচ্ছেদ

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহের অনুসরণ ৩৭
২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার বিরুদ্ধবাদের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ ৪১
৩. রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনায় সাবধানতা অবলম্বন করা ৪৬
৪. শ্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপের ভয়ানক পরিণতি ৪৯
৫. যে ব্যক্তি সজ্ঞানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামে মিথ্যা বর্ণনা করে ৫২
৬. সৎপথপ্রাপ্ত খোলাফায় রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ ৫৩
৭. বিদআত ও ঝগড়াঝাটি পরিহার করা ৫৫
৮. মতামত প্রদান ও আন্দাজ-অনুমানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন ৬৯
৯. ঈমান সম্পর্কে ৬১
১০. তাকদীর (ভাগ্যলিপি) সম্পর্কে ৭০
১১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ ৮০
আবু বাকর সিদ্দীক (রা)-র মর্যাদা ৮০
উমার (রা)-এর মর্যাদা ৮৩
উসমান (রা)-এর মর্যাদা ৮৫
আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর মর্যাদা ৮৮
যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-র মর্যাদা ৯১
তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা)-র মর্যাদা ৯২
সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র মর্যাদা ৯৩
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মর্যাদা ৯৪
আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-র মর্যাদা ৯৫
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র মর্যাদা ৯৬
আব্বাস (রা) ইবনে আবদুল মুত্তালিবের মর্যাদা ৯৭
হাসান ও হুসাইন (রা)-র মর্যাদা ৯৮
আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-র মর্যাদা ১০০
সালমান, আবু যার ও মিকদাদ (রা)-র মর্যাদা ১০১

অনুচ্ছেদ

- বিলাল (রা)-র মর্যাদা ১০২
 খাব্বাব (রা)-র মর্যাদা ১০৩
 আবু য়ার (রা)-র মর্যাদা ১০৪
 সাদ ইবনে মুআয (রা)-র মর্যাদা ১০৪
 জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা)-র মর্যাদা ১০৫
 বদরী সাহাবীগণের মর্যাদা ১০৫
 আনসারদের মর্যাদা ১০৭
 ইবনে আব্বাস (রা)-র মর্যাদা ১০৮
১২. খারিজী প্রসঙ্গ ১০৮
 ১৩. জাহমিয়া সম্প্রদায় যা অস্বীকার করে ১১২
 ১৪. যে ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থা অথবা মন্দ পন্থার প্রচলন করে ১২৬
 ১৫. যে ব্যক্তি কোন বিলুপ্ত সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করলো ১২৮
 ১৬. যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিক্ষা করে এবং তা শিক্ষা দেয় তার মর্যাদা ১২৯
 ১৭. আলেমদের মর্যাদা এবং জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা ১৩৩
 ১৮. যারা জ্ঞানের প্রচার করেন ১৩৮
 ১৯. যেসব লোক কল্যাণের চাবিকাঠি ১৪১
 ২০. লোকজনকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদাতার সওয়াব ১৪২
 ২১. যে ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে অন্যের চলাকে অপছন্দ করে ১৪৪
 ২২. জ্ঞানার্জনকারীদের উপদেশ দান ১৪৫
 ২৩. এলেম দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং তদনুযায়ী কাজ করা ১৪৭
 ২৪. যে ব্যক্তি জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করে ১৫২

অধ্যায় ৪ ১

কিতাবুত তাহারাত ওয়া সুন্নানিহা

(পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ)

১. উযু ও নাপাকির গোসলের জন্য প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ ১৫৫
২. পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহ নামায কবুল করেন না ১৫৬
৩. পবিত্রতা নামাযের চাবি ১৫৭
৪. উযুর হেফাজত ১৫৮
৫. উযু ঈমানের অর্ধেক ১৫৯
৬. পবিত্রতা অর্জনের সওয়াব ১৬০
৭. মিসওয়াক ১৬৩
৮. ফিতরাতের বর্ণনা ১৬৫
৯. পায়খানায় প্রবেশকালে যা বলবে ১৬৬
১০. পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলবে ১৬৮
১১. পায়খানায় অবস্থানকালে মহান আল্লাহর যিকির করা এবং আংটি খোলা ১৬৯

অনুচ্ছেদ

১২. গোসলখানায় পেশাব করা মাকরুহ ১৭০
১৩. দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরুহ ১৭০
১৪. বসে পেশাব করা ১৭১
১৫. ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ও শৌচা করা মাকরুহ ১৭৩
১৬. পাথর বা টিলা দিয়ে শৌচ করা এবং শুকনা ও কাঁচা গোবর দিয়ে শৌচ না করা ১৭৪
১৭. পেশাব-পায়খানায় কিবলামুখী হয়ে বসা নিষেধ ১৭৬
১৮. ঘরের মধ্যে কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করার অনুমতি আছে এবং তা মুবাহ, কিন্তু খোলা স্থানে নয় ১৭৭
১৯. পেশাব করার পর পবিত্রতা অর্জন করা ১৭৯
২০. যে ব্যক্তি পেশাব করার পর উয়ু করেনি ১৮০
২১. যাতায়াতের রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ ১৮০
২২. পায়খানা-পেশাব করতে দূরে যাওয়া ১৮২
২৩. পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা ১৮৩
২৪. একত্রে বসে পায়খানা করাও নিষেধ এবং তখন পরস্পর কথা বলাও নিষেধ ১৮৫
২৫. বন্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ ১৮৬
২৬. পেশাবের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা ১৮৭
২৭. পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে ১৮৮
২৮. পানি দিয়ে শৌচ করা ১৯০
২৯. যে ব্যক্তি শৌচ করার পর মাটিতে হাত ঘষলো ১৯২
৩০. পানপাত্র ঢেকে রাখা ১৯২
৩১. কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র ধোয়া সম্পর্কে ১৯৩
৩২. বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উয়ু করা এবং তা জায়েয ১৯৪
৩৩. নারীর উয়ুর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উয়ু করা জায়েয ১৯৫
৩৪. এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ১৯৬
৩৫. স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করা ১৯৮
৩৬. স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানিতে উয়ু করা ১৯৯
৩৭. নাবীয নামক শরবত দিয়ে উয়ু করা ২০০
৩৮. সমুদ্রের পানি দিয়ে উয়ু করা ২০১
৩৯. উয়ু করতে অপরের সাহায্য গ্রহণ এবং তার পানি ঢেলে দেয়া ২০২
৪০. ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে তা পানির পাত্রে প্রবেশ করাবে না ২০৪
৪১. উয়ু করার সময় বিসমিল্লাহ বলা ২০৫
৪২. ডান থেকে উয়ু আরম্ভ করা ২০৭
৪৩. এক আঁজলা পনি দিয়ে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা ২০৭
৪৪. নাকের ভিতর পানি পৌছানো এবং নাক উত্তমরূপে পরিষ্কার করা ২০৮
৪৫. একবার করে উয়ুর অংগসমূহ ধৌত করা ২০৯
৪৬. উয়ুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা ২১০

অনুচ্ছেদ

৪৭. উয়র অঙ্গসমূহ একবার দুইবার বা তিনবার করে ধৌত করা ২১২
৫৮. সঠিকভাবে উয়ু করা এবং তাতে সীমিতরিক্ত কিছু করা মাকরুহ ২১৩
৪৯. পূর্ণাঙ্গভাবে উয়ু করা ২১৫
৫০. দাড়ি খিলাল করা ২১৬
৫১. মাথা মসেহ করা ২১৭
৫২. উভয় কান মসেহ করা ২১৯
৫৩. কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত ২২০
৫৪. আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা ২২১
৫৫. পায়ের গোড়ালি ধৌত করা ২২২
৫৬. দুই পায়ের পাতা ধৌত করা ২২৪
৫৭. আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় উয়ু করা ২২৫
৫৮. উয়ু করার পর পানি ছিটানো ২২৬
৫৯. উয়ু ও গোসলের পর রুমাল ব্যবহার করা ২২৭
৬০. উয়ু করার পর যে দোয়া পড়বে ২২৮
৬১. পিতলের পাত্রে উয়ু করা ২৩০
৬২. ঘুম থেকে উঠে উয়ু করা ২৩১
৬৩. লিঙ্গ স্পর্শ করলে উয়ু করতে হবে কিনা ২৩২
৬৪. লিঙ্গ স্পর্শ করলে উয়ু করা জরুরী নয় ২৩৩
৬৫. আঙনের তাপে পরিবর্তিত জিনিস আহারের পর উয়ু করা ২৩৪
৬৬. আঙনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উয়ুর প্রয়োজন নাই ২৩৫
৬৭. উটের গোশত খাওয়ার পর উয়ু করা ২৩৭
৬৮. দুধ পান করার পর কুলি করা ২৩৮
৬৯. চুমা দেয়ার পর উয়ু করা ২৩৯
৭০. ময়ী নির্গত হলে উয়ু করা ২৪০
৭১. ঘুমানোর পূর্বে উয়ু করা ২৪২
৭২. প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য উয়ু করা এবং একই উয়ুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়া ২৪২
৭৩. উয়ু থাকা অবস্থায় পুনরায় উয়ু করা ২৪৩
৭৪. উয়ু ভংগ হলেই কেবল উয়ু করা জরুরী ২৪৪
৭৫. যে পরিমাণ পানি হলে অপবিত্র হয় না ২৪৫
৭৬. কূপ বা জলাশয় ২৪৭
৭৭. যে শিশু শক্ত খাবার ধরেনি তার পেশাব সম্পর্কে ২৪৮
৭৮. পেশাবে সিক্ত মাটি কিভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে ২৫১
৭৯. মাটির একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করে ২৫৩
৮০. নাপাক ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা ২৫৪
৮১. পরিধেয় বস্ত্রে বীর্য লাগলে ২৫৫

অনুচ্ছেদ

৮২. কাপড় থেকে বীর্ষ খুঁটে তুলে ফেলা ২৫৫
৮৩. সহবাসকালের পরিধেয় বস্ত্রে নামায পড়া ২৫৬
৮৪. চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করা ২৫৮
৮৫. মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসেহ করা ২৬০
৮৬. মুকীম ও মোসাফিরের জন্য মাসেহ করার সময়সীমা ২৬১
৮৭. অনির্দিষ্ট কালের জন্য মাসেহ করা ২৬৩
৮৮. সুতি মোজা ও জুতার উপরিভাগ মাসেহ করা ২৬৪
৮৯. পাগড়ির উপর মাসেহ করা ২৬৪
৯০. তাইয়াম্মুমের বিবরণ ২৬৬
৯১. তাইয়াম্মুম করার জন্য মাটিতে একবার হাত মারবে ২৬৭
৯২. তাইয়াম্মুমে মাটিতে দুইবার হাত মারা ২৬৮
৯৩. আহত ব্যক্তি অপবিত্র হওয়ার পর গোসল করলে তার শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করলে ২৬৯
৯৪. অপবিত্রতার গোসল ২৭০
৯৫. গোসলের পর উযু করা ২৭১
৯৬. গোসলের পর উযুর প্রয়োজন নাই ২৭২
৯৭. নাপাকির গোসল সেরে স্ত্রীর গোসলের পূর্বে তাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণতা লাভ করা ২৭২
৯৮. নাপাকির গোসল না সেরে ঘুমানো ২৭৩
৯৯. যে ব্যক্তি বলে, নাপাক ব্যক্তি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করা ব্যতীত ঘুমাতে না ২৭৪
১০০. নাপাক ব্যক্তি পুনরায় সহবাস করতে চাইলে আগে উযু করে নিবে ২৭৫
১০১. যে ব্যক্তি সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর একবার গোসল করে ২৭৫
১০২. যে ব্যক্তি প্রতিবার সহবাসের পর গোসল করে ২৭৬
১০৩. যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় পানাহার করে ২৭৬
১০৪. যে ব্যক্তি বলে, তার দুই হাত ধোয়াই যথেষ্ট ২৭৭
১০৫. বিনা উযুতে কুরআন তিলাওয়াত করা ২৭৭
১০৬. প্রতিটি লোমকূপে নাপাক আছে ২৭৮
১০৭. পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও স্বপ্নদোষ হয় ২৭৯
১০৮. মহিলাদের নাপাকির গোসল ২৮০
১০৯. নাপাক ব্যক্তি পানিতে ঝাপিয়ে পড়লে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে কি? ২৮১
১১০. বীর্ষপাতে গোসল অপরিহার্য হয় ২৮২
১১১. পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থান একত্র হলেই গোসল ওয়াজিব হয় ২৮৩
১১২. যার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কিন্তু সে ভিজা দেখতে পায় না ২৮৪
১১৩. গোসলের সময় আড়ালের ব্যবস্থা করা ২৮৪
১১৪. পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়া নিষেধ ২৮৫
১১৫. ঋতুবতী নারীর হায়েযের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত নির্গত হলে ২৮৬
১১৬. কোন নারীর ইস্তিহাযা ও হায়েযের রক্ত গোলমাল হয়ে গেলে হায়েযের মেয়াদের উপর নির্ভর করা যাবে না ২৮৯

অনুচ্ছেদ

১১৭. যে কুমারী মেয়ের প্রথমেই ইস্তিহায়া এসেছে অথবা সে তার হায়েযের মেয়াদ ভুলে গেছে ২৯০
১১৮. পরিধেয় বস্ত্রে হায়েযের রক্ত লাগলে ২৯১
১১৯. হায়েযগ্রস্ত নারী কাযা নামায আদায় করবে না ২৯২
১২০. হায়েযগ্রস্ত নারীর মসজিদ থেকে কিছু নেয়া ২৯৩
১২১. হায়েযগ্রস্ত নারীর থেকে তার স্বামী সেবা গ্রহণ করতে পারে ২৯৪
১২২. ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নিষেধ ২৯৫
১২৩. ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে তার জরিমানা (কাফফারা) ২৯৬
১২৪. ঋতুবতী নারীর গোসলের নিয়ম ২৯৬
১২৫. ঋতুবতী নারীর সাথে একত্রে পানাহার এবং তার উচ্ছিষ্ট ২৯৮
১২৬. হায়েযগ্রস্ত নারী মসজিদে প্রবেশ করবে না ২৯৯
১২৭. হায়েযগ্রস্ত নারী পবিত্র হওয়ার পর হলুদ বর্ণের ও মেটে বর্ণের রক্ত দেখলে ২৯৯
১২৮. নিফাসগ্রস্ত নারীরা কত দিন অপেক্ষা করবে ৩০০
১২৯. যে ব্যক্তি হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো ৩০১
১৩০. ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার ৩০১
১৩১. হায়েযের কাপড় পরে নামায পড়া ৩০২
১৩২. বালগা মেয়ে ওড়না জড়িয়ে নামায পড়বে ৩০২
১৩৩. হায়েযগ্রস্ত নারীর কলপ ব্যবহার ৩০৩
১৩৪. পট্টির উপর মাসেহ করা ৩০৪
১৩৫. কাপড়ে থুথু লাগলে ৩০৪
১৩৬. পাত্রের পানিতে মুখের লালা পড়লে ৩০৫
১৩৭. অপরের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো নিষেধ ৩০৫
১৩৮. কোন ব্যক্তির নাপাকির গোসলে তার শরীরের সামান্য কিছু অংশে পানি না পৌঁছলে তাকে যা করতে হবে ৩০৬
১৩৯. কোন ব্যক্তি উযু করলো কিন্তু কোন স্থানে পানি পৌঁছনি ৩০৭

অধ্যায় ৪ ২

কিতাবুস সালাত

(নামায)

১. নামাযের ওয়াক্তসমূহ ৩০৯
২. ফজরের নামাযের ওয়াক্ত ৩১১
৩. যোহরের নামাযের ওয়াক্ত ৩১২
৪. প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে পড়া ৩১৩
৫. আসরের নামাযের ওয়াক্ত ৩১৫
৬. আসরের নামাযের হেফাজত করা ৩১৫
৭. মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত ৩১৬

অনুচ্ছেদ

৮. এশার নামাযের ওয়াক্ত ৩১৭
৯. মেঘাচ্ছন্ন দিনে নামাযের ওয়াক্ত ৩১৯
১০. যে ব্যক্তি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেল বা নামাযের কথা ভুলে গেল ৩১৯
১১. ওজর ও জরুরী অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত ৩২২
১২. এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং ঐ নামাযের পরে কথাবার্তা বলা ৩২৩
১৩. এশার নামাযকে আতামার নামায বলা নিষেধ ৩২৪

অধ্যায় : ৩

কিতাবুল আযান ওয়াস-সুন্নাতি ফীহা (আযান ও তার সুন্নাত)

১. আযানের সূচনা ৩২৫
২. আযানের তারজীর বিবরণ ৩২৮
৩. আযানের সুন্নাত ৩৩১
৪. মুয়াযযিন যখন আযান দেয় তখন যা বলতে হবে ৩৩৪
৫. আযানের ফযীলাত ও মুয়াযযিনদের সওয়াব ৩৩৫
৬. ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা ৩৩৭
৭. ভূমি মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হলে, সেখান থেকে বের হয়ে চলে যেও না ৩৩৮

অধ্যায় : ৪

কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত (মসজিদ ও জামাআত)

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করলো ৩৪১
২. মসজিদসমূহ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা ৩৪২
৩. মসজিদসমূহ নির্মাণের বৈধ স্থান ৩৪৩
৪. যেসব স্থানে নামায পড়া মাকরুহ ৩৪৪
৫. মসজিদসমূহে যেসব কাজ করা মাকরুহ ৩৪৫
৬. মসজিদে ঘুমানো ৩৪৬
৭. সর্বপ্রথম যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে ৩৪৭
৮. গোত্রের এলাকায় বা মহল্লায় নির্মিত মসজিদসমূহ ৩৪৮
৯. মসজিদসমূহ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তাকে সুগন্ধিযুক্ত করা ৩৪৯
১০. মসজিদে থুথু ফেলা মাকরুহ ৩৫০
১১. মসজিদে হারানো জিনিস খুঁজে বেড়ানো নিষেধ ৩৫২
১২. উট ও বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া ৩৫৩
১৩. মসজিদে প্রবেশের দোয়া ৩৫৪
১৪. পদব্রজে নামায পড়তে যাওয়া ৩৫৫
১৫. মসজিদ থেকে দূরে আরো দূরে বসবাসকারীর জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে ৩৫৮

অনুচ্ছেদ

১৬. জামাআতে নামায পড়ার ফযীলাত ৩৬০
১৭. নামাযের জামাআত ত্যাগ করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি ৩৬১
১৮. এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ফযীলাত ৩৬৩
১৯. মসজিদসমূহে যাতায়াত বাধ্যতামূলক করে নেয়া এবং নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকা ৩৬৪

অধ্যায় ৪৫

কিতাব ইকামাতিস সালাত

(নামায কায়েম করা এবং তার নিয়ম-কানুন)

১. নামায শুরু করা ৩৬৭
২. নামাযের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা ৩৬৮
৩. নামাযের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা ৩৬৯
৪. কিরাআত শুরু করা ৩৭০
৫. ফজরের নামাযের কিরাআত ৩৭২
৬. জুমুআর দিন ফজরের নামাযের কিরাআত ৩৭৩
৭. যোহর ও আসর নামাযের কিরাআত ৩৭৪
৮. যোহর ও আসরের নামাযে কখনো সশব্দে কুরআন তিলাওয়াত ৩৭৬
৯. মাগরিবের নামাযের কিরাআত ৩৭৬
১০. এশার নামাযের কিরাআত ৩৭৭
১১. ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া ৩৭৮
১২. ইমামের নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান ৩৮২
১৩. ইমাম যখন কিরাআত পড়েন তখন তোমরা নীরব থাকো ৩৮৩
১৪. সশব্দে আমীন বলা ৩৮৫
১৫. রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে মাথা তুলতে রফউল ইয়াদাইন করা ৩৮৭
১৬. নামাযের রুকু করা ৩৯৩
১৭. দুই হাঁটুর উপর দুই হাত রাখা ৩৯৪
১৮. রুকু থেকে মাথা তোলার সময় যা বলবে ৩৯৫
১৯. সিজদা করা ৩৯৭
২০. রুকু ও সিজদার তাসবীহ ৩৯৯
২১. সুষ্ঠুভাবে সিজদা করা ৪০১
২২. দুই সিজদার মাঝখানে বসা ৪০১
২৩. দুই সিজদার মাঝখানে পড়ার দোয়া ৪০৩
২৪. তাশাহুদ সম্পর্কে ৪০৩
২৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ ৪০৬
২৬. তাশাহুদ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদের মধ্যে যা বলতে হবে ৪০৯
২৭. তাশাহুদের মধ্যে (আঙ্গুলে) ইশারা করা ৪১০
২৮. সালাম ফিরানো ৪১১

অনুচ্ছেদ

২৯. যে ব্যক্তি একবার সালাম উচ্চারণ করে ৪১২
৩০. ইমামের সালামের জবাব দেয়া ৪১৩
৩১. ইমাম যেন শুধু নিজের জন্য দোয়া না করে ৪১৪
৩২. সালাম ফিরানোর পর যা বলতে হয় ৪১৪
৩৩. নামায শেষে ফিরে বসা ৪১৭
৩৪. নামাযের সময় রাতের আহার পরিবেশন করা হলে ৪১৮
৩৫. বৃষ্টিমুখর রাতে নামাযের জামাআত ৪১৯
৩৬. নামাযী যা দিয়ে সুতরা বানাবে ৪২০
৩৭. নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা ৪২২
৩৮. যা নামায নষ্ট করে ৪২৩
৩৯. নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে যথাসাধ্য বাধা দাও ৪২৫
৪০. কোন ব্যক্তি তার ও কিবলার মাঝখানে কিছু থাকা অবস্থায় নামায পড়লে ৪২৬
৪১. ইমামের আগে রুকু ও সিজদায় যাওয়া নিষিদ্ধ ৪২৭
৪২. নামাযের মাকরুহসমূহ ৪২৯
৪৩. লোকজন অপছন্দ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাদের ইমামতি করে ৪৩১
৪৪. দুই ব্যক্তির জামাআত ৪৩১
৪৫. যে ব্যক্তি ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াতে পছন্দ করে ৪৩২
৪৬. যোগ্যতর ব্যক্তি ইমাম হবে ৪৩৩
৪৭. ইমামের যা কর্তব্য ৪৩৪
৪৮. যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে সে যেন (নামায) সহজ (সংক্ষিপ্ত) করে ৪৩৫
৪৯. উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ইমামের নামায সংক্ষিপ্ত করা ৪৩৭
৫০. নামাযের কাতার ঠিকঠাক করা ৪৩৮
৫১. সামনের কাতারের ফযীলাত ৪৪০
৫২. মহিলাদের কাতার ৪৪১
৫৩. দুই খুঁটি বা খামের মাঝখানের কাতারে নামায পড়া ৪৪১
৫৪. কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়া ৪৪২
৫৫. কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানোর ফযীলাত ৪৪৩
৫৬. কিবলার বর্ণনা ৪৪৪
৫৭. যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো, সে নামায না পড়া পর্যন্ত বসবে না ৪৪৬
৫৮. যে ব্যক্তি রসুন খেয়েছে সে যেন মসজিদে প্রবেশ না করে ৪৪৭
৫৯. নামাযরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে সে কিভাবে উত্তর দিবে ৪৪৮
৬০. যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত কিবলার ভিন্ন দিকে নামায পড়ে ৪৪৯
৬১. নামাযরত ব্যক্তির থুথু ফেলা ৪৫০
৬২. নামাযরত অবস্থায় কাঁকর স্পর্শ করা ৪৫১
৬৩. চাটাইয়ের উপর নামায পড়া ৪৫২
৬৪. ঠাণ্ডা বা গরমের কারণে কাপড়ের উপর সিজদা করা ৪৫৩
৬৫. নামাযে পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি ৪৫৪

অনুচ্ছেদ

৬৬. জুতা পরে নামায পড়া ৪৫৫
৬৭. নামাযরত অবস্থায় চুল ও কাপড় গুটানো ৪৫৫
৬৮. নামাযে বিনয়ভাব জাগ্রত করা ৪৫৭
৬৯. এক কাপড়ে নামায পড়া ৪৫৮
৭০. কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাসমূহ ৪৬০
৭১. কুরআন মজীদে তিলাওয়াতের সিজদার সংখ্যা ৪৬১
৭২. নামাযকে পূর্ণাঙ্গ করা ৪৬৩
৭৩. সফরে নামায কসর (হ্রাস) করা ৪৬৬
৭৪. সফরে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া ৪৬৮
৭৫. সফরে নফল নামায ৪৬৯
৭৬. মুসাফির কোন জনপদে অবস্থান করলে কত দিন নামায কসর করবে ৪৭১
৭৭. বেনামাযীর পরিণতি ৪৭২
৭৮. চার খণ্ডের বিষয়বস্তু ৪৭৫
৭৯. শব্দ সংক্ষেপ ৪৭৮

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃদপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ : ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া” (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪)। ওহীলক জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحي متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত, যার নাম ‘কিতাবুল্লাহ’ বা ‘আল-কুরআন’। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান—যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحي غير متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম ‘সুন্নাহ’ বা ‘আল-হাদীস’। এর ভাব আল্লাহর, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথা এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতো না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব

জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবনবিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .

“তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহর ওহী” (সূরা নাজম : ৩, ৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۗ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۗ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ
الْوَتِينَ ۗ

“তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম” (সূরা আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন, নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না” (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। “আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন” (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। “জেনে রাখো! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস” (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

“রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো” (সূরা হাশর : ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।”

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حدیث) শব্দের অর্থ কথা; প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ-এর সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমতঃ কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়তঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিস্ফুটিত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়তঃ সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই হলো সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (أسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয

ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত নামায)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (أثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছারের মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় ‘মাওকুফ হাদীস’।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর অন্তত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলে।

তাবিঈ : যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস (محدث) বলে।

শায়খ : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন : সাহাবীগণের মধ্যে আবু বাকর ও উমার (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়, কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ : যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাফিজ (حافظ الحديث) বলে।

হুজ্জাত : একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত (حجة) বলে।

হাকেম : যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাকেম (حاکم) বলে।

রাবী : যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী (راوي) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল : হাদীসের রাবীসমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (رواية) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফু : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফু (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওকুফ : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকুফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (اثار)।

মাকতু : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতু (مقطوع) হাদীস বলে।

তালীক : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তালীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তালীক' বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তালীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়েখ (উসতাদ)-এর নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়েখের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়েখের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনে নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়েখের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না

এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদরাজ : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج) প্রক্ষিপ্ত বলে এবং এইরূপ করাকে ইদরাজ (ادراج) বলে। ইদরাজ হারাম, অবশ্য যদি এদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীস বলে।

মুদাল : যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুইজন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'হাদীসে মুদাল' (معطل) বলা হয়।

মুনকাতি : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল : যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মুতাবি ও শাহিদ : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি (متابع) বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মুআল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে, তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

মারুফ ও মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারুফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান : যে হাদীসের কোন রাবীর যাবতগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ : যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় (নাউযুবিল্লা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওদু : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওদু (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরুক : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরুক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিতাজ্য।

মুবহাম : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির : যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ : প্রতিটি যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) বা আখবারু'ল আহাদ (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার :

মাশহুর : যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহুর (مشهور) হাদীস বলে।

আযীয : যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয (عزيز) বলে।

গরীব : যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে (قال الله)। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (الهي) বা রব্বানী (رباني)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) হাদীস বলে।

আদালত : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাবত : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবত (ضبط) বলে।

ছিকাহ : যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ (ثقة), সাবিত (ثابت) বা সাবাত (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ : হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. **আল-জামে :** যেসব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. **আস-সুনান :** যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত করা হয় তাকে সুনান (السنن) বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাই, সুনান ইবনে মাজা ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **আল-মুসনাদ :** যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ (المسنود) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তার নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. **আল-মুজাম :** যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুজাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক : যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে शामिल করা হয়নি, অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেইসব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرک) বলে। যেমন ইমাম হাকেম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رساله) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তা (الصحاح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতক বিশিষ্ট আলেম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাহীহায়ন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবাত্তা : সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ-আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাত্তা (سنن اربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ : হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর : এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি : “মুওয়াত্তা ইমাম মালেক,” ‘বুখারী শরীফ’ ও ‘মুসলিম শরীফ’। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর : এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনান নাসাঈ, সুনান আবু দাউদ ও জামে আত-তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইবনে মাজা এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে शामिल করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর : এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়াল্লা, মুসনাদ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানীর (র)-র কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞপণের যাচাই-বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর : এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুদ-দুআফা, ইবনুল আছীরের আল-কামিল এবং খাতীব বাগদাদী ও আবু নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর : উপরোক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহাইনের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে : বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন : ‘আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীস আমি বাদও দিয়েছি।’

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন : ‘আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।’

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবীর মতে “সিহাহ সিভা”, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও সুনানুদ দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ে নয়)।

১. সহীহ ইবনে খুয়ায়মা—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)
২. সহীহ ইবনে হিব্বান—আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.)
৩. আল-মুস্তাদরাক হাকেম—আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)
৪. আল-মুখতারাহ—যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)
৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)
৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী।

হাদীসের সংখ্যা : হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের ‘মুসনাদ’ একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং ‘তাকরার’ বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুস্তাকী জৌনপুরীর ‘মুনতাখাব কানযিল উম্মালে’ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবনে আহমাদ সমরকান্দীর ‘বাহরুল আসানীদ’ কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকেম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেও কম। সিহাহ সিভায় মাত্র পৌঁশে ছয় হাজার হাদীস

রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়াত সম্পর্কিত (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) হাদীসটিরই সাত শতের মত সনদ রয়েছে (তাদ্বীন, পৃ. ৫৪)। আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন—তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন :

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَاتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَّأَهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا .

“আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন—যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, তাঁর পূর্ণ হেফাজত করেছে এবং এমন লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছে, যে তা শুনতে পায়নি” (তিরমিহী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা অনু., হাদীস নং ২৫৯৩-৫; উমদাতুল কারী, ২খ., পৃ. ৩৫)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : “এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিবে” (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন : “আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছো, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকেও (তা) শোনা হবে” (মুসতাদরাক হাকেম, ১ খ., পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন : “আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাঁদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন : “আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও” (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়” (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী

সূত্রের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষিত হয় : (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্ত করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরস্পরায় তার প্রচার।

তদানিন্তন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণভাবে প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্ত করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখস্ত করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্ত করা হতো” (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তারা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, “আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতো। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেতো” (আল-মাজমাউয়-যাওয়াইদ, ১ খ, পৃ. ১৬১)।

“আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অধ্যয়ন করি” (দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না।

পরবর্তী কালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। “হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইত্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে” বলে যে ভুল ধারণা বা অপপ্রচার প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :

لَا تَكْتُبُوا عَنِّيْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ .

“তোমরা আমার কোন কথাই লিখো না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে, তা যেন মুছে ফেলে” (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিলো না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বলেন : আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পারো” (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) আরও বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতাত, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতক সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন :

اَكْتُبْ فَاَلَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا الْحَقُّ .

“তুমি লিখে রাখো। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না” (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকেম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল ‘সহীফায়ে সাদিকা’। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন, যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি” (উলুমুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বললেন :

اِسْتَعِنَ بِيَمِينِكَ وَاَوْمًا بِيَدِهِ اِلَى الْخَطِّ .

“তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন” (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

হাসান ইবনে মুনাবিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল” (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) তার (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি, অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকেম, ৩ খ., পৃ. ৫৭৩)।

রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমাদ)।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকতো। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন, এটা ইবনে মাসউদ (রা)-র স্বহস্ত লিখিত (জামি বায়ানিল ইলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্ত লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সাদ ইবনে উবাদা (রা), মাকতূবাতে নাফে (আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আট শত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনু যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, নাফে, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরুক, মাকহুল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইত্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইত্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈনের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালেক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালেক (র) তার মুওয়ত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে : জামে সুফিয়ান সাওরী, জামে ইবনুল মুবারক, জামে ইমাম আওযাঈ, জামে ইবনে জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ যথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (র)-র আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তার কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকেম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযায়মা, তাবারানীর আল-মুজাম, নুসান্নাফাত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং এখানে কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদধ্বলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডার আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

ইমাম ইবনে মাজা (র)-এর জীবন ও কর্ম

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) ইরানের আয়ারবাইজান প্রদেশের অন্তর্গত কাযবীন শহরে ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এবং এজন্য তাকে হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ছয়জন ইমামের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন একাধারে তাফসীরকার, হাদীসের হাফেজ ও ঐতিহাসিক। ইয়াকূত আল-হামাবী মুজামুল বুলদান নামক তার ভূগোলের বিশ্বকোষে বলেন যে, ইবনে

মাজা (র) কাযবীনের সমকালীন জনপ্রিয় ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শামসুদ্দীন যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে খাল্লিকান প্রমুখ ইমামগণ তাকে হাদীসের ইমাম, গভীর প্রজ্ঞাবান ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তাকে কেন ইবনে মাজা বলা হয় এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন ইবনে মাজা ছিল মুহাম্মাদের বিশেষণ (সিফাত), তার দাদার নাম নয়। তবে সাধারণত বলা হয় যে, মাজা তার পিতার উপাধি। আল-কামূস গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘মাজা’ তার দাদার উপাধি। শাহ আবদুল আযীয দিহলাবী (র) নিশ্চিতভাবে বলেন যে, মাজা তার মায়ের নাম। আবুল হাসান সিন্ধী তার শরহুল আরবাস্টিন গ্রন্থে এবং মুরতাদা আয-যাবীদি (যুবায়দী) তার তাজুল আরুস-এ একই কথা বলেন, অর্থাৎ মাজা হলো মুহাম্মাদের মায়ের নাম। তিনি ছিলেন অনারব বংশোদ্ভূত।

ইবনে মাজা (র)-এর বাল্যকাল ছিল ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ। বালেগ হওয়ার পর তিনি হাদীসের শিক্ষালাভ ও তার সংগ্রহের জন্য আরব, ইরাক, মিসর, সিরিয়া, হিজায়, মক্কা, মদীনা, খুরাসান প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। ২৩০/৮৪৪ সন থেকে তাঁর এই সফর শুরু হয়। তার ওস্তাদগণের মধ্যে যাদের নাম জানা যায় তাদের কয়েকজন হলেন : আবু বাকর ইবনে আবু শাইবা, আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল-আশাজ্জ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, আবু কুরাইব, হান্নাদ, আহমাদ ইবনে বুদাইল, তাহহান, বুনদার, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, আবু সাওর, জাওহারী, আবু ইসহাক আল-হারাবী, আবু বাকর আস-সাগাতী, আল-আহওয়াস, আহমাদ ইবনে সিনান, হিশাম ইবনে আশ্মার, আবু যুরআ, আবু হাতেম আর-রাযী, আবদুর রহমান আদ-দারিমী, যুহলী ও মাহমুদ ইবনে গাইলান। তিনি তার এ সকল শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য ইসফাহান, আহওয়ায়, আইলা, বালখ, বাইতুল মাকদিস, হাররান, দামিশক, ফিলিস্তীন, আসকালান, মারব ও নিশাপুরও ভ্রমণ করেন। অনুরূপভাবে তিনি বহু সংখ্যক লোককে হাদীসের শিক্ষা দান করেন। ইবনে হাজার আসকালানী তার তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে এবং আল-মিযযী তার তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে ইবনে মাজা (র)-এর ছাত্রবৃন্দের তালিকায় অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের মহান খেদমতের পর এ মহান মনীষী ২৭৩ হিজরীর ২০ রমযান (১৮ ফেব্রুয়ারী, ৮৮৭) কাযবীনে ইনতিকাল করেন। তখন ছিল আব্বাসী খলীফা মুতামিদ আলাল্লাহর শাসনকাল। ইমাম নাসাঈ (র) ব্যতীত সিহাহ সিন্তার সকল ইমাম এই শাসকের আমলে ইনতিকাল করেন।

ইমাম ইবনে মাজা (র)-এর অমর কীর্তি হলো তার ‘আস-সুনান’ শীর্ষক সংকলন, যা সাধারণে “ইবনে মাজা” নামে বহুল পরিচিত। এটি সিহাহ সিন্তা (ছয়টি সহীহ গ্রন্থ) পরিবারের ষষ্ঠ সদস্য। আবুল ফাদল মুহাম্মাদ ইবনে তাহের আল-মাকদিসী (মৃ. ৫০৭ হিজরী/১১১৩ খৃষ্টাব্দ) সর্বপ্রথম এই গ্রন্থখানিকে সিহাহ সিন্তার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন, তার শুরুতুল আইন্মাতিস সিন্তা গ্রন্থে সিহাহ সিন্তার শর্তাবলী পর্যালোচনার পর। পরবর্তী কালের

বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (মৃ. ৯৯১/১৫০৫) ও আবদুল গনী আন-নাবুলুসী (মৃ. ১১৪৩/১৭৩০) একে সিহাহ সিত্তার মধ্যে গণ্য করেন। পরবর্তী কালের মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে এই মত মেনে নেন। পক্ষান্তরে ইবনুস সাকান (মৃ. ৩৫৩/৯৬৪), ইবনে মানদা (মৃ. ৩৯৫/১০০৪), আবু তাহের (মৃ. ৫৭৬/১১৮০) প্রমুখ বিশেষজ্ঞ সুনান ইবনে মাজাকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে গণ্য করার পরিবর্তে অবশিষ্ট পাঁচখানা গ্রন্থকে সিহাহ পরিবারভুক্ত মনে করেন। কেউ আবার ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর 'মুওয়াত্তাকে' সিহাহ-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আবদুল গনী আন-নাবুলুসী (র) বলেন, সিহাহ পরিবারের ষষ্ঠ গ্রন্থ সম্পর্কে মতভেদ আছে এবং পূর্বাঞ্চলীয় আলেমগণের মতে ইবনে মাজা এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় আলেমগণের মতে মুওয়াত্তা সিহাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে তাহেরের সমকালীন মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে রায়ীন (মৃ. ৫২৫/১১৩০) তার 'তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস-সুনান' গ্রন্থে ইবনে মাজার পরিবর্তে মুওয়াত্তাকে সিহাহ-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনুল আছীর (র) (মৃ. ৬০৬/১২০৯)-ও তার 'জামিউল উসুল' গ্রন্থে একই নীতি অনুসরণ করেছেন। কেউ কেউ অবশ্য ইবনে মাজাকে মুওয়াত্তার উপরে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতার দিক থেকে মুওয়াত্তা সব হাদীস গ্রন্থের উর্দে। সালাহুদ্দীন খলীল আল-আলাঈর (মৃ. ৭৬১/১৩৫) মতে ইবনে মাজার পরিবর্তে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ-এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

ইমাম ইবনে মাজা (র) তার সুনান গ্রন্থখানি সংকলনের পর হাফেযে হাদীস ইমাম আবু যুরআ (র)-এর সামনে পেশ করলে তিনি মন্তব্য করেন, এ গ্রন্থখানি জনগণের নিকট পৌছাতে পারলে অনেক গ্রন্থই মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তার এই মন্তব্য বাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। গ্রন্থখানি তার বিষয়বস্তুর কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এখন বিনা মতভেদে তা সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত। হাদীস চয়ন এবং স্বার্থকভাবে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাদীসের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস, ফিকহ গ্রন্থাবলীর দৃষ্টিভঙ্গীতে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনাম নির্ধারণ ইত্যাদি গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তার উল্লেখযোগ্য কারণ। তিনি এমন অনেক হাদীস তার সংকলনে লিপিবদ্ধ করেছেন, যা অন্য পাঁচখানি গ্রন্থে নাই। এরূপ হাদীসের সংখ্যা ১৩৩৯ এবং পাঁচ গ্রন্থে সাথে কমন হাদীস ৩০০২টি। মোট হাদীস সংখ্যা ৪,৩৪১, ইমাম যাহাবীর মতে চার হাজার। এ গ্রন্থের একই হাদীসের পুনরুক্তি একেবারেই কম এবং এটা সুনান গ্রন্থখানিকে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আল্লামা আবুল হাসান সিন্দীর মতে, ইমাম ইবনে মাজা (র) সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে অনুসরণ করেছেন। কারণ তিনিও এমন সব হাদীস বর্ণনা করতেন যেগুলো অন্য সাহাবীগণের জানা ছিলো না। এই নীতি মেনে চলার কারণে ইবনে মাজা (র) সনদের বিশুদ্ধতার দিকে খুব কমই দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই এ গ্রন্থখানিতে বেশ সংখ্যক যঈফ হাদীসও স্থান পেয়েছে।

অন্যান্য সুনান গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাতে যাবতীয় মাসআলা-মাসাইল সংক্রান্ত হাদীস বিদ্যমান আছে। এ গ্রন্থে ফযীলাত ও সাহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন স্থানে ইবনে মাজা (র)

হাদীসের নিচে নিজের মতও ব্যক্ত করেছেন। তিনি যে হাদীসের বক্তব্য অস্পষ্ট বা অবোধগম্য হওয়ার আশংকা করেছেন সেখানে তার সাথে নিজ বক্তব্য পেশ করেছেন। যেসব হাদীস বিশেষ কোন এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং অন্য এলাকায় অজ্ঞাত রয়ে গেছে, সেসব হাদীস বর্ণনা করার সাথে সাথে তিনি বলে দিয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসটি অমুক অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণের নিকট প্রসিদ্ধ, অন্যদের নিকট অজ্ঞাত।

একথা সত্য যে, ইবনে মাজা (র)-এর সুনান গ্রন্থে প্রায় এক হাজার যঈফ হাদীস আছে, সাথে সাথে একথাও সত্য যে, তার গ্রন্থে প্রচুর সংখ্যক সহীহ হাদীসও আছে এবং কোন কোন হাদীস ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের তুলনায়ও বিস্কৃতর। যেমন ইমাম বুখারী (র) “ফরয নামাযের ইকামত দেয়া হলে তখন ঐ নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না” শীর্ষক অনুচ্ছেদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন শোবা (র)-এর সূত্রে, যার মধ্যে দু’টি ভুল আছে : ঐ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা ইমাম মালেকের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ তা মালেক পুত্র আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণিত। দ্বিতীয়ত, ঐ হাদীসের সনদে বুহাইনাকে মালেকের মাতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ তিনি হলেন আবদুল্লাহর মাতা। ইবনে মাজা (র) যে সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে এই ভুল নাই। অনুরূপভাবে সহীহ বুখারীতে আছে যে, আবু সুফিয়ান (রা)-র মৃত্যুসংবাদ সিরিয়া থেকে আসে, অথচ তিনি মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন। ইবনে মাজার অনুরূপ রিওয়াযাতে উক্তরূপ বক্তব্য নাই। অধিকন্তু ওলীদ ইবনে উকবা শরাব পান করলে তাকে আশি বেত্রাঘাত করা হয় বলে সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে, অথচ তাকে চল্লিশ বেত্রাঘাত করা হয়। কিন্তু ইবনে মাজার বর্ণনায় বেত্রাঘাতের সংখ্যা উল্লেখ নাই।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইবনে মাজার সুনান গ্রন্থের ছয়জন রাবীর উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন : আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান, সুলাইমান ইবনে ইয়াযীদ, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, আবু বাকর হামেদ আল-বাহরী, সাদূন ও ইবরাহীম ইবনে দীনার (র)।

সুনান ইবনে মাজার বেশ কয়েকখানি পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন শারহ সুনান ইবনে মাজা, পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত, অংশবিশেষের ভাষ্য। হাফেজ আলাউদ্দীন মুগালতাই হানাফী (মৃ. ৭৬২/১৩৬০); (২) বিমা তামাসসা ইলাইহিল হাজাতু আলা সুনান ইবনে মাজা, শায়খ সিরাজুদ্দীন উমার ইবনে আলী (মৃ. ৮০৪/১৪০১), আট খণ্ডে সমাপ্ত, এই ভাষ্যখানিতে কেবল সেইসব হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা অপর পাঁচটি গ্রন্থে নাই; (৩) আদ-দামীরী, আদ-দীবাজা ফী শারহি সুনান ইবনে মাজা, ৫ খণ্ড (অসমাপ্ত); (৪) জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫), মিসবাহ্জ যুজাজা; (৫) হাফেজ আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল হাদী আস-সিন্ধী (মৃ. ১১৩৮/১৭২৫), শারহ সুনান ইবনে মাজা; (৬) ফাখরুল হাসান গাঙ্গুহী, তিনি সুনান ইবনে মাজার কঠিন শব্দালীর আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন; (৭) ফুয়াদ আবদুল বাকী, শারহ মিফতাহিস সুনান। এছাড়াও আরো কতক মনীষী ইবনে মাজার পূর্ণ ও আংশিক ভাষ্য

রচনা করেন। তিনি একখানা তাফসীর গ্রন্থও রচনা করেন বলে উল্লেখ আছে, কিন্তু অদ্যাবধি এর কোন পাণ্ডুলিপি কোথাও পাওয়া যায়নি।

সুনান ইবনে মাজায় মাত্র তিনজন রাবী বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা পাঁচ, অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইবনে মাজার মাঝখানে মাত্র তিনজন রাবী, সুনান আবু দাউদে এইরূপ হাদীসের সংখ্যা তিন এবং তিরমিযীতে এক। সহীহ মুসলিম ও নাসাঈতে এরূপ রিওয়ায়াত নাই। সুনান ইবনে মাজার ঐ রিওয়ায়াত পাঁচটি অত্যন্ত দুর্বল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কিতাবখানি থেকে ফায়দা অর্জনের তৌফিক দান করুন। আমীন!

বিনীত
অনুবাদক

سنن ابن ماجه

سۇنان ئىبنە ماجا

(پىرىم خۇ)

مَا تَكْسِبُونَ فَمَنْ لَزِمَهُ فَهُوَ مِنْكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا تَعْبُدُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمُقَدِّمَةُ

(ভূমিকা)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূনাতের অনুসরণ।

১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ تَنَا شَرِيكَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদেরকে যা আদেশ দেই, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো।

২- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا .

২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যে সম্পর্কে তোমাদের বলিনি, সে সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ তাদের নবীগণের নিকট অধিক

প্রশ্নের কারণে এবং তাদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দিলে তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো এবং কোন বিষয়ে আমি তোমাদের নিষেধ করলে তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।

৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ .

৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যাচরণ করে সে আল্লাহরই অবাধ্যাচরণ করে।

৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا لَمْ يَعْذُهُ وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَهُ .

৪। আবু জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন হাদীস শুনলে, তাতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে হাস-বৃদ্ধি করতেন না।

৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ سَمِيعٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَقْطَشِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ فَقَالَ الْفَقْرُ تَخَافُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَصْبُنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتَّى لَا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاعَةً إِلَّا هِيَةَ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ صَدَقَ وَاللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَكْنَا وَاللَّهُ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ .

৫। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন, তখন আমরা দারিদ্র্য সম্পর্কে আলাপরত ছিলাম এবং আমরা সে বিষয়ে সংকিত ছিলাম। তিনি বলেন : তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় করছো? সেই

সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই তোমাদের উপর পৃথিবী প্রবল বেগে প্রবাহিত হবে (প্রভাব বিস্তার করবে), এমনকি পৃথিবী তোমাদের অন্তর কেবল তার দিকেই আকৃষ্ট করে ফেলবে। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ছেড়ে গেলাম, যার রাত-দিন ঔজ্জ্বল্যে সমান। আবু দারদা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন। আল্লাহর শপথ! তিনি আমাদের পরিচ্ছন্ন অবস্থায়ই ছেড়ে গেছেন, যার রাত ও দিন ঔজ্জ্বল্যে সমান।

৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ صُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

৬। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের একটি দল অব্যাহতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকবে এবং যারা তাদের অপদস্থ করতে চায় তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

৭- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا .

৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর নির্দেশের উপর স্থির থাকবে। তাদের বিরোধীরা তাদের ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

৮- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِنَبَةَ (عُتْبَةَ) الْخَوْلَانِيَّ وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ .

৮। আবু ইনাবা (উতবা) আল-খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দুই কিবলার দিকেই নামায পড়েছেন। তিনি বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ সর্বদা এই দীনের মধ্যে একটি গাছ রোপন করতে থাকবেন (এমন লোক সৃষ্টি করতে থাকবেন) যাদের তিনি তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখবেন ।

৯- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ حَطِيْبًا فَقَالَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا وَطَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ .

৯। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমাদের আলেমগণ কোথায়, তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা লোকদের উপর বিজয়ী থাকবে । তারা তাদের লাঞ্ছিত করতে উদ্যত বা সাহায্য করতে অগ্রহী কারো পরোয়া করবে না ।

১০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর স্থির থাকবে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকবে । মহামহিম আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ।

১১- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ) ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَيْنِ عَنِ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَيْنِ عَنِ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) .

১১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি একটি সরল রেখা টানলেন এবং তাঁর ডান দিকে দু'টি সরল রেখা টানলেন এবং বাম দিকেও দু'টি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী রেখার উপর তাঁর হাত রেখে বলেন : এটা আল্লাহর রাস্তা। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : “এবং এ পথই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে” (সূরা আনআম : ১৫৪)।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالتَّغْلِيظِ مِنْ عَارِضِهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার বিরুদ্ধবাদের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ।

১২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَمْنَاهُ إِلَّا وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ .

১২। আল-মিকদাম ইবনে মাদীকারিব আল-কিনদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অচিরেই কোন ব্যক্তি তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং তার সামনে আমার হাদীস থেকে বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে মহামহিম আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। আমরা তাতে যা হালাল পাবো তাকেই হালাল মানবো এবং তাতে যা হারাম পাবো তাকেই হারাম মানবো। (মহানবী বলেন) সাবধান! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার অনুরূপ।

১৩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي بَيْتِهِ أَنَا سَأَلْتُهُ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ ثُمَّ مَرَّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَوْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا أَلْفِينٌ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَيَّ أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ .

১৩। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না পাই যে, সে তার আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং (এই অবস্থায়) আমার প্রদত্ত কোন আদেশ অথবা আমার প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা তার নিকট পৌছলে সে বলবে, আমি কিছু জানি না, আমরা আল্লাহর কিতাবে যা পাবো তার অনুসরণ করবো (আ, বু, তি, দা)।

١٤- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُسْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .

১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি কেউ আমাদের এই দিনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত (বু, মু)।

١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَاصِمَ الزُّبَيْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِحَ الْمَاءُ يَمُرُّ فَابِي عَلَيْهِ فَاحْتَصَمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَحْبَسَ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ قَالَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ هَذِهِ آيَةٌ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ (فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا) .

১৫। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যুবাইর (রা)-এর সাথে হাররার পানির নালা নিয়ে বিবাদ করে, যার দ্বারা তারা খেজুর বাগানে পানি সেচ করতেন। আনসারী বললো, তুমি পানি ছেড়ে দাও যাতে তা প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু যুবাইর (রা) তা অস্বীকার করেন। তাই তারা বিবাদ করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে যুবাইর! তোমার বাগানে পানি সিঞ্চন করো, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে তা পাঠিয়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ফুফাতো ভাই তো (তাই এরূপ ফয়সালা দিলেন)। এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বলেন : হে যুবাইর! (তোমার বাগানে) পানি সিঞ্চন করো, অতঃপর তা প্রতিরোধ করে রাখো, যাবত না তা আইল বরাবর হয়। রাবী আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যুবাইর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার মতে এ আয়াত উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয় (অনুবাদ) : “কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ তারা তাদের বিবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার প্রদত্ত সিদ্ধান্তে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তারা তা মেনে নেয়” (সূরা নিসা : ৬৫)।

১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوا أِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ لَهُ أَنَا لَتَمْنَعَهُنَّ فَقَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَحَدُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ إِنَّا لَتَمْنَعُهُنَّ .

১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা আল্লাহর বাঁদীদেরকে আল্লাহর মসজিদে নামায পড়তে (যেতে) বাধা দিও না। ইবনে উমার (রা)-এর এক পুত্র বললো, আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিবো। রাবী বলেন, এতে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি বলছো, আমরা অবশ্যই তাদের বাধা দিবো!

১৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ أَخٍ لَهُ فَحَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكِي عَدُوًّا وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ

فَعَادَ ابْنُ أَخِيهِ يَخْذِفُ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدَّتْ
تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا .

১৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তার পাশে তার এক ভ্রাতৃপুত্র বসা ছিল। সে কংকর নিষ্ক্ষেপ করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন : এতে না শিকার ধরা যায়, না শক্রকে আহত করা যায়, বরং তা দাঁত ভেঙ্গে দেয় এবং চোখ ফুঁড়ে দেয়। রাবী বলেন, তার ভাইপো পুনরায় কংকর নিষ্ক্ষেপ করলে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, আমি তোমাকে হাদীস শুনাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন, তারপরও তুমি কংকর নিষ্ক্ষেপ করলে! আমি তোমার সাথে কখনও কথা বলবো না।

١٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ
اسْحَاقَ ابْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عِبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيَّ النَّقِيبَ صَاحِبَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزَا مَعَ مُعَاوِيَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَنظَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كَسَرَ
الذَّهَبَ بِالدَّنَانِيرِ وَكَسَرَ الْفِضَّةَ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَبْتَاعُوا بِالذَّهَبِ الْذَّهَبَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا
زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نِظْرَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا إِلَّا مَا
كَانَ مِنْ نِظْرَةٍ فَقَالَ عِبَادَةُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَأْيِكَ
لَئِنْ أَخْرَجَنِي اللَّهُ لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا أَمْرَةٌ فَلَمَّا قَفَلَ لِحَقِّ
بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ
وَمَا قَالَ مِنْ مَسَاكِنَتِهِ فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِلَى أَرْضِكَ فَقَبِحَ اللَّهُ أَرْضًا
لَسْتُ فِيهَا وَآمِثَالِكَ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ لَا أَمْرَةٌ لَكَ عَلَيْهِ وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا
قَالَ فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ .

১৮। ইসহাক ইবনে কাবীসা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তাঁর মুখপাত্র উবাদা ইবনুস সামিত (রা) মুআবিয়া (রা)-এর সাথে রোম (বায়ান্টাইন) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লোকদের লক্ষ্য

করলেন যে, তারা সোনার টুকরা স্বর্ণ মুদ্রার সাথে এবং রূপার টুকরা রৌপ্য মুদ্রার সাথে ক্রয়-বিক্রয় (বিনিময়) করছে। তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো (এরূপ বিনিময়ে) সূদ খাচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রয় করো না, তবে পরিমাণে সমান সমান হলে, বাড়তি না হলে এবং লেনদেন বাকীতে না হলে করতে পারো। তখন মুআবিয়া (রা) তাকে বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আমি তো এরূপ লেনদেনে সূদের কিছু দেখছি না, যদি না লেনদেন বাকীতে হয়। উবাদা (রা) বলেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছি। আর তুমি আমার নিকট তোমার অভিমত ব্যক্ত করছো। আল্লাহ যদি আমাকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেন তাহলে আমি এমন এলাকায় বসবাস করবো না, যেখানে আমার উপর তোমার কর্তৃত্ব চলে। অতএব তিনি (যুদ্ধ থেকে) প্রত্যাবর্তন করে মদীনায়ে পৌঁছলে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি কেন ফিরে এসেছেন? তখন তিনি তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন এবং সেখানে তার বসবাস না করার কথাও ব্যক্ত করেন। উমার (রা) বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি আপনার এলাকায় ফিরে যান। কেননা যে এলাকায় আপনি ও আপনার মত মানুষ থাকবে না সেখানে আল্লাহ গযব নাযিল করবেন। তিনি মুআবিয়া (রা)-কে লিখে পাঠন, উবাদা (রা)-র উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব চলবে না এবং তিনি যা বলেন জনসাধারণকে তদনুযায়ী পরিচালনা করো। কারণ এটাই আদেশ।

১৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ أَنبَأَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَظَنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتَقَاهُ .

১৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলে তোমরা তার যুহ্দ (সাধনা), ধার্মিকতা ও তাকওয়ার কথা স্মরণে রেখে তা মেনে নাও (এবং নিজের মত খাটানো ত্যাগ করো)।

২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَظَنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتَقَاهُ .

২০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলে তোমরা মনে রাখবে যে, তিনি ছিলেন সর্বাধিক ধার্মিক, হেদায়াতপ্রাপ্ত ও আল্লাহভীরু।

২১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ثَنَا الْمَقْبِرِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَأَعْرِفَنَّ مَا يُحَدِّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى أَرِكَتِهِ فَيَقُولُ أَفْرَأَ قُرْنَا مَا قِيلَ مِنْ قَوْلِ حَسَنِ فَإِنَّا قُلْتُهُ .

২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি এমন লোকের পরিচয় তুলে ধরছি যার নিকট তোমাদের কেউ আমার হাদীস বর্ণনা করবে, আর সে তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বলবে, কুরআন পাঠ করো। কোন উত্তম কথা বলা হলে (মনে করবে যে) আমিই তা বলেছি।

২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ أَدَمَ ثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا حَدَّثْتِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ .

২২। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) এক ব্যক্তিকে (ইবনে আব্বাসকে) বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলে তুমি তার বিপরীতে কোন দৃষ্টান্ত পেশ করো না।

২২(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرَابِيسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرْثَةَ مِثْلَ حَدِيثِ عَلِيٍّ .

২২(ক)। আবুল হাসান-ইয়াহুইয়া ইবনে আবদুল্লাহ-আলী ইবনুল জাদ-শোবা-আমর ইবনে মুররা (রা) সনদ পরস্পরায় আলী (রা) থেকে বর্ণিত (২০ নং) হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনায় সাবধানতা অবলম্বন করা।

২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ثَنَا مُسْلِمُ الْبَطْنِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا آتَيْتُهُ فِيهِ قَالَ فَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ بِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷺ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَسَسَ قَالَ فَظَنَرْتُ
إِلَيْهِ فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلِّلَةٌ أَرْزَارَ قَمِيصِهِ قَدِ اغْرُورَقَتْ عَيْنَاهُ وَأَتَفَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ قَالَ أَوْ
دُونَ ذَلِكَ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَبِيهَا بِذَلِكَ .

২৩। আমর ইবনে মাইমূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ইবনে মাসউদ (রা)-র নিকট উপস্থিত হতে আমার ভুল হতো না। কিন্তু আমি কখনও তাঁকে “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন” এভাবে কিছু বলতে শুনিনি। এক রাতে তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন”। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি মাথা নিচু করলেন। রাবী বলেন, আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন যে, তার জামার বোতাম খোলা, তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু বিগলিত এবং এর শিরাগুলো ফুলে গেছে। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি (স) এই বলেছেন অথবা এর অধিক বা কম বলেছেন অথবা এর কাছাকাছি বা এর অনুরূপ বলেছেন (অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন তা আমার হুবহু মনে নাই)।

২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ
ابْنِ سَيْرِينَ قَالَ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَفَزَعَ
مِنْهُ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২৪। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনাকালে ভীত-শংকিত হতেন এবং বলতেন, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ বলেছেন।

২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُثْمَرُ بْنُ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ
بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَبَرْنَا وَنَسِينَا
وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَدِيدٌ .

২৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে বললাম, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং (অনেক কিছুই) ভুলে গেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করা খুবই কঠিন দায়িত্ব।

২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا .

২৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবুস সাফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাবী (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে একটি বছর যাবত উঠাবসা করেছি, কিন্তু আমি তাকে কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে কিছুই বর্ণনা করতে শুনি নি।

২৭- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْبَانًا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا إِذَا (فَإِذَا) رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ فَهِيَهِاتَ .

২৭। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা হাদীস মুখস্ত করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই হাদীস মুখস্ত করা হতো। কিন্তু এখন তোমরা প্রতিটি কষ্টকর ও আরামদায়ক স্থানে (পর্যালোচনা ব্যতীত) উঠতে শুরু করেছ। তোমাদের জন্য আফসোস হয়!

২৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَرْظَةَ ابْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْكُوفَةِ وَشَيْعَنَا فَمَشَى مَعَنَا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ فَقَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ قَالَ قُلْنَا لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِحَقِّ الْأَنْصَارِ قَالَ لِكِنِّي مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْفَظُوهُ لِمَشَايَ مَعَكُمْ إِنَّكُمْ تَقْدُمُونَ عَلَيَّ قَوْمٌ لِلْقُرْآنِ فِي صُدُورِهِمْ هَزِيزٌ كَهَزِيزِ الْمِرْجَلِ فَإِذَا رَأَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَقَالُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَقْبَلُوا الرَّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَنَا شَرِيكُكُمْ .

২৮। কারাযা ইবনে কাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদেরকে কূফার উদ্দেশে পাঠালেন। তিনি আমাদের বিদায় দিতে আমাদের সাথে

সিরার নামক স্থান পর্যন্ত হেঁটে আসেন। তিনি বলেন, তোমরা কি জানো আমি কেন তোমাদের সাথে চলে এসেছি? রাবী বলেন, আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের কর্তব্য এবং আনসারদের প্রতি কর্তব্যের কারণে। উমার (রা) বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি বিশেষ কথা বলার উদ্দেশ্যে তোমাদের সঙ্গে চলে এসেছি। আমি আশা করি তোমাদের সাথে আমার চলে আসার প্রতি খেয়াল রেখে তোমরা তা মনে রাখবে। তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছে, যাদের বক্ষস্থলে ফুটন্ত হাঁড়ির মত কুরআনের আওয়াজ হবে। তারা তোমাদেরকে দেখে তোমাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের গর্দান এগিয়ে দিবে এবং বলবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এসেছেন। তোমরা তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করবে। তাহলে আমি তোমাদের সাথে আছি।

২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ .

২৯। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত সাদ ইবনে মালেক (রা)-র সাহচর্যে ছিলাম। কিন্তু আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসও বর্ণনা করতে শুনিনি।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَعَمُّدِ الْكُذْبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

স্বচ্ছায় ও সজ্জানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপের ভয়ানক পরিণতি।

৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَّارَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا ثَنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِرُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামকে তার আবাস বানালো।

৩১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ وَأِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَا تَنَا شَرِيكَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّ الْكِذْبَ عَلَيَّ يُوَلِّجُ النَّارَ .

৩১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। কেননা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ জাহান্নামে প্রবেশ करावे।

৩২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ تَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ حَسِبْتَهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তার আবাস জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।

৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ تَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।

৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার নামে মনগড়া কথা রচনা করলো, যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।

৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمَنْبَرِ أَيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عِنِّي فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقَوْلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৫। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মিন্বারের উপর বলতে শুনেছি : তোমরা আমার থেকে অধিক হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সাবধান হও। কেউ আমার সম্পর্কে বলতে চাইলে সে যেন হক কথা বা সত্য কথাই বলে। যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলে যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।

৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مَا لِي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَفَلَانًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ مُنْذُ أَسَلَّمْتُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৬। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-কে বললাম, আমি যেমন ইবনে মাসউদ (রা) ও অমুক অমুক সাহাবীকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনি তদ্রূপ আপনাকে কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না? তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনও আমি তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। কিন্তু আমি তাঁকে একটি কথা বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করলো।

৩৭- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُطْرِفٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন জাহান্নামে তার আবাস নির্ধারণ করলো।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ مَنْ حَدَّثَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

যে ব্যক্তি সজ্ঞানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামে মিথ্যা বর্ণনা করে ।

৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ .

৩৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমার নামে হাদীস বর্ণনা করলো, অথচ সে মনে করে যে, সে মিথ্যা বলেছে, সেও মিথ্যাবাদীদের একজন ।

৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ .

৩৯। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার নামে মিথ্যা বর্ণনা করলো, সেও মিথ্যাবাদীদের একজন ।

৪০- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ .

৪০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমার নামে কোন মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করলো, সে অন্যতম মিথ্যাবাদী ।

৪১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ عَنِ شُعْبَةَ . مِثْلَ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ .

৪০ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ-হাসান ইবনে মূসা আশয়াব-শোবা (র) সূত্রে সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)-এর (৪০ নং হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৴ৱ - ٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ .

৪১। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ ধারণামতে আমার বরাতে কোন (মিথ্যা) হাদীস বর্ণনা করলো সে অন্যতম মিথ্যাবাদী।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

সংপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ।

৴ৱ - ٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ ذَكْوَانَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ قَالَ سَمِعْتُ الْعُرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْنُونَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةً مُودِعَ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بَعْدَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ عِبَادًا حَبِشِيًّا وَسَتْرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَأَيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحَدَّثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ .

৪২। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের নসীহত করেন, যাতে অন্তরসমূহ ভীত হলো এবং চোখগুলো অশ্রু বর্ষণ করলো। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো বিদায় গ্রহণকারীর উপদেশ দিলেন। অতএব আমাদের নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন (একটি সুনির্দিষ্ট আদেশ দিন)। তিনি বলেন : তোমরা আল্লাহভীতি অবলম্বন করো, শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো (নেতৃ-আদেশ), যদিও সে কাফ্রী

গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা মারাত্মক মতভেদ লক্ষ্য করবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অবশ্যই অবলম্বন করবে, তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই তোমরা বিদআত কাজ পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্ট।

৬৩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ وَأَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السَّلْمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَرِيَّاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةٌ مُودِعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ الْيَنَّا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لِيَلْهَى كَنْهَارَهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّأَشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنْفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادًا

৪৩। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন হৃদয়গ্রাহী নসীহত করেন যে, তাতে (আমাদের) চোখগুলো অশ্রু ঝরালো এবং অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হলো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতো যেন নিশ্চয়ই বিদায়ী ভাষণ। অতএব আপনি আমাদের থেকে কি প্রতিশ্রুতি নিবেন (আদেশ দিবেন)? তিনি বলেন : আমি তোমাদের আলোকিত দীনের উপর রেখে যাচ্ছি, তার রাত তার দিনের মতই (উজ্জ্বল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দীন ছেড়ে বিপথগামী হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব তোমাদের উপর তোমাদের নিকট পরিচিত আমার আদর্শ এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা তা শক্তভাবে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে। তোমরা অবশ্যই আনুগত্য করবে, যদি হাবসী গোলামও (তোমাদের নেতা নিযুক্ত) হয়। কেননা মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে নাসারুল্পে লাগাম পরানো উটতুল্য। লাগাম ধরে যে দিকেই তাকে টানা হয়, দিকেই সে যেতে বাধ্য হয়।

৬৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْعَرِيَّاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪৪। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ফজরের নামায় পড়ালেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশে মর্মস্পর্শী ওয়ায করেন..... অবশিষ্ট বিবরণ পূর্ববৎ (৪৪ নং হাদীসের অনুরূপ)।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ اجْتِنَابِ الْبِدْعِ وَالْجَدَلِ

বিদআত ও ঝগড়াঝাটি পরিহার করা।

৪৫- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا تَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبْحَكُمْ مَسَاكُمُ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ اصْبِعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى ثُمَّ يَقُولُ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِإِلهِهِ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَعَلَىٰ وَالْيَ .

৪৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভাষণ দিতেন তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেতো, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো, তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো, যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন : তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আক্রান্ত হতে পারো (অথবা তোমাদের সকাল-সন্ধ্যা কল্যাণময় হোক)। তিনি আরো বলতেন : আমার প্রেরণ ও কিয়ামত এ দু'টি আংগুলের অবস্থানের মত পরস্পর নিকটবর্তী। তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আংগুল মিলিয়ে দেখান। অতঃপর তিনি বলেন : সবচেয়ে উত্তম নির্দেশ হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথ। দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন সর্বপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজ। প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্ট। তিনি আরো বলেন : কোন ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে (মারা) গেলে তা তার পরিবারবর্গের এবং কোন ব্যক্তি দেনা অথবা অসহায় সন্তান রেখে (মারা) গেলে তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার এবং তার সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বভারও আমার যিম্মায়।

৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مَيْمُونِ الْمَدَنِيِّ أَبُو عُبَيْدٍ ثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ الْكَلَامُ وَالْهُدَى فَأَحْسَنَ الْكَلَامُ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ الْآ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إِلَّا لَا يَطُولُنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ إِلَّا أَنْ مَا هُوَ أَقْرَبُ وَأَنَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بَاتٍ إِلَّا أَنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعَظَ بِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ قَتَلَ الْمُؤْمِنَ كُفْرًا وَسَبَّاهُ فَسَوْقٌ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ الْآ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ بِالْجِدِّ وَلَا بِالْهَزْلِ وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَأَنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبِرٌّ وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ الْآ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا .

৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বস্তুত বিষয় দু'টি : কালাম ও হেদায়াত। অতএব সর্বোত্তম কালাম (কথা) হলো আল্লাহর কালাম এবং সর্বোত্তম হেদায়াত (পথনির্দেশ) হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াত। শোন! তোমরা নতুনভাবে উদ্ভাবিত নিকৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। কেননা নিকৃষ্ট কাজ হলো দীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। প্রতিটি নতুন নিকৃষ্ট উদ্ভাবন হচ্ছে বিদআত এবং প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্ট। সাবধান! (শয়তান) যেন তোমাদের অন্তরে দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে না পারে, অন্যথায় তা তোমাদের অন্তরাত্মাকে শক্ত করে দিবে। সাবধান! নিশ্চয় যা কিছু আসার তা নিকটবর্তী এবং যা দূরবর্তী তা আসার নয়। জেনে রাখো! অবশ্যই সেই ব্যক্তি দুর্ভাগা যে তার মায়ের গর্ভ থেকেই দুর্ভাগা। খোশনসীব সেই ব্যক্তি যে অপরকে দেখে নসীহত গ্রহণ করে। সাবধান! ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা (বা তার সাথে সশস্ত্র সংঘাত করা) কুফরী এবং তাকে গালমন্দ করা পাপ। কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের অধিক (কথা না বলে) ত্যাগ করা হালাল নয়। সাবধান! তোমরা মিথ্যাচারিতা থেকে দূরে থাকো। কেননা মিথ্যাচারিতা দ্বারা না সফলতা অর্জন করা যায় না অর্থহীন অপলাপ থেকে বাঁচা যায়। নিজ সন্তানের সাথে ওয়াদা করে তা পূরণ না করা কোন লোকের জন্যই

শোভনীয় নয়। কেননা মিথ্যা (মানুষকে) পাপাচারের দিকে চালিত করে এবং পাপাচার দোষখের দিকে চালিত করে। পক্ষান্তরে সততা (মানুষকে) পুণ্যের পথে চালিত করে এবং পুণ্য বেহেশতের দিকে চালিত করে। সত্যবাদী সম্পর্কে বলা হয়, সে সত্য বলেছে ও পুণ্যের কাজ করেছে। আর মিথ্যাবাদী সম্পর্কে বলা হয়, সে মিথ্যা বলেছে ও পাপাচার করেছে। জেনে রাখো! কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর নিকট ডাহা মিথ্যাবাদী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়।

৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ثَنَا أَيُّوبُ ح
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا
أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ
الْآيَةَ (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ) فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِذَا رَأَيْتُمْ
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمْ الَّذِينَ عَنَاهُمْ اللَّهُ فَأَحْذَرُوهُمْ .

৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) : “তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলো কিতাবের মূল অংশ, আর অন্যগুলো রূপক। যাদের অন্তরে সত্য লংঘন প্রবণতা আছে শুধু তারাই বিশৃংখলা ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তার ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, সমস্তই আমাদের রবের নিকট থেকে আগত। বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না” (সূরা আল ইমরান : ৭)। অতঃপর তিনি বলেন : হে আয়েশা! যখন তুমি তাদেরকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বাদানুবাদ করতে দেখবে, তখন মনে করবে যে, এরা সেই লোক যাদের আল্লাহ অপদস্থ করেন। তোমরা তাদের পরিহার করো।

৪৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ح وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ
ثَنَا بَشْرٌ قَالَا ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْتُوا الْجِدَلَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (بَلْ هُمْ
قَوْمٌ خَصِمُونَ) .

৪৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পরে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোক তখনই পথভ্রষ্ট হবে, যখন তারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : “বরং এরা তো এক বিভ্রান্তকারী সম্প্রদায়” (সূরা আহযাব : ৫৮)।

৬৯ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو هَاشِمٍ ابْنِ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّيَلَمِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تُخْرَجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ .

৪৯। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ বিদআতী ব্যক্তির রোযা, নামায, যাকাত বা দান-খয়রাত, হজ্জ, উমরা, জিহাদ, ফিদ্যা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি কিছুই কবুল করবেন না। সে ইসলাম থেকে এমনভাবে খারিজ হয়ে যায় যেভাবে আটা থেকে চুল টেনে বের করা হয়।

৫০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ الْخَيْطُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبِي اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلُ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ .

৫০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা বিদআতী ব্যক্তির নেক আমল কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে তার বিদআত পরিহার করে।

৫১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَيْضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِهَا وَمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا .

৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যাকে বাতিল মনে করে পরিহার করলো তার জন্য বেহেশতের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি সংগত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করলো তার জন্য বেহেশতের মধ্যখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি তার চরিত্র সুন্দর করলো তার জন্য বেহেশতের উচ্চতর স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَّاسِ

অনুচ্ছেদ : ৪

৫২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ اسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ فَإِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسًا جُهَالًا فَاسْتَلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .

৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তর থেকে এলেমকে বিলুপ্ত করার মাধ্যমে তা কেঁড়ে নিবেন না, বরং তিনি আলেমদেরকে (দুনিয়া থেকে) তুলে নেয়ার মাধ্যমে এলেমকেও তুলে নিবেন। অতএব যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন জনগণ অজ্ঞ ও মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং তাদের কাছে (দীনী বিষয়ে) জিজ্ঞেস করা হলে তারা (সেই বিষয়ে) কোন এলেম না থাকা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং জনগণকেও পথভ্রষ্ট করবে।

৫৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِيءِ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أْفْتَى بِفِتْيَا غَيْرِثَبَتٍ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَيَّ مَنْ اَفْتَاهُ .

৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দলীল-প্রমাণ ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ব্যতীত কাউকে সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) দেয়া হলে তার পাপের বোঝা ফতওয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে।

৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي رِشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ أَنْعَمٍ هُوَ الْأَفْرِيقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ أَيْةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ .

৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অত্যাবশ্যকীয় এলেম (জ্ঞান) তিন প্রকার, এ ছাড়া অবশিষ্টগুলো অতিরিক্ত : আল-কুরআনের বিধান সম্পর্কিত (মুহকাম) আয়াতসমূহ অথবা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ (হাদীস) অথবা ইনসাফভিত্তিক ফারায়েজের জ্ঞান (ওয়ারিসী স্বত্ত্ব ন্যায়সংগতভাবে বস্টনের জ্ঞান)।^১

৫৫- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ ثَنَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَا تَقْضِينَ وَلَا تُفْصِلْنَ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَكْفُ حَتَّى تُبَيِّنَهُ أَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ .

৫৫। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেন : যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান আছে কেবল সেই বিষয়ে তুমি সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদান করবে। কোন বিষয় তোমার জন্য কঠিন হলে (অজ্ঞাত থাকলে) তুমি অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না তোমার নিকট স্পষ্ট হয় (বা তোমাকে বলে দেয়া হয়) অথবা তুমি লিখিতভাবে সে সম্পর্কে আমাকে জানাবে।

৫৬- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ

১. ‘ফারীদাতুন আদীলাহ’ অর্থ কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতিহাদ প্রসূত জরুরী জ্ঞানও হতে পারে (অনুবাদক)।

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُؤَلَّدُونَ
أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .

৫৬। আরদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : বনী ইসরাঈলের যাবতীয় কাজকর্ম যথার্থভাবেই হচ্ছিল, যতক্ষণ তাদের মধ্যে যথার্থ সন্তান জন্মেছে। অতঃপর তাদের মধ্যে বিজাতীয় বা লুপ্তনকৃত নারীর সন্তান যুক্ত হলে তারা নিজেদের মত অনুযায়ী রায় প্রদান করে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ فِي الْإِيمَانِ

ঈমান সম্পর্কে।

৫৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ الْإِيمَانُ بِضْعٍ وَسِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ بَابًا أَذْنَاهَا إِصْطَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
وَأَرْفَعَهَا قَوْلُ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ .

৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমানের ষাট বা সত্তরের অধিক স্তর আছে। তার সাধারণ বা নিম্নতর স্তর হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। সর্বোচ্চ স্তর হলো কলেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই) বলা এবং লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

৫৭(ফ)- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ح
وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৫৭(ক)। আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা-আবু খালিদ আহমার-ইবনে আজলান, (পুনরায়) আমর ইবনে রাফে-জারীর-সাহল (সকলে) আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে (৫৭ নং হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫৮- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا تَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ .

৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লজ্জাশীলতা সম্পর্কে তার ভাইকে নসীহত (তিরস্কার) করতে শুনলেন। তখন তিনি বলেন : নিশ্চয় লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।

৫৯- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ تَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِيُّ تَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ

৫৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার অন্তরে সরিষার দানা (সামান্যতম) পরিমাণও অহংকার আছে, সে (প্রথম পর্যায়েই) জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং যার অন্তরে সরিষার দানা (সামান্যতম) পরিমাণ ঈমান আছে সে জাহান্নামে (স্থায়ীভাবে) প্রবেশ করবে না।

৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى تَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَلَصَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ وَأَمَّنُوا فَمَا مُجَادَلَةٌ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدُّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أَدْخَلُوا النَّارَ قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَادْخَلْتَهُمُ النَّارَ فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورِهِمْ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبِيهِ فَيَخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مَنْ قَدْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ

نَصْفِ دِينَارٍ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ لَمْ
يُصَدِّقْ هَذَا فَلْيَقْرَأْ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ
مِنْ لَدُنْهِ أَجْرًا عَظِيمًا) .

৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) মুমিনদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দিবেন এবং তারা নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন ঈমানদারগণ তাদের দোযখী ভাইদের ব্যাপারে তাদের প্রতিপালকের সাথে এত প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে যে, তারা দুনিয়াতে অবস্থানকালে তাদের কেউ তার বন্ধুর পক্ষে ততটা প্রচণ্ড বিতর্কে লিপ্ত হয়নি। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ ভাইরা তো আমাদের সাথে নামায পড়তো, রোযা রাখতো এবং হজ্জ করতো। অথচ আপনি তাদেরকে দোযখে দাখিল করেছেন। তখন আল্লাহ পাক বলবেনঃ তোমরা যাও এবং তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা চিনতে পারো, তাদের বের করে নিয়ে এসো। অতএব তারা তাদের কাছে যাবে এবং তাদের আকৃতি দেখে তাদের চিনতে পারবে। দোযখের আগুন তাদের দৈহিক গঠনাকৃতি ডক্ষণ (নষ্ট) করবে না। আগুন তাদের কারো পদদ্বয়ের জংঘার অর্ধাংশ পর্যন্ত এবং কারো পদদ্বয়ের গোছা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তারা তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে এনে বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে যাদের বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তাদের বের করে এনেছি। অতঃপর আল্লাহ বলবেন : যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, অতঃপর যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, অতঃপর যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তোমরা তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। আবু সাঈদ (রা) বলেন, যার এ কথা বিশ্বাস না হয় সে যেন তিলাওয়াত করে (অনুবাদ)ঃ “আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। কোন উত্তম কাজ হলে আল্লাহ তা দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ তার পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার প্রদান করেন” (সূরা নিসাঃ ৪০)।

৬১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ نَجِيحٍ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي
عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ
فَعَلَّمَنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدَنَا بِهِ إِيْمَانًا .

৬১। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তার দ্বারা আমাদের ঈমান বেড়ে যায়।

৬২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَزَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبُ الْمَرْجِنَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ .

৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এ উম্মাতের দুইটি শ্রেণীর জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই—মুরজিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায়।

৬৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ الرَّأْسِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ سَفَرٍ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكِتَابِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْتُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَا أِمَارَتُهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رِبَّتَهَا (قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي تَلِدُ الْعَجْمُ الْعَرَبَ) وَأَنْ تَرَى الْحُقَّةَ الْعُرَاءَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَلَقِينِي النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ .

৬৩। উম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত ও মাথায় গাঢ়ো

কালো চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে হাযির হন। তার চেহায়ায় সফরের কোন ছাপ দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের কেউই তাকে চিনে না। রাবী বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসলেন, তার হাঁটুদ্বয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুদ্বয়ের সাথে লাগিয়ে এবং তার দুই হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে তারপর জিজ্ঞেস করেন; হে মুহাম্মাদ! ইসলাম কি? তিনি বলেন : এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহর রাসূল, নামায কয়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা। তিনি (আগভুক্ত) বলেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন। আমরা তার এ কথায় অবাক হলাম যে, তিনিই জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনিই তা সত্যায়ন করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ঈমান কি? তিনি বলেন : তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকূলে, তাঁর রাসূলগণে, তাঁর কিতাবসমূহে; আখেরাতের দিনে এবং তাকদীরে ও তার ভালো-মন্দে। আগভুক্ত বলেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন। আমরা এবারও তার কথায় অবাক হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন এবং তিনিই তা সত্যায়ন করছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ইহসান কি? তিনি বলেন : তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে না দেখো তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন। তিনি বলেন, মুহূর্তটি (কিয়ামত) কখন আসবে? তিনি বলেন : এ সম্পর্কে উত্তরদাতা প্রশ্নকর্তার চেয়ে অধিক কিছু জানে না। তিনি বলেন, তাহলে এর আলামত কি? তিনি বলেন : ক্রীতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ অনারবদের ঔরসে আরবরা জন্মগ্রহণ করবে। তুমি দেখতে পাবে নগ্নদেহ, নগ্নপদ ও অভাবগ্রস্থ মেস চারকরা সুউচ্চ ইমারতের মালিক হয়ে অহংকারে ফেটে পড়বে। উমার (রা) বলেন, এ ঘটনার তিন দিন পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করে বলেন : লোকটি কে তুমি কি তা জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন : ইনি হলেন জিবরীল (আ), তোমাদের দীনের বিষয়াদি তোমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের নিকট এসেছেন।

৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَقْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا

تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَحْدِثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَكِدَتِ الْأَمَّةُ رِيَّتَهَا فُذِّكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ فُذِّكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ فَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَأْذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) .

৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকবেষ্টিত থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঈমান কি? তিনি বলেন : তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রাসূলগণে, তার সাথে সাক্ষাতে এবং তুমি আরো ঈমান আনবে পুনরুত্থান দিবসে। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলাম কি? তিনি বলেন : তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, ফরয নামায কায়ম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ইহসান কি? তিনি বলেন : তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাকে দেখছো। যদি তুমি তাকে দেখতে সক্ষম না হও, তবে তিনি নিশ্চয় তোমাকে দেখছেন। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুহূর্তটি (কিয়ামত) কখন আসবে? তিনি বলেন : এ বিষয়ে উত্তরদাতা প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক কিছু জানে না। তবে আমি তোমাকে তার কতিপয় শর্ত (আলামত) সম্পর্কে বলছি। ক্রীতদাসী যখন তার মনিবকে প্রসব করবে, সেটা কিয়ামতের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। যখন মেঘ চারকরা সুউচ্চ দালান-কোঠার (মালিক হয়ে) অহংকারে ফেটে পড়বে, এটাও তার শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : “কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জড়ায়তে আছে। কেউ জানে না আগামী কাল (বা ভবিষ্যতে) সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মরবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত” (সূরা লোকমান : ৩৪)।

৬৫ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ قَالَ أَبُو الصَّلْتِ لَوْ قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبُرَّآ .

৬৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমান হলো : অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং দীনের রোকনসমূহের (অপরিহার্য বিধানসমূহ) বাস্তবায়ন। আবুস সালত (র) বলেন, এ সনদ কোন পাগলের নিকট পাঠ করা হলে সেও নিরাময় লাভ করবে।

٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ (أَوْ قَالَ لِجَارِهِ) مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

৬৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ (পূর্ণ) মুমিন হবে না, যাবত না সে তার ভাইয়ের জন্য (বা তার প্রতিবেশীর জন্য) তাই পছন্দ করবে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।

٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদের কারো কাছে তার সন্তান-সন্তুতি, তার পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হওয়া পর্যন্ত সে (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না।

٦٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْلَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেই সন্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা ঈমানদার না

হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় নির্দেশ করবো না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে মহব্বত করবে? তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।

৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَفَانُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৬৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেয়া গর্হিত কাজ এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরী।

৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ الرَّبِيعِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَحَدَهُ وَعِبَادَتِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِتَاءَ الزُّكَاةَ مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ . قَالَ أَنَسٌ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَيَلْغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرَجِ الْأَحَادِيثِ وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ . وَتَصَدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ يَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ تَابُوا قَالَ خَلَعُ الْأَوْثَانَ وَعِبَادَتِهَا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزُّكَاةَ . وَقَالَ فِي آيَةِ أُخْرَى فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزُّكَاةَ فَأَجُورُكُمْ فِي الدِّينِ .

৭০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এক আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান অবস্থায়, তাঁর ইবাদতরত অবস্থায় যাঁর কোন শরীক নাই, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, সে এমন অবস্থায় মারা গেল যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট।

আনাস (রা) বলেন, এটা হলো আল্লাহর সেই দীন, যা নিয়ে রাসূলগণ এসেছেন এবং তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন ক্ষেতনা-ফাসাদ এবং মনগড়া মতবিরোধ সৃষ্টির পূর্বেই। এর সমর্থন রয়েছে কুরআনের শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াতে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন (অনুবাদ) : “যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়” (সূরা তওবা : ৫)। আনাস (রা) বলেন, তারা তওবা করার পর

মূর্তিগুলো ও সেগুলোর পূজা ত্যাগ করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, (অনুবাদ) : “যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই” (সূরা তওবা : ১১)।

১১৭-(১)۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلَهُ .

৭০ (ক)। আবু হাতিম-উবাইদুল্লাহ ইবনে মুসা আবসী-আবু জাফর রাযী-রবী ইবনে আনাস (রা) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ .

৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল এবং তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়।

৭২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ عَنِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ .

৭২। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল এবং তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়।

৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ أَنبَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ ثَنَا نَزَارُ بْنُ حَبَّانَ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهُ قَالًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ
أَهْلُ الْأَرْجَاءِ وَأَهْلُ الْقَدَرِ .

৭৩। ইবনে আব্বাস ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের দুই শ্রেণীর লোকের ইসলামে কোন অংশ নেই—মুরজিয়া সম্প্রদায় ও কাদারিয়া সম্প্রদায়।

৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ الْبُخَارِيُّ سَعِيدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ تَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ تَنَا
اسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .

৭৪। আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ঈমান বাড়ে ও কমে।

৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ الْبُخَارِيُّ تَنَا الْهَيْثَمُ تَنَا اسْمَاعِيلُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَثْمَانَ
عَنِ الْحَارِثِ أَظْنَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ الْإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ .

৭৫। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈমান বাড়ে ও কমে।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ فِي الْقَدْرِ

তাকদীর (ভাগ্যলিপি) সম্পর্কে।

৭৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا وَكَيْعُ وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ
وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ
الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ
ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلِكَ فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ
فَيَقُولُ كُتِبَ عَمَلُهُ وَآجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ أَحَدَكُمْ

لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ
الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ
حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ
الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا .

৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত : তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি কার্যক্রম এভাবে অগ্রসর হয় যে, তার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত (শুক্লরূপে) জঁমা রাখা হয়, তারপর অনুরূপ সময়ে তা জমাট রক্ত পিণ্ডের রূপ ধারণ করে, তারপর অনুরূপ সময়ে তা মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে, তারপর আল্লাহ তাআলা তার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান। তাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। অতএব তিনি (আল্লাহ) বলেন, তার কার্যকলাপ, তার আয়ুষ্কাল, তার রিযিক এবং সে দুর্ভাগা না ভাগ্যবান তা লিখে দাও। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তোমাদের কেউ অবশ্যই বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও বেহেশতের মাঝে মাত্র এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে, তখন তার দিকে তার তাকদীরের লেখা অগ্রসর হয় এবং সে দোষীদের কাজ করে, ফলে সে দোষে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ অবশ্যই দোষীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও দোষের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, তখন তার দিকে তার তাকদীরের লেখা অগ্রসর হয় এবং সে বেহেশতীদের কাজ করে, ফলে সে বেহেশতে প্রবেশ করে।

৭৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سِنَانَ عَنْ
وَهْبِ بْنِ خَالِدِ الْحَمَصِيِّ عَنْ ابْنِ الدَّبَلِيِّ قَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ
خَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْرِي فَاتَيْتُ أَبِيَّ بَنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّهُ
قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ فَخَشِيتُ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْرِي فَحَدَّثَنِي مِنْ
ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ
أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ
أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدٍ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ

اللَّهُ مَا قَبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ وَأَنَّكَ إِنْ مِتُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِي عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ فَاتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أَبِي وَقَالَ لِي وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ حُدَيْفَةَ فَاتَيْتُ حُدَيْفَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ وَأَنْتَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ فَاتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ وَأَنَّكَ إِنْ مِتُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ .

৭৭। ইবনুদ দাইলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে এই তাকদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ দানা বাঁধে। তাই আমি এই ভেবে শংকিত হই যে, তা আমার দীন ও অন্যান্য কার্যক্রম নষ্ট করে দেয় কিনা। তাই আমি উবাই ইবনে কাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আবুল মুনিয়র! আমার মনে এই তাকদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে, তাই আমি এই ভেবে শংকিত হই যে, তা আমার দীন ও অন্যান্য কার্যক্রমকে নষ্ট করে দেয় কিনা। অতএব এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। আশা করি আল্লাহ তার দ্বারা আমার উপকার করবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা উর্ধলোকের ও ইহলোকের সকলকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারেন। তথাপি তিনি তাদের প্রতি যুলুমকারী নন। আর তিনি তাদেরকে দয়া করতে চাইলে তার দয়া তাদের জন্য তাদের কাজকর্মের চেয়ে কল্যাণময়। যদি তোমাদের নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ বা উহুদ পাহাড়ের মত সোনা থাকতো এবং তুমি তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে থাকো, তবে তোমার সেই দান কবুল করা হবে না, যাবত না তুমি তাকদীরের উপর ঈমান আনো। অতএব তুমি জেনে রাখো! যা কিছু তোমার উপর আপত্তিত হয়েছে, তা তোমার উপর আপত্তিত হতে কখনো ভুল হতো না এবং যা তোমার উপর আপত্তিত হওয়ার ছিল না তা ভুলেও কখনো তোমার উপর আপত্তিত হবে না। তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও, তাহলে তুমি দোষখে যাবে। আমি মনে করি, তুমি আমার ভাই আবদুল্লাহ

ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। (ইবনুদ দাইলামী বলেন), অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও উবাই (রা)-এর অনুরূপ বললেন। তিনি আরো বললেন, তুমি হুযাইফা (রা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তোমার ক্ষতি নেই। অতঃপর আমি হুযাইফা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও তাদের দুইজনের অনুরূপ বলেন। তিনি আরও বলেন, তুমি যায়েদ ইবনে সাবিত (র)-এর নিকট গিয়ে তাকেও জিজ্ঞাসা করো। অতএব আমি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা উর্ধলোক ও ইহলোকের সকল অধিবাসীকে শাস্তি দিতে চাইলে অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারবেন এবং তিনি তাদের প্রতি যুলুমকারী নন। আর তিনি তাদের প্রতি দয়া করতে চাইলে তাঁর দয়া তাদের সমস্ত সৎ কাজের চাইতেও তাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। তোমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকলেও এবং তুমি তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলেও তিনি তা কবুল করবেন না, যাবত না তুমি সম্পূর্ণরূপে তাকদীরের উপর ঈমান আনো। অতএব তুমি জেনে রাখো! তোমার উপর যা কিছু আপতিত হওয়ার আছে তা তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা কখনো ভুলেও এড়িয়ে যেত না এবং যা তোমার উপর আপতিত হওয়ার ছিল না, তা তোমার উপর ভুলেও কখনো আপতিত হত না। তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও তাহলে তুমি দোষখে যাবে (আ, দা)।

৭৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَبِيَدِهِ عُوْدٌ فَنَكَّتْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَنْكَلُ قَالَ لَا أَعْمَلُوا وَلَا تَتَكَلُّوا فَكَلُّ مَيْسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى)

৭৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তাঁর হাতে ছিল এক টুকরা কাঠ। তা দিয়ে তিনি মাটির উপর রেখা টানলেন, অতঃপর মাথা তুলে বলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্য

বেহেশতে তার একটি আসন অথবা দোযখে তার নিকট আসন নির্ধারিত করা হয়নি। বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে আমরা কি ভরসা করব না? তিনি বলেন : না, তোমরা সৎ কাজ করতে থাকো এবং (এর উপর) ভরসা করো না। কারণ যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজসাধ্য করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ): “সুতরাং কেউ দান করলে, মোত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ। আর কেউ কাৰ্পণ্য করলে, নিজেকে মুখাপেক্ষীহীন মনে করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব কঠোর পথ” (সূরা লাইল : ৫-১০)।

৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِيسِيُّ قَالَا تَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ اِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ آخِرٌ آخِرُصُّ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزُ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَّ فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো এবং আল্লাহর সাহায্য চাও এবং কখনও অক্ষমতা প্রকাশ করো না। তোমার কোন ক্ষতি হলে বলো না, যদি আমি এভাবে করতাম, বরং তুমি বল, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। কেননা “লাও” (যদি) শব্দটি শয়তানের তৎপরতার দ্বার খুলে দেয়।

৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ قَالَا تَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُوْنَا حَبِيبَتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَحَطَّ لَكَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَرَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا .

৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আদম (আ) মূসা (আ)-এর সাথে (আত্মার জগতে) বিতর্ক করেন। মূসা (আ) তাঁকে বলেন : হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদের হতাশ করেছেন এবং আপনার ভুলের মাশুল স্বরূপ আমাদেরকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করেছেন। আদম (আ) তাঁকে বলেন : হে মূসা! আল্লাহ তোমাকে তাঁর প্রত্যক্ষ কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি স্বহস্তে তোমাকে তাওরাত কিতাব লিখে দিয়েছেন। তুমি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে দোষারোপ করছো, যা আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বে আমার জন্য নির্ধারিত করেন? অতএব আদম (আ) বিতর্কে মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন, আদম (আ) মূসা (আ)-এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হন, আদম (আ) মূসা (আ)-এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হন। কথাটি তিনি তিনবার বলেন (মু)।

৪১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَّارَةَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِيعِي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ بِاللَّهِ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ .

৮১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন বান্দাহ চারটি বিষয়ের উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুমিন হবে না—একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আনবে, যাঁর কোন শরীক নেই, নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে এবং তাকদীরের ভালোমন্দে (তি)।

৪২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ غُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عَصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ .

৮২। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আনসার সম্প্রদায়ের এক বালকের জানাযা পড়ার জন্য ডাকা হলো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার জন্য সুসংবাদ, সে জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্যে এক চড়ুই যে পাপ কাজ করেনি এবং তা তাকে স্পর্শও করেনি। তিনি বলেন : হে

আয়েশা! এর ব্যতিক্রমও কি হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা একদল লোককে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদেরকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি দোষখের জন্যও একদল সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পিতা তাদের মেরুদণ্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদের দোষখের জন্য সৃষ্টি করেছেন (মু)।

৪৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْقَدْرِ فَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) .

৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে তাকদীরের ব্যাপারে ঝগড়া করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) : “যেদিন তাদেরকে উপড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে দোষখের দিকে, (সেদিন বলা হবে) দোষখ যন্ত্রণা আশ্বাদন করো। আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে” (সূরা আল-কামার : ৪৮, ৪৯)।

৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَثْمَانَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِنَ الْقَدْرِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدْرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ

৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তার সংগে তাকদীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে কিছু বলবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছু বলবে না তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে না।

৪৪(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سِنَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَثْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৮৪ (ক)। আবুল হাসান কান্তান-হায়েম ইবনে ইয়াহুইয়া-আবদুল মালেক ইবনে সিনান-ইয়াহুইয়া ইবনে উসমান (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هَنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدْرِ فَكَانَمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْعَضْبِ فَقَالَ بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بِهَذَا هَلَكْتَ الْأُمَّمُ قَبْلَكُمْ . قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَخَلَّفِي عَنْهُ .

৮৫। আমার ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিকট বের হয়ে এলেন। তখন তারা তাকদীর সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিলো। ফলে রাগে তাঁর চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করে, যেন ডালিমের দানা তাঁর মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন : তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এর জন্য কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরাও কুরআনের কতকাংশকে কতকাংশের বিরুদ্ধে পেশ করছো। এ কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ ধ্বংস হয়েছে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বললেন, আমি এই মজলিসে উপস্থিত না থাকায় যে লজ্জা পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন মজলিসে আমি উপস্থিত না হওয়ায় এতটা লজ্জা পাইনি।

১৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةٍ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ فَفَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرَبُ الْإِبِلَ كُلَّهَا قَالَ ذَلِكَ الْقَدْرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ .

৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ছোঁয়াচে বলতে কোন রোগ নেই, অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই এবং হামাহ (পেঁচার ডাক) বলতে কিছুই নেই। তখন তার সামনে এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি মত যে, চর্মরোগে আক্রান্ত একটি উট সুস্থ উটের সংস্পর্শে এসে সকল উটকে আক্রান্ত করে? তিনি বলেনঃ এটাই তোমাদের তাকদীর। আচ্ছা প্রথম উটটিকে কে সংক্রামিত করেছিলে?

৪৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيْسَى الْخَزَّازُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ الْكُوفَةَ أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَسْلِمْتَ تَسْلَمُ قُلْتُ وَمَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّيَ رَسُولَ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا خَيْرِهَا وَشَرِّهَا حُلُوبِهَا وَمِرِّهَا

৮৭। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদী ইবনে হাতিম (রা) কূফায় এলে আমরা কূফার একদল ফকীহ তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা শুনেছেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি বলেনঃ হে আদী ইবনে হাতিম! তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি পাবে। আমি বললাম, ইসলাম কি? তিনি বলেন : তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহর রাসূল এবং তুমি তাকদীরের ভাল-মন্দ, স্বাদ-তিক্ততা সব কিছুর উপর ঈমান আনবে।

৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيحُ بِقَلَاةٍ .

৮৮। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অন্তর হলো পালকতুল, উন্মুক্ত মাঠে বাতাস তাকে যেদিকে ইচ্ছা উল্টাতে-পাল্টাতে থাকে।

৪৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يَعْلى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَعْرَلْتُ عَنْهَا قَالَ سَيَاتِيهَا مَا قُدِرَ لَهَا فَاتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قُدِرَ لِنَفْسِ شَيْءٍ إِلَّا هِيَ كَانَتْ .

৮৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একটি দাসী আছে। আমি কি তার সাথে (সঙ্গমকালে) আযল করতে পারি? তিনি বলেন : তার জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অবশ্যই সে লাভ করবে। পরে আবার সেই আনসারই তাঁর নিকট

এসে বলেন, দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যার জন্য যা নির্ধারিত করা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে?

৯০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يُرَدُّ الْقَدَرُ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُحْرَمَ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا .

৯০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেবল সৎ কর্মই আয়ু বৃদ্ধি করে এবং দোয়া ব্যতীত অন্য কিছুতে তাকদীর রদ হয় না। মানুষের অসৎ কর্মই তাকে রিযিক বঞ্চিত করে।

৯১ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخُفَّافُ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَمَلُ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ قَالَ بَلْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَكُلُّ مَيْسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ .

৯১। সুরাকা ইবনে জুশুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কার্যকলাপ কি তাই যা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী তাকদীর নির্ধারিত হয়েছে, না ভবিষ্যতে যা করা হবে তা? তিনি বলেন : বরং তাই যা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং তদনুযায়ী তাকদীর নির্দিষ্ট হয়েছে। যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তা সহজসাধ্য করা হয়েছে।

৯২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ اللَّهِ إِنْ مَرَضُوا فَلَا تَعُوذُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ .

৯২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এ উম্মাতের তারাই মজুসী (অগ্নিপূজক) যারা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে অস্বীকার করে। এরা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদের দেখতে যেও না। তারা মারা গেলে তোমরা তাদের জানাযায় হাজির হয়ো না। এদের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হলে তোমরা এদের সালাম দিও না।

أَبْوَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ।

فَضْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আবু বাকর সিদ্দীক (রা)-র মর্যাদা।

৯৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خَلْتِهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ قَالَ وَكَيْعٌ يَعْنِي نَفْسَهُ .

৯৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জেনে রাখো! আমি প্রত্যেক বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছি। যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম তবে আবু বাকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। নিশ্চয় তোমাদের এই সাথী আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ তিনি নিজে (মু, তি)।

৯৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالٌ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَنَا وَمَا لِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আবু বাকরের ধন-সম্পদ আমার যতটুকু উপকারে এসেছে অন্য কারো ধন-সম্পদ আমার তত উপকারে আসেনি। রাবী বলেন, এ কথায় আবু বাকর (রা) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ও আমার ধন-সম্পদ আপনারই, ইয়া রাসূলুল্লাহ।

৯৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّارَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا

كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ لَا تُخْبِرُهُمَا يَا عَلِيُّ مَا دَامَا حَيِّينِ .

৯৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আবু বাকর ও উমার নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর (সর্বকালের) সকল বয়স্ক জ্ঞানাতীত নেতা হবে। হে আলী! তাদের জীবদ্দশায় ভূমি তা তাদেরকে অবহিত করো না (আ, তি)।

৯৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يَرَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الْأَفْقِ مِنْ أَفَاقِ السَّمَاءِ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ وَعَمْرٌ مِنْهُمْ وَأَنْعَمًا .

৯৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (বেহেশতে) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে, তাদের তুলনায় নিম্ন মর্যাদার লোকেরা দেখতে পাবে, যেমন আকাশের দিগন্তে আলোকোজ্জ্বল তারকারাজি দেখা যায়। আবু বাকর ও উমার (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত, বরং তাদের মাঝে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন (দা, তি)।

৯৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ تَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ مَوْلَى لِرَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدَرُ بَقَائِ فِيكُمْ فَأَقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَمْرٍ .

৯৭। হুমায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি জানি না আমি তোমাদের মাঝে আর কতকাল জীবিত থাকবো। অতএব আমার অবর্তমানে তোমরা আমার পরে অবশিষ্ট লোকের অনুসরণ করবে এবং (একথা বলে) তিনি আবু বাকর ও উমার (রা)-এর প্রতি ইংগিত করেন (তি)।

৯৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا يَعَى بْنُ أَدَمَ تَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِمَا

وَضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ اِكْتَنَفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ اَوْ قَالَ يُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَاَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي اِلَّا رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِي وَاَخَذَ بِمَنْكِبِي فَالْتَفَتُ فَاِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَرَحَّمْ عَلَيَّ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ مَا خَلَفْتُ اَحَدًا اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَأُظَنُّ لِيَجْعَلَنَّكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَاُولَئِكَ اَتَيْتُ كُنْتُ اَكْثَرُ اَنْ اَسْمَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَهَبْتُ اَنَا وَاَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ اَنَا وَاَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ اَنَا وَاَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَكُنْتُ اُظَنُّ لِيَجْعَلَنَّكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ .

৯৮। ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : উমার (রা)-র লাশ জানাযার খাটিয়ায় রাখা হলে উপস্থিত লোকজন তার চারপাশে ভীড় করে দোয়া-কালাম ও নামায শুরু করে দেয়, তখনো নামায পড়ার জন্য লাশ উঠানো হয়নি। আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তির সাথে আমার ধাক্কা লাগলো এবং তিনি আমার কাঁধ ধরলেন। আমি তাকিয়ে দেখি যে, তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)। তিনি উমার (রা)-র প্রতি করুণা প্রকাশ করে আফসোস করলেন, অতঃপর বলেন, আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই, আপনি যে নেক আমলসহ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন তার তুলনা নেই। আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার দু'জন সাথীর সাথে মিলিত করবেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায়ই বলতে শুনতাম : আমি, আবু বাকর ও উমার গিয়েছিলাম। আমি, আবু বাকর ও উমার প্রবেশ করলাম। আমি, আবু বাকর ও উমার বের হলাম। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার দুই মহান বন্ধুর সাথে একত্র করবেন।

৯৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرُّقَيْ تَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هَكَذَا نُبْعَثُ .

৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকর ও উমার (রা)-এর মাঝখান দিয়ে বের হয়ে চললেন, অতঃপর বললেন : এভাবেই আমরা (কিয়ামতের দিন) উথিত হবো।

১০০ - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كَهْوَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيَّيْنِ وَالْمُرْسَلِينَ .

১০০। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আবু বাকর ও উমার নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর সকল যুগের বয়স্ক জান্নাতীদের নেতা হবে।

১০১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَالحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَا ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قِيلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا .

১০১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলেন : আয়েশা। আবার বলা হলো, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বলেন : তার পিতা।

فَضْلُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

উমার (রা)-এর মর্যাদা।

১০২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيُّ أَصْحَابِهِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ قَالَتْ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ قَالَتْ عُمَرُ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ قَالَتْ أَبُو عُبَيْدَةَ .

১০২। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর কোন সাহাবী সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন? তিনি বলেন, আবু বাকর (রা)। আমি আবার বললাম, তারপর তাদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, উমার (রা)। আমি আবার বললাম, অতঃপর তাদের মধ্যে কে? তিনি বলেন, আবু উবায়দা (রা)।

১.৩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ الْحَوْشَبِيُّ
عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبْرِيلُ
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ اسْتَبَشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ .

১০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে বলেন, হে মুহাম্মাদ! উমারের ইসলাম কবুল করার সুসংবাদে উর্ধ্ব জগতের বাসিন্দারা আনন্দিত হয়েছে।

১.৪- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ أَبْيَانًا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ
صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ وَأَوْلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَوْلُ مَنْ
يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ .

১০৪। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহাসত্যবাদী সত্তা (আল্লাহ) সর্বপ্রথম উমারের সাথে মোসাহাফা করবেন, তাকে সর্বপ্রথম সালাম করবেন এবং তার হাত ধরে সর্বপ্রথম তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১.৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ أَبِي عُبَيْدٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ
حَدَّثَنِي الزُّنَجِيُّ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اعْزِزِ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً .

১০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আল্লাহ! বিশেষভাবে উমার ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করুন।

১.৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ ابْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ
وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ .

১. উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। দাউদ ইবনে আতা আল-মাদীনী দুর্বল রাবী, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত। আল্লামা সুয়ূতী (র) ইবনে কাসীর (র)-এর বরাতে বলেন, এটি মারাত্মক পর্যায়ের মুনকার হাদীস এবং এটি মওয়ু (মনগড়া) হাদীস হওয়া অসম্ভব নয় (অনুবাদক)।

১০৬। আবদুল্লাহ ইবনে সালিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হলেন আবু বাক্‌র (রা) এবং আবু বাক্‌র (রা)-এর পরে উত্তম লোক হলেন উমার (রা)।

১.৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ أَنبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَنْبِ قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالَتْ لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ فَقَالَ أَعَلَيْكَ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ .

১০৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। তিনি বলেন : একদা আমি স্বপ্নে নিজেকে বেহেশতের মধ্যে দেখলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, এক মহিলা একটি প্রসাদের নিকট বসে উষু করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, প্রাসাদটি কার? মহিলা বললো, উমার (রা)-এর। তখন উমারের আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার স্মরণ হলো এবং আমি সেখান থেকে পেছনে ফিরে এলাম। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, (একথা শুনে) উমার (রা) কেঁদে দিলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আমি আপনার উপর কিভাবে আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ করতে পারি।

১.৮- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ .

১০৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নিশ্চই আল্লাহ তাআলা উমারের মুখে সত্যকে স্থাপন করেছেন এবং সেই সত্যের সাহায্যে সে কথা বলে।

فَضْلُ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

উসমান (রা)-এর মর্যাদা।

১.৯- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا أَبِي عُمَانَ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عُمَانُ بْنُ عَفَّانَ .

১০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জান্নাতে প্রত্যেক নবীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে। সেখানে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে উসমান ইবনে আফ্ফান।

১১০- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا أَبِي عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ هَذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كَلْثُومٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقِيَّةَ عَلِيٍّ مِثْلَ صُحْبَتِهَا .

১১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দরজায় উসমান (রা)-এর সাক্ষাত পেয়ে বলেন : হে উসমান! এই যে, জিবরাঈল (আ)। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে উম্মু কুলসুমের বিবাহ দিয়েছেন এবং তার মোহরও রুকাইয়ার মোহরের সমান।

১১১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مَقْتَعٌ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا يَوْمُنَا عَلَى الْهُدَى فَوَثِبَتْ فَأَخَذَتْ بِضَبْعِي عُثْمَانَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ هَذَا قَالَ هَذَا .

১১১। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অচিরেই সংঘটিতব্য একটি বিপর্যয়ের উল্লেখ করেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি মাথা নিচু করে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন এ ব্যক্তি সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমি দ্রুত হেঁটে গিয়ে তার দুই কাঁধে হাত রাখতেই দেখলাম যে, তিনি উসমান (রা)। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে বললাম, ইনিই কি সেই ব্যক্তি? তিনি বলেন : ইনিই সেই ব্যক্তি।

১১২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ رِبِيعَةَ ابْنِ يَزِيدَ الدَّمَشْقِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُثْمَانُ إِنَّ وَلَاكَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا فَارَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ الَّذِي قَمَصَكَ اللَّهُ فَلَا تَخْلَعُهُ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ النُّعْمَانُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعَلِّمِي النَّاسَ بِهَذَا قَالَتْ أَنْسِيَتْهُ .

১১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে উসমান! তোমাকে আল্লাহ তাআলা একদিন এই কাজের (খিলাফতের) দায়িত্বশীল করবেন। মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করে আল্লাহ প্রদত্ত তোমার এই জামা (খিলাফতের দায়িত্ব) তোমার থেকে খুলে ফেলতে চাইবে। তুমি কখনও তা খুলবে না। তিনি এ কথা তিনবার বলেন। নোমান (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, (বিদ্রোহ চলাকালে) জনসম্মুখে এই হাদীস বর্ণনা করতে আপনাকে কিসে বিরত রেখেছে? তিনি বলেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

১১৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ وَدِدْتُ أَنْ عِنْدِي بَعْضُ أَصْحَابِي قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلَا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ فَخَلَا بِهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُهُ وَوَجْهَهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ قَالَ قَيْسٌ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهْدَ إِلَى عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ إِلَيْهِ . وَقَالَ عَلِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

১১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রোগশয্যায় বললেন : আমি আশা করি যে, এ সময় আমার কোন সাহাবী আমার নিকট উপস্থিত থাকুক। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনার কাছে আবু বাকরকে ডেকে আনবো? তিনি নীরব থাকলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনার কাছে উমারকে ডেকে আনবো? তিনি এবারও নীরব থাকলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনার নিকট উসমানকে ডেকে আনবো? তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর উসমান (রা) এলেন। তিনি তার সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন। উসমান (রা)-এর চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কায়েস (র) বলেন, আমার নিকট উসমানের মুক্তদাস আবু সাহলা (র) বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবনে আফফান (রা) নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকাকালে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করবো। আলী ইবনে মুহাম্মাদ (র) তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, উসমান (রা) বলেছেন, আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করবো। কায়েস (র) বলেন, সাহাবীদের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এটাই ছিল তাঁর একান্ত আলাপ।

فَضْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর মর্যাদা ।

১১৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ عَهْدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ ﷺ أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ .

১১৪ । আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অবগত করলেন যে, মুমিন ব্যক্তিরাই আমাকে ভালোবাসবে এবং মোনাফিকরাই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে ।

১১৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى .

১১৫ । সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বলেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার নিকট তুমি এরূপ স্থানের অধিকারী যে রূপ মুসা (আ)-এর নিকট হারুন (আ)-এর স্থান (মর্যাদা)?

১১৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنِي حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ .

১১৬ । আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম । তিনি পথিমধ্যে এক

স্থানে অবতরণ করেন, অতঃপর নামাযের জামায়াতে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি আলী (রা)-র হাত ধরে বলেন : আমি কি মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চাইতে অধিক ঘনিষ্ঠতর নই?² তারা বলেন, হাঁ অবশ্যই। তিনি আবার বলেন : আমি কি প্রত্যেক মুমিনের নিকট তার নিজের চাইতে অধিক ঘনিষ্ঠতর নই? তারা বলেন, হাঁ অবশ্যই। তিনি বলেন : আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ! যে তাকে ভালোবাসে আপনি তাকে ভালোবাসুন। হে আল্লাহ! যে তার সাথে শত্রুতা করে আপনিও তার সাথে শত্রুতা করুন।

১১৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقُلْنَا لَوْ سَأَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَيَّ وَأَنَا أَلْمَدُ أَرَعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَمَدُ الْعَيْنِ فَتَقَفَلْ فِي عَيْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَذْهَبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ قَالَ فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمَيْهِ وَقَالَ لَا بَعْثَنَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ إِلَيَّ عَلِيٍّ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ .

১১৭। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাইলা (র) আলী (রা)-এর সাথে নৈশ আলাপ করতেন। আলী (রা) শীতকালে গ্রীষ্মকালীন পোশাক এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন পোশাক পরিধান করতেন। আমরা বললাম, আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করতেন! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধ চলাকালে আমাকে ডেকে পাঠান। তখন আমি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত। তিনি তাঁর মুখের লালার আমার চোখে লাগিয়ে দিয়ে বলেন : হে আল্লাহ! তার থেকে গরম ও ঠাণ্ডা দূরীভূত করে দাও। তিনি বলেন, সেদিন থেকে আমি না গরম অনুভব করছি, না ঠাণ্ডা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নিশ্চয় আমি এমন এক ব্যক্তিকে অভিযানে পাঠাবো যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন এবং সে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীও নয়। লোকদের এই মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা হলো। তিনি আলী (রা)-কে ডেকে পাঠান এবং তাকেই (সেনাবাহিনীর) পতাকা দান করেন।

২. সূরা আহযাবের ৬ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত (অনুবাদক)।

১১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْوَاسِطِيُّ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا .

১১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের নেতা এবং তাদের পিতা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

১১৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِيٌّ .

১১৯। হুবশী ইবনে জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আলী আমার থেকে এবং আমি তার থেকে। আলীই আমার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

১২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَاءَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولِهِ ﷺ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ لِسَبْعِ سِنِينَ .

১২০। আব্বাদ ইবনে আদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন : আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাই। আমি পরম সত্যবাদী। আমার পরে কেবল মিথ্যাবাদীই এই (খেতাব) দাবি করবে। আমি লোকদের সাত বছর পূর্বেই নামায পড়েছি।

১২১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ تَقُولُ هَذَا

لِرَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَ مَوْلَاهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَأُعْطِينَ الرَّأْيَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

১২১। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) একবার হজ্জ করতে আসেন। সাদ (রা) তার নিকট উপস্থিত হলে লোকেরা আলী (রা) সম্পর্কে (অশোভন) উক্তি করে। এতে সাদ (রা) অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে কটুক্তি করলে যার সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমি যার বন্ধু, আলী তার বন্ধু। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো বলতে শুনেছি : তুমি আমার কাছে ঐরূপ যেরূপ ছিলেন হারুন (আ) মূসা (আ)-এর নিকট। তবে আমার পরে কোন নবী নেই। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো বলতে শুনেছি : আজ (খায়বার যুদ্ধের দিন) আমি অবশ্যই এমন ব্যক্তির হাতে (যুদ্ধের) পতাকা অর্পণ করবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।

فَضْلُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-র মর্যাদা।

১২২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فُرَيْطَةَ مَنْ يَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ مَنْ يَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيُّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ .

১২২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু কুরায়যার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কে আমাদের নিকট (কাফের) সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে? যুবাইর (রা) বলেন, আমি। তিনি পুনরায় বলেন, কে আমাদের নিকট (কাফের) সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে? যুবাইর (রা) বলেন, আমি। এভাবে তিনবার এ কথার পুনরাবৃত্তি হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (জানবাজ সহচর) ছিল, আমার হাওয়ারী হলো যুবাইর।

১২৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ .

১২৩। যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহদের যুদ্ধের দিন তাঁর পিতামাতাকে আমার জন্য একত্র (উল্লেখ) করেন।

১২৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَهَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا عُرْوَةُ كَانَ أَبَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ .

১২৪। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বললেন, হে উরওয়া! তোমার দুইজন পিতৃপুরুষ সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) : “যারা ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে” (সূরা আল ইমরান : ১৭২)। অর্থাৎ আবু বাকর ও যুবাইর (রা)।

فَضْلُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা)-র মর্যাদা।

১২৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ قَالَا ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا الصَّلْتُ الْأَزْدِيُّ ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ طَلْحَةَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ .

১২৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তালহা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বলেন : একজন শহীদ যমীনের বুকে বিচরণ করছে।

১২৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي اسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى طَلْحَةَ فَقَالَ هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَجْبَهُ .

১২৬। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালহা (রা)-র দিকে তাকিয়ে বলেন : যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا اسْحَاقُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ كُنُّ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ طَلْحَةَ مِمَّنْ قَضَى نَجْبَهُ .

১২৭। মূসা ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুআবিয়া (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে, তালহা তাদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلًّا وَقَىٰ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ .

১২৮। কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তালহা (রা)-র কর্তৃত হাত দেখেছি, যা দ্বারা তিনি উহদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (প্রতি আক্রমণ) প্রতিহত করেছিলেন।

فَضْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র মর্যাদা।

১২৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ أَرِمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي .

১২৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদ ইবনে মালেক ব্যতীত অপর কারো জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্রে উল্লেখ করতে দেখিনি। তিনি উহদের যুদ্ধ চলাকালে তাকে বলেন, হে সাদ! তীর নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।

১৩০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ فَقَالَ أَرِمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي .

১৩০। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহদের

দিন যুদ্ধ চলাকালে আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্র করেছেন। তিনি বলেন : হে সাদ! তীর নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।

১৩১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ وَخَالِي يَعْلى وَوَكَيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ اِنِّي لِاَوَّلِ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

১৩১। কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমিই আল্লাহর রাস্তায় তীর বর্ষণকারী প্রথম আরব।

১৩২ - حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ اَبِي زَائِدَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَاصٍ مَا اَسْلَمَ اَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي اَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّي لَثَلُثُ الْاِسْلَامِ .

১৩২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি, সেদিন আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু আমি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সাত দিন যাবত গোপন রাখি। আমি ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় ব্যক্তি।

فَضَائِلُ الْعَشْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মর্যাদা।

১৩৩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُوَيْسَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو الْمُثَنَّى التَّحَعِيُّ عَنْ جَدِّهِ رِيَّاحِ بْنِ الْحَارِثِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو ابْنَ نُفَيْلٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَاشِرَ عَشْرَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ التَّاسِعُ قَالَ اَنَا .

১৩৩। রিবাহ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ ব্যক্তির মধ্যে দশমজন। তিনি বলেন : আবু বাকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, উসমান

জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, সাদ জান্নাতী ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী। সাঈদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, আমি।

১৩৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ اثْبُتْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ وَعَدَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ وَابْنُ عَوْفٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ .

১৩৪। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেই যে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : হে হেরা (পর্বত)! স্থির হও। কেননা তোমার উপর একজন নবী, একজন পরম সত্যবাদী ও একজন শহীদ রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নাম ধরে গণনা করেন : আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, সাদ, ইবনে আওফ ও সাঈদ ইবনে যায়েদ।

فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-র মর্যাদা।

১৩৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ سَابَعْتُ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ قَالَ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ .

১৩৫। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানা বাসীদের বলেন : আমি অচিরেই তোমাদের সাথে একজন আমানতদার (বিশ্বস্ত) লোক পাঠাচ্ছি, যে সত্যিকারের আমানতদার (বিশ্বস্ত)। (রাবী বলেন), লোকেরা এই মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করছিল। অতঃপর তিনি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে পাঠান।

১৩৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ .

১৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে বললেন : এই ব্যক্তি হলো এই উম্মাতের আমানতদার (পরম বিশ্বস্ত ব্যক্তি)।

فَضْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র মর্যাদা।

১৩৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلَفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ .

১৩৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যদি পরামর্শ না করেই কাউকে খলীফা নিযুক্ত করতাম, তাহলে ইবনে উম্মে আব্দকেই খলীফা নিযুক্ত করতাম।

১৩৮- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أَنْزَلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ .

১৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকর ও উমার (রা) তাকে সুসংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে চায়, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবনে উম্মে আব্দ-এর পাঠ মোতাবেক তিলাওয়াত করে।

১৩৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْ نَكَتَ عَلَيَّ أَنْ تُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْمَعَ سَوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ .

১৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : তোমার জন্য পর্দা (বাধা) তুলে নেয়া হয়েছে। তাই তুমি আমার নিকট এসে আমার গোপন কথা শুনে পারো, যাবত না আমি তোমাকে নিষেধ করি। -

فَضْلُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-র মর্যাদা।

১৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَأَوْا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانَ حَتَّى يُحِبَّهُمُ اللَّهُ وَلِكِرَابَتِهِمْ مِنِّي .

১৪০। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকদের সমাবেশে তাদের পারস্পরিক আলোচনাকালে তাদের সাথে সাক্ষাত করলে তারা তাদের আলোচনা বন্ধ করে দিত। আমরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন : লোকদের কী হলো যে, তাদের পারস্পরিক আলোচনাকালে আমার আহলে বাইতের কোন লোককে দেখলে তারা তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়? আল্লাহর শপথ! কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার সাথে তাদের আত্মীয় সম্পর্কের কারণে তাদেরকে ভালোবাসবে।

১৪১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضُّحَّاكِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ كَثِيرِ ابْنِ مَرْةِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَمَنْزِلِي وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مَوْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ .

১৪১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রিয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, যেমন ইবরাহীম (আ)-কে তিনি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিয়ামতের দিন জান্নাতে আমি ও ইবরাহীম (আ) সামনাসামনি আসনে উপবিষ্ট থাকবো এবং আব্বাস (রা) আমাদের দুইজনের মাঝে একজন মুমিন হিসাবে অবস্থান করবেন।

فَضْلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

হাসান ও হুসাইন (রা)-র মর্যাদা।

১৪২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ

১৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান (রা) সম্পর্কে বলেন : হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই হাসানকে ভালোবাসি। অতএব আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং যারা তাকে ভালোবাসে আপনি তাদেরও ভালোবাসুন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন।

১৪৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ أَبِي الْجَحَافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي .

১৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসে, সে আমাকেই ভালোবাসে এবং যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদেষ পোষণ করে সে আমার প্রতিই বিদেষ পোষণ করে।

১৪৪- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُثْمَانَ ابْنِ خُشَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ أَنَّ يَعْلى بْنَ مَرْةٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى طَعَامٍ دَعَوْهُ فَادَّا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السَّكَّةِ قَالَ

فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَ الْقَوْمِ وَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هَهُنَا وَهَهُنَا وَيُضَاخِكُهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى آخَذَهُ فَجَعَلَ أَحَدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي فَاسِ رَأْسِهِ فَقَبْلُهُ وَقَالَ حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سَبَطُ مِنَ الْأَسْبَاطِ .

১৪৪। সাঈদ ইবনে আবু রাশেদ (র) থেকে বর্ণিত। ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁকে প্রদত্ত এক আহারের দাওয়াতে রওনা হন। তখন হুসাইন (রা) গলির মধ্যে খেলাধূলা করছিলেন। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের অগ্রভাগে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর দুই হাত বিস্তার করে দিলেন। বালকটি এদিক ওদিক পালাতে থাকলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাসাতে হাসাতে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁর এক হাত ছেলেটির চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অপর হাত তার মাথার তালুতে রাখলেন, অতঃপর তাকে চুমা দিলেন এবং বললেন : হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন আমার নাতিদের একজন।

১৪৪(১) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ مِثْلَهُ .

১৪৪ (ক)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ-ওয়াকী-সুফিয়ান (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১৪৫ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ صُبَيْحِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍِّّ وَقَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَنَا سَلِمٌ لِمَنْ سَأَلْتُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ .

১৪৫। য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন : যারা তোমাদের শান্তি ও স্বস্তিতে রাখবে, আমিও তাদের শান্তি ও স্বস্তিতে রাখবো এবং যারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো।

فَضْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-র মর্যাদা ।

১৬৬- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِيٍّ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَاذَنَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطِيبِ .

১৪৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম । আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) প্রবেশানুমতি চাইলেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাকে অনুমতি দাও । এই পাক ও পবিত্র ব্যক্তিকে স্বাগতম ।

১৬৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِيٍّ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ دَخَلَ عَمَّارٌ عَلَيَّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطِيبِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَلِيَ عَمَّارٌ إِيْمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ .

১৪৭। হানী ইবনে হানী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আম্মার (রা) আলী (রা)-র নিকট প্রবেশ করলে তিনি বলেন, এই পাক-পবিত্র ব্যক্তিকে স্বাগতম । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আম্মার এমন একটি পাত্র যার গলা পর্যন্ত ঈমানে ভরপুর ।

১৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا جَمِيعًا ثَنَا وَكَيْعُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّارٌ مَا عَرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلَّا اخْتَارَ الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا .

১৪৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আম্মার এমন ব্যক্তি, যাকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হলে সে অধিকতর হেদায়াতপূর্ণ বিষয়টি গ্রহণ করে ।

فَضْلُ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

সালমান, আবু যার ও মিকদাদ (রা)-র মর্যাদা ।

১৪৯- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَيْبَعَةَ الْإِبَادِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ عَلَىٰ مِنْهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَأَبُو ذَرٍّ وَسَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ .

১৪৯। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনিও তাদের ভালোবাসেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কারা? তিনি বলেন : আলী তাদের অন্তর্ভুক্ত। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। (অপর তিনজন) আবু যার, সালমান ও মিকদাদ।

১৫০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قَدَامَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زُرَّارِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمُّهُ سَمِيَّةٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنْعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنْعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَالْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهْرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدَّ وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ الْوَلِدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدًا أَحَدًا .

১৫০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম সাত ব্যক্তি তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। তারা হলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর (রা), আশ্মার (রা), তার মাতা সুমাইয়্যা (রা), সুহাইব (রা), বিলাল (রা) ও মিকদাদ (রা)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা

আবু বাকর (রা)-র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন তার স্বগোত্রীয়দের দ্বারা। অবশিষ্ট সকলকে মুশরিকরা আটক করে। তারা তাদেরকে লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে প্রথর রোদের মাঝে চাঁৎ করে শুইয়ে দিত। তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যাকে দিয়ে তারা তাদের ইচ্ছানুসারে স্বকিরোজ্জি করায়নি। কেবল বিলাল (রা) নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় অপমানিত করেন এবং লোকেরাও তাকে অপমানিত করে। তারা তাকে আটক করে বালকদের হাতে তুলে দেয়। তারা তাকে নিয়ে মক্কার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতো এবং তিনি শুধু আহাদ আহাদ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) বলতেন।

১০১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ أُؤذِيْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذِي أَحَدٌ وَلَقَدْ أَلْخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلِيَّ ثَالِثَةٌ وَمَا لِيْ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَيْدٍ إِلَّا مَا وَارَى ابِطُ بِلَالٍ .

১৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অবশ্যই আল্লাহর পথে আমাকে যতটা নির্যাতন করা হয়েছে, অপর কাউকে সেরূপ নির্যাতন করা হয়নি এবং আমাকে আল্লাহর পথে যতটা ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অপর কাউকে সেরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়নি। আমার ও বিলালের উপর দিয়ে তিন তিনটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলের নিচে দাবিয়ে রাখা সামান্য খাদ্য ছাড়া এমন কোন খাদ্য ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে।

فَضَائِلُ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

বিলাল (রা)-র মর্যাদা।

১০২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمَزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَنَسٍ شَاعِرًا مَدَحَ بِلَالَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ (بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ خَيْرُ بِلَالٍ) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ لَا بِلَ (بِلَالُ رَسُولِ اللَّهِ خَيْرُ بِلَالٍ) .

১৫২। সালিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক কবি বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র প্রশংসা করে বলেন : বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ হলেন সর্বোত্তম বিলাল। তখন ইবনে উমার (রা) বলেন, তুমি মিথ্যা বলছো। না, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিলালই হলেন সর্বোত্তম বিলাল।

فَضَائِلُ خَبَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

খাব্বাব (রা)-র মর্যাদা ।

১৫৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَنَا وَكَيْعُ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ جَاءَ خَبَابٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ أَدْنُ فَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْكَ إِلَّا عَمَارٌ فَجَعَلَ خَبَابٌ يُرِنُهُ أَثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَبَهُ الْمَشْرُكُونَ .

১৫৩। আবু লাইলা আল-কিন্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাব্বাব (রা) উমার (রা)-র নিকট এলে তিনি বলেন, কাছে এসো। তোমার চেয়ে উপযুক্ত এই মজলিসে যোগদানকারী আর কেউ নেই, আমার (রা) ব্যতীত। খাব্বাব (রা) তার পিঠে মুশরিকদের বিভৎস শাস্তির দাগসমূহ তাঁকে দেখাতে লাগলেন।

১৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى تَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ تَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَفْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَّا وَأَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .

১৫৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার উম্মাতের মধ্যে আমার উম্মাতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু ব্যক্তি আবু বাক্বর। তাদের মধ্যে আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠোর মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি উমার। তাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যিকার লজ্জাশীল ব্যক্তি উসমান। তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিচক্ষণ বিচারক আলী ইবনে আবু তালিব। তাদের মধ্যে আল্লাহ্র কিভাবেব সর্বোত্তম পাঠকারী উবাই ইবনে কাব। তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি মুআয ইবনে জাবাল। তাদের মধ্যে ফারায়েয (দায়ভাগ) সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী যাবেদ ইবনে সাবিত। শোন! প্রত্যেক উম্মাতের একজন আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) থাকে। আর এই উম্মাতের আমীন হলো আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

১৫৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِثْلَهُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي حَقِّ زَيْدٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ -

১৫৫। আবু ক্বিলাবা (র) থেকে ইবনে কুদামার সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে আরো আছে যে, তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) সম্পর্কে বলেন : তাদের মধ্যে তিনি ফারায়েয সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

فَضْلُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আবু যার (রা)-র মর্যাদা।

১৫৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَقَلَّتِ الْعَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ .

১৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : বাচনিক সত্যবাদিতায় আবু যারের চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তিকে আসমান ছায়াদান করেনি এবং পৃথিবী তার বুকো ধারণ করেনি (আ, তি, হা)।

فَضْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

সাদ ইবনে মুআয (রা)-র মর্যাদা।

১৫৭ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أُرْهِدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَرْقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا فَقَالُوا لَهُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا .

১৫৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক টুকরা সাদা রেশমী কাপড় উপহার দেয়া হলো। উপস্থিত লোকজন একের পর এক তা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা কি এটি দেখে অবাক হচ্ছে! তারা তাঁকে বলেন, হাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বলেন : সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতে সাদ ইবনে মুআযের রুমাল-এর চাইতেও উত্তম হবে (বু, মু, তি)।

১০৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَارِبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ

جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

১৫৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাদ ইবনে মুআযের মৃত্যুতে মহান আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল।

فَضْلُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা)-র মর্যাদা।

১০৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ

ابْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ مَا

حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْذُ اَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ اِلَّا تَبَسَّمْ فِي وَجْهِهِ وَلَقَدْ شَكَوْتُ

اِلَيْهِ اِنِّي لَا اَثْبُتُ عَلَيَّ الْخَيْلِ فَضْرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاَجْعَلْهُ

هَادِيًا مَهْدِيًّا

১৫৯। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের দিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশে আমাকে কখনো বাধা দেননি এবং তিনি যখনই আমাকে দেখেছেন আমার সামনে হেসে দিয়েছেন। আমি তাঁর নিকট অভিযোগ করি যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে বলেন : হে আল্লাহ! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) স্থির রাখো এবং তাকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও।

فَضْلُ اَهْلِ بَدْرِ

বদরী সাহাবীগণের মর্যাদা।

১৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ يَحْيَى

بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَّاسَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ جَاءَ جِيرِيْلُ اَوْ مَلِكُ

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِيكُمْ قَالُوا خِيَارَنَا قَالَ كَذَلِكَ هُمْ
عِنْدَنَا خِيَارُ الْمَلَائِكَةِ .

১৬০। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরীল (আ) অথবা একজন ফেরেশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আপনাদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে আপনারা তাদের কেমন গণ্য করেন? তারা বলেন, তারা আমাদের মধ্যে উত্তম লোক। ফেরেশতা বলেন, অনুরূপভাবে তারাও আমাদের মধ্যে উত্তম ফেরেশতা (যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল)।

١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ح
ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ
انْفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مَدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ .

১৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও দান-খয়রাত করে তবে তা তাদের কারো এক মুদ বা অর্ধ মুদ দান-খয়রাত করার সমান মর্যাদা সম্পন্নও হবে না (আ, তি, দা, না, বু, মু)।

١٦٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ نُسَيْرِ ابْنِ زُعْلُوقٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَا تَسْبُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ
ﷺ فَلَمَقَامَ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عُمَرُ .

১৬২। নুসাইর ইবনে যুলুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গালি দিও না। অবশ্যই তাদের কারো এক মুহূর্তের সৎকাজ তোমাদের কারো সারা জীবনের সৎকাজের চেয়েও উত্তম।

فَضْلُ الْأَنْصَارِ

আনসারদের মর্যাদা ।

১৬৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِيِّ أَسَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ إِيَّايَ حَدَّثَ .

১৬৩। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এবং যে ব্যক্তি আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। শোবা (র) বলেন, আমি আদী (র)-কে বললাম, আপনি কি এটি বারাআ ইবনে আযেব (রা)-র নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, অবশ্যই তিনি বর্ণনা করেছেন।

১৬৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهِمَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوا وَأَدِيًا أَوْ شِعْبًا وَاسْتَقْبَلَتِ الْأَنْصَارُ وَأَدِيًا لَسَلَكْتُ وَأَدِي الْأَنْصَارِ وَلَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ .

১৬৪। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আনসারগণ যেন দেহের আভরণ এবং অন্যরা তার উপরিভাগের (শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন) আভরণ। আনসারগণ যদি কোন গিরি সংকটে বা গিরিখাদে প্রবেশ করে এবং অন্য লোকেরা অন্য গিরিখাদে বা গিরি সংকটে প্রবেশ করে, তবে আমি আনসারদের গিরি সংকটেই যাবো। হিজরতের ঘটনা না ঘটলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

১৬৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِمَ اللَّهُ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ ابْنَاءِ الْأَنْصَارِ .

১৬৫। আমার ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা আনসারদের প্রতি দয়াপরবশ হোন, তাদের সন্তানদের প্রতি দয়াপরবশ হোন এবং তাদের সন্তানদের সন্তানগণের প্রতিও দয়া পরবশ হোন।

فَضْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

ইবনে আব্বাস (রা)-র মর্যাদা।

১৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمِنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ وَتَاوِيلَ الْكِتَابِ .

১৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর বুকুর সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন : হে আল্লাহ! তাকে প্রজ্ঞা ও কুরআনের তাৎপর্যজ্ঞান দান করুন।

অনুচ্ছেদ : ১২

بَابُ فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ

খারিজী প্রসঙ্গ।

১৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ وَذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخَدَّجُ الْيَدِ أَوْ مُوَدَّنُ الْيَدِ أَوْ مَشْدُونُ الْيَدِ وَلَوْلَا أَنْ تَبَطَّرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ أَيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

১৬৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খারিজীদের উল্লেখ করে বলেন, তাদের মাঝে খাটো হাতবিশিষ্ট এক ব্যক্তির উদ্ভব হবে। যদি তোমরা স্বেচ্ছায় সৎকাজ ছেড়ে না দিতে, তবে আমি তোমাদের নিকট সেই হাদীস বর্ণনা করতাম যাতে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের

সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। অধস্তন রাবী উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি একথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ কাবার প্রভুর শপথ! তিনি তিনবার একথা বলেন।

১৬৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ قَالَا تَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سَفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ .

১৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শেষ যমানায় ক্ষুদ্র দাঁতবিশিষ্ট ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে। তারা মানুষকে ভালো ভালো কথা বলবে, কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এত দ্রুত বেগে খারিজ হয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর দ্রুত বেগে শিকারের দিকে ছুটে যায়। অতএব যে ব্যক্তি তাদের সাক্ষাত পাবে সে যেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য তার বিনিময় রয়েছে।

১৬৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْئًا فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ بِحَقْرِ أَحَدِكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ أَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ فَلَمْ يَرِ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي رِصَافِهِ فَلَمْ يَرِ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي قِدْحِهِ فَلَمْ يَرِ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي الْقُدْذِ فَنَظَرَ فِي رِصَافِهِ فَلَمْ يَرِ شَيْئًا أَمْ لَا .

১৬৯। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বললাম, আপনি কি (খারিজী) হারুরিয়াদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি তাঁকে একটি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করতে শুনেছি যারা হবে অত্যধিক ইবাদতকারী এবং তাদের নামায-রোযার তুলনায় তোমাদের নিকট তোমাদের নামায-রোযা খুবই নগণ্য মনে হবে।

তারা দীন থেকে দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর শিকারের দিকে দ্রুত গতিতে চলে যায়। সে তার তীর তুলে নিয়ে তার ফলার অগ্রভাগ পরখ করবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না, অতঃপর তার তীরের (ফলা সংলগ্ন) কাঠ পরখ করে তাতেও কোন চিহ্ন দেখতে পাবে না। অতঃপর তীরের ফলা পরখ করে তাতেও কিছু দেখতে পাবে না, অতঃপর তীরে পালক পরখ করে তার সন্দেহ হবে যে, সে কিছু চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে কি না।

১৭০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السُّنْهُمُ مِنَ الرَّمِيَةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فَقَالَ وَأَنَا أَيْضًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৭০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পরে আমার উম্মাতের মধ্যে অচিরেই একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা এত দ্রুতবেগে ধর্মচ্যুত হবে, যেমন তীর ধনুক থেকে শিকারের দিকে দ্রুত ছুটে যায়, অতঃপর তারা দীনের পথে ফিরে আসবে না। এরা হলো সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত (র) বলেন, আমি বিষয়টি হাকাম ইবনে আমর আল-গিফারীর ভাই রাফে ইবনে আমর (রা)-র নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, আমিও হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি।

১৭১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السُّنْهُمُ مِنَ الرَّمِيَةِ .

১৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অবশ্যই আমার উম্মাতের একটি দল কুরআন পড়বে, কিন্তু তারা ইসলাম থেকে দ্রুত বিচ্যুত হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে দ্রুত শিকারের দিকে বেরিয়ে যায়।

১৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ التَّيْبَ وَالْغَنَائِمَ وَهُوَ فِي حَجْرٍ بِلَالٍ فَقَالَ رَجُلٌ اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ فَقَالَ وَبِئْسَ مَا يَفْعَلُ بَعْدِي إِذَا لَمْ اْعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَابٍ أَوْ أَصِحَابٍ لَهُ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

১৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিরানা নামক স্থানে গনীমাতের মাল ও সেনারূপা বণ্টন করছিলেন। এগুলো বিলাল (রা)-র কোলে ছিল। এক ব্যক্তি বললো, হে মুহাম্মাদ! ইনসাফ করুন। কেননা আপনি ইনসাফ করছেন না। তিনি বলেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়, আমিই যদি ইনসাফ না করি, তবে আমার পরে আর কে ইনসাফ করবে? উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এই মোনাফিকের ঘাড় উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা এমনভাবে ধর্মচ্যুত হবে, যেমন ধনুক থেকে তীর শিকারের দিকে দ্রুত ছুটে যায়।

১৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ .

১৭৩। ইবনে আবু আওফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খারিজীরা হলো জাহান্নামের কুকুর।

১৭৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَالُ .

১৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : একটি দল আবির্ভূত হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। যখনই তারা আবির্ভূত হবে, তখনই তাদের হত্যা করা হবে। ইবনে উমার (রা)

বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যখনই এক দল আবির্ভূত হবে তখনই তাদের ধ্বংস করা হবে। এভাবে বিশের অধিক বার তা ঘটবে, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে।

১৭৫- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفِ بْنِ أَبِي بَشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ أَوْ حُلُوقَهُمْ سِيَمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ أَوْ إِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

১৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শেষ যমানায় এই উম্মাতের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে যাবে না। তাদের চিহ্ন হবে মুণ্ডিত মাথা। তোমরা তাদের দেখতে পেলেই কিংবা তাদের সাক্ষাত পেলেই তাদের হত্যা করবে।

১৭৬- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَقُولُ شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوا كِلَابَ أَهْلِ النَّارِ قَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفَّارًا قُلْتُ يَا أبا أُمَامَةَ هَذَا شَيْءٌ تَقُولُهُ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

১৭৬। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমানের নীচে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি তারা, যারা জাহান্নামের কুকুর (খারিজীরা) এবং সর্বোত্তম নিহত তারা যারা তাদের হত্যা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। এরা (খারিজীরা) ছিল মুসলমান, পরে কাফির হয়ে যায়। (আবু গালিব বলেন) আমি বললাম, হে আবু উমামা! এটা কি আপনার মন্তব্য? তিনি বলেন, বরং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা বলতে শুনেছি।

অনুচ্ছেদ : ১৩

بَابُ فِيمَا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ

জাহমিয়া সম্প্রদায় যা অস্বীকার করে।

১৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يَعْلَى وَوَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ

قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ
لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) .

১৭৭। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন : অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদ দেখতে পাচ্ছে। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ফজর ও আসরের নামাযে তোমরা পরাভূ না হতে সামর্থ্যবান হলে তাই করো (নামায কাযা করো না)। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ): “এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে” (সূরা কাফ : ৩৯)।

১৭৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيْسَى الرَّمْلِيُّ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ
تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا قَالَ فَكَذَلِكَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ
رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়? তারা বলেন, না। তিনি বলেন : তদ্রূপ কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রভুর দর্শন লাভে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

১৭৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِرَى رَبَّنَا قَالَ
تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظُّهَيْرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ قُلْنَا لَا قَالَ فَتَضَارُونَ
فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ قَالُوا لَا قَالَ إِنَّكُمْ لَا تَضَارُونَ فِي
رُؤْيَتِهِ إِلَّا كَمَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَتَيْهِمَا .

১৭৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? তিনি বলেন : তোমরা কি ঠিক দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে বাধ্য হও? আমরা বললাম, না। তিনি আবার বলেন : পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে তোমাদের চাঁদ দেখতে কি অসুবিধা হয়? তারা বলেন, না। তিনি বলেন : ঐ দু'টি দেখতে তোমাদের যেমন কোন কষ্ট হয় না, তদ্রূপ তাঁর দর্শন লাভেও তোমাদের কোন কষ্ট হবে না।

১৮০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكَيْعِ بْنِ حُدْسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَرَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا أَبَا رَزِينِ الْيَسَّ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِياً بِهِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَاللَّهُ أَعْظَمُ وَذَلِكَ آيَةٌ فِي خَلْقِهِ .

১৮০। আবু রযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবো এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে এর নিদর্শন কি? তিনি বলেন : হে আবু রযীন! তোমাদের প্রত্যেকে কি চাঁদকে পৃথকভাবে দেখতে পায় না? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : আল্লাহ অতীব মহান এবং এটাই হলো তাঁর সৃষ্টির মাঝে (তাঁর) নিদর্শন।

১৮১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَانَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكَيْعِ بْنِ حُدْسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَكَ رَبُّنَا مِنْ قَنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَضْحَكُ الرَّبُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا .

১৮১। আবু রযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন আল্লাহর বান্দারা (সামান্য বিপদেই) হতাশ হয় এবং (বিপদ কেটে উঠার জন্য) আল্লাহ ভিন্ন অপরের নৈকট্য অন্বেষা হয়, তখন আমাদের প্রভু তার এ আচরণে হাসেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহান প্রভু কি হাসেন? তিনি বলেন : হ্যাঁ। আমি বললাম, আমরা কখনো পুণ্যের কাজ ত্যাগ করবো না, যাতে আমাদের প্রভু হাসেন।

১৮২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَانَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكَيْعِ بْنِ حُدْسٍ عَنْ عَمِّهِ

أَبِي رَزِينٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ -

১৮২। আবু রযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতিপালক তাঁর সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পূর্বে কোথায় ছিলেন? তিনি বলেন : মেঘমালার মধ্যে, যার নিচেও বায়ু ছিল না এবং উপরেও বায়ু ও পানি ছিল না।^১ অতঃপর পানির উপর তিনি তাঁর আরশ সৃষ্টি করেন।^২

۱۸۳- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرَزِ الْمَازِنِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي النَّجْوَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُدْنِي الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنْفَهُ ثُمَّ يَقْرُرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَعْرِفُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ قَالَ أَنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ قَالَ ثُمَّ يُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ أَوْ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ قَالَ خَالِدٌ فِي الْأَشْهَادِ شَيْءٌ مِنْ انْقِطَاعِ (هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) .

১৮৩। সাফওয়ান ইবনে মুহরিয় আল-মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলেন, হে ইবনে উমার! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একান্তে কথা বলা সম্পর্কে কিভাবে বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন ঈমানদার ব্যক্তিকে তার প্রতিপালক প্রভুর খুব নিকটবর্তী করা হবে, এমনকি তিনি তার থেকে পর্দা সরিয়ে নিবেন, অতঃপর তার থেকে তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। তিনি বলবেন : তুমি কি চিনতে পেরেছ? সে বলবে, হে প্রভু!

১. মূল পাঠে مَا (মা) শব্দ নফী (নেতিবাচক) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এটি “মা মাওসূলা (সংযোগ অব্যয়)-ও হতে পারে। তখন অর্থ হবে : মেঘমালার মধ্যে, যার উপরেও বায়ু ছিল এবং নিচেও বায়ু ছিল (অনুবাদক)।

হাঁ, আমি চিনতে পেরেছি, এমনকি আল্লাহর মর্জিমাফিক সে স্বীকার করতে থাকবে। তিনি বলবেন, আমি তোমার এ গুনাহসমূহ দুনিয়াতে লুকিয়ে রেখেছি এবং আজ তোমার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার ডান হাতে তার সৎকাজের হিসাব সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রদান করা হবে। অপরদিকে কাফের ও মোনাফিকদেরকে উপস্থিত সকলের সামনে ডাক দিয়ে বলা হবে, “এরাই তাদের প্রতিপালক প্রভুর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। সাবধান! যালেমদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত” (সূরা হূদ : ১৮)।

১৮৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ ثَنَا الْفَضْلُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ) قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ .

১৮৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতবাসীরা তাদের ভোগ-বিলাসে মশগুল থাকবে, এমতাবস্থায় তাদের সামনে একটি নূরের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হবে। তারা তাদের মাথা তুলে দেখতে পাবে যে, তাদের মহান প্রভু তাদের উপর দিক থেকে উদ্ভাসিত হয়েছেন। তিনি বলবেন : হে জান্নাতবাসীগণ! আসসালামু আলাইকুম (তোমাদের উপর অনন্ত শান্তি বর্ষিত হোক)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটাই হলো আল্লাহর বাণীর প্রমাণ (অনুবাদ) : “সালাম (অনন্ত শান্তি), পরম দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে সন্মষণ” (সূরা ইয়াসীন : ৫৮)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি তাকাবেন এবং তারাও তাঁর প্রতি অপলক নেত্রে তাকাবে। জান্নাতীরা যতক্ষণ আল্লাহর দীদারে মশগুল থাকবে ততক্ষণ তারা অন্য কোন ভোগ-বিলাসের প্রতি ফিরেও তাকাবে না। অবশেষে তিনি তাদের দৃষ্টি থেকে অন্তর্নিহিত হবেন এবং তাঁর নূর ও বরকত তাদের জন্য তাদের আবাসে অবিরত থাকবে।

১৮৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيِّئَاتُهُ رُبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ مِنْ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ مِنْ عَنْ أَيْسَرَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَلِيفَعَلَّ -

১৮৫। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই তার মহান প্রভু কথা বলবেন এবং তার ও প্রভুর মধ্যখানে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকালে তার কৃতকর্ম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। সে তার বাম দিকে তাকালে তার কৃতকর্ম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। সে তার সামনের দিকে তাকালে দোষখ তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। অতএব কারো দোষখের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তাই করে।

১৭৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَنَّاتٍ مِنْ فِضَّةٍ انبَتَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ انبَتَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَرْدَاءُ الْكَبِيرَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ -

১৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'টি জান্নাত এবং তার পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সব কিছুও হবে রূপার তৈরী। আরও দু'টি জান্নাত এবং তার পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সব কিছুই হবে সোনার তৈরী। আদন নামক জান্নাতে জান্নাতীগণ ও তাদের বরকতময় মহান প্রভুর দীদার লাভের মাঝখানে তাঁর চেহারার উপর তাঁর গৌরবের চাদর ব্যতীত আর কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না।

১৮৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةُ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) وَقَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ

فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمْ يُثَقِّلِ اللَّهُ مَوَازِينَنَا وَبَيَّضَ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ يَعْنِي إِلَيْهِ وَلَا أَقْرَّ لَأَعْيُنِهِمْ -

১৮৭। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : “যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অধিক” (সূরা ইউনুস : ২৬)। অতঃপর তিনি বলেন : বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করার পর এক ঘোষণাকারী ডেকে বলবে : হে বেহেশতবাসীগণ! নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা তিনি এখন পূর্ণ করবেন। তারা বলবে, তা কি? আল্লাহ তাআলা কি আমাদের (সৎ কর্মের) পাল্লা ভারী করেননি, আমাদের চেহারাগুলো আলোকিত করেননি, আমাদেরকে বেহেশতে দাখিল করেননি এবং দোযখ থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন আল্লাহ তাআলা আবরণ উন্মুক্ত করবেন এবং তারা তাঁর দিকে তাকাবে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাদেরকে তার দীদারের চাইতে অধিক প্রিয় ও অধিক নয়নপ্রীতিকর আর কিছু দান করেননি।

১৮৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَشْكُو زَوْجَهَا وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) -

১৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সব রকমের ডাক শুনেন। এক মহিলা তার অভিযোগ নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তখন আমি ঘরের এক কোণে অবস্থানরত ছিলাম। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু আমি তার বক্তব্য শুনতে পাইনি। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “আল্লাহ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে...” (সূরা মুজাদালা : ১)।

১৮৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ رُكْمٌ عَلَى نَفْسِهِ بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي -

১৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের প্রতিপালক সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টির পূর্বেই তাঁর কুদরতী হাতে তাঁর নিজের ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করেন : আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর অগ্রবর্তী হয়েছে।

১৯০ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمِنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ سَنَا مُوسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ الْاَنْصَارِيُّ الْحِزَامِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ اُحُدٍ لَقِيْنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ اِلَّا اُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللّٰهُ لِابْنِكَ وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيْثِهِ فَقَالَ يَا جَابِرُ مَا لِيْ اَرَاكَ مُنْكَسِرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَشْهَدَ اَبِيْ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا قَالَ اَفَلَا اُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللّٰهُ بِهِ اَبَاكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا كَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا قَطُّ اِلَّا مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ اَعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْبِبِيْنِيْ فَاُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ اِنَّهُ سَبَقَ مِنِّيْ اَنْهُمْ اِلَيْهَا لَا يَرْجِعُوْنَ قَالَ يَا رَبِّ قَابَلِعْ مِنْ وَّرَائِيْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (وَلَا تُحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ) .

১৯০। তালহা ইবনে খিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : উহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা) শহীদ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করেন এবং বলেন : হে জাবির! আল্লাহ তাআলা তোমার পিতা সম্পর্কে যা বলেছেন, আমি কি তোমাকে তা অবহিত করবো না? ইয়াহুইয়া (র)-এর বর্ণনায় আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে জাবির! আমার কি হলো, আমি তোমাকে ভগ্ন হৃদয় দেখছি কেন? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন এবং তিনি অনেক সন্তান ও ঋণের বোঝা রেখে গেছেন। তিনি বলেন : আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দিবো না যে, আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার সাথে কিভাবে সাক্ষাত করেছেন? তিনি বলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা কখনো অন্তরাল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেননি, কিন্তু তোমার পিতার সাথে অন্তরাল ছাড়াই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন : হে আমার বান্দা! আমার কাছে কামনা করো, আমি তোমাকে দান করবো। তোমার পিতা বললো, হে প্রভু! আমাকে জীবন দান করুন,

যাতে আমি আপনার রাস্তায় পুনরায় শহীদ হতে পারি। মহান ও পবিত্র প্রতিপালক আল্লাহ বলেন : আমি তো আগেই লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, লোকেরা (মৃত্যুর পর) আর (পৃথিবীতে) ফিরে যাবে না। তোমার পিতা বললো, হে প্রভু! তাহলে আমার পশ্চাদবর্তীদের কাছে (আমার সৌভাগ্যের) এ খবর পৌঁছে দিন। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদের কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রভুর নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত” (সূরা আল ইমরান : ১৬৯)।

১৯১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى كِلَاهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهِدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسَلِّمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهِدُ .

১৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসবেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করার পর দু'জনই জান্নাতবাসী হবে। তাদের একজন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর তওবা কবুল করবেন, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হবে।

১৯২- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ .

১৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন জমীন ও আসমানকে গুটিয়ে তাঁর ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে বলবেন : আমিই রাজাধিরাজ, পৃথিবীর রাজা-বাদশারা (আজ) কোথায়?

১৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ

بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ فِي عَصَابَةٍ وَفِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ فَظَنَرُ الْيَهَاءِ فَقَالَ مَا تُسْمُونَ هَذِهِ قَالُوا السَّحَابَ قَالَ وَالْمُزْنَ قَالُوا وَالْمُزْنَ قَالَ وَالْعَنَّانُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالُوا وَالْعَنَّانُ قَالَ كَمْ تَرَوْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ قَالُوا لَا نَدْرِي قَالَ فَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا أَمَا وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ أَوْعَالَ بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَرُكْبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

১৯৩। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাতহা নামক স্থানে একদল লোকের সাথে ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের সাথে ছিলেন। তখন একখণ্ড মেঘ তাঁকে অতিক্রম করে। তিনি মেঘখণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলেন : তোমরা এটাকে কি নামে অভিহিত করো? তারা বলেন, মেঘ। তিনি বলেন : এবং মুযন। তারা বলেন, মুযনও বটে। তিনি বলেন : আনানও। আবু বাক্র (রা) বলেন, তারা সবাই বললেন, আনানও বটে। তিনি বলেন : তোমাদের ও আসমানের মাঝে তোমরা কত দূরত্ব মনে করো? তারা বলেন, আমরা অবগত নই। তিনি বলেন : তোমাদের এবং আসমানের মাঝে ৭১ বা ৭২ বা ৭৩ বছরের দূরত্ব রয়েছে। এক আসমান থেকে তার উর্দ্ধের আসমানের দূরত্বও তদ্রূপ। এভাবে তিনি সাত আসমানের সংখ্যা গণনা করেন। অতঃপর সপ্তম আকাশের উপরে একটি সমুদ্র আছে যার শীর্ষভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যকার ব্যবধান (গভীরতা) দুই আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তার উপর রয়েছেন আটজন ফেরেশতা, যাদের পায়ের পাতা ও হাঁটুর মধ্যকার ব্যবধান দুই আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তাদের পিঠের উপরে আল্লাহর আরশ অবস্থিত, যার উপর ও নিচের ব্যবধান (উচ্চতা) দুই আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তার উপরে রয়েছেন বরকতময় মহান আল্লাহ।

১৯৪- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ أَجْنَحَتَهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سَلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ (فَإِذَا فِزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) قَالَ

فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرْقُوا السَّمْعَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ فَرِيماً أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا إِلَى الَّذِي تَحْتَهُ فَيُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ الْكَاهِنِ أَوْ السَّاحِرِ فَرِيماً لَمْ يُدْرِكْ حَتَّى يُلْقِيَهَا فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ فَتَصْدُقُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ .

১৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাআলা আসমানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা জারী করলে ফেরেশতারা বিনয়াবনত হয়ে তাদের পাখাসমূহ দোলাতে থাকেন। ফলে তা থেকে মসৃণ পাথরের উপর জিজিরের আঘাতের আওয়াজের অনুরূপ আওয়াজ হতে থাকে। “অতঃপর তাদের অন্তরের ভীতিকর অবস্থা দূরীভূত হলে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের রব কি বলেছেন? তারা বলেন, তিনি সত্যই বলেছেন, তিনি সমুদ্র মহান” (সূরা সাবা : ২৩)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাদের পারস্পরিক আলোচনা শয়তান ওৎ পেতে শোনে এবং ভূপৃষ্ঠে অবস্থানকারী তাদের সাক্ষ্যদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। কখনো তা নিম্নে অবস্থানকারীদের কাছে পৌঁছানোর পূর্বে তাদের প্রতি উদ্ধাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। শ্রুত কথা তারা পৃথিবীতে এসে গণক অথবা যাদুকরের মুখে ঢেলে দেয়। আবার কখনো তারা কিছুই শুনতে পায় না, বরং (নিজেদের পক্ষ থেকে) তা গণক ও যাদুকরের মুখে তাদের কথার সাথে শত মিথ্যা যোগ করে ঢেলে দেয়। তাই কেবল সত্য সেটিই হয় যা তারা আসমান থেকে শোনে।

১৯৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ .

১৯৫। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয় নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্য সঙ্গতও নয়। তিনি মীযান (তুলাদণ্ড) নীচু করেন ও উঁচু করেন। রাতের কর্মকাণ্ড দিনের কর্মকাণ্ডের পূর্বেই এবং দিনের কর্মকাণ্ড রাতের কর্মকাণ্ডের পূর্বেই তাঁর নিকট পৌঁছানো হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর (জ্যোতি)। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি বা মহিমা তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সব কিছু ভস্মীভূত করে দিত।

১৯৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْقِعُهُ حِجَابَهُ النُّورَ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ كُلُّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ (أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .

১৯৬। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্য শোভাও পায় না। তিনি দাঁড়িপাল্লা উঠানামা করান। তাঁর পর্দা হলো নূর। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি (বা মহিমা) মানুষের দৃষ্টিসীমার সব কিছুকে জ্বালিয়ে দিত। অধস্তন রাবী আবু উবায়দা (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : “খন্য তারা যারা আছে এই আলোর মাঝে এবং যারা আছে তার চারপাশে। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত” (সূরা নামল : ৮)।

১৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَغِيظُهَا شَيْءٌ سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَيَبِيدُهُ الْأُخْرَى الْمِيزَانَ يُرْفَعُ الْقِسْطُ وَيَخْفِضُ قَالَ أَرَأَيْتَ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَدَيْهِ شَيْئًا .

১৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ, কোন কিছুই তার পূর্ণতাকে হ্রাস করতে পারে না। তিনি রাত-দিন অব্যাহত দান করেন। তাঁর অপর হাতে রয়েছে তুলাদণ্ড। তিনি তুলাদণ্ড উঠানামা করান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ভূমি কি দেখো না যে, আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির সূচনা থেকে অবাধে খরচ করছেন, তারপরও তাতে তাঁর হাতে যা আছে তার সামান্যও কমেনি।

১৯৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا خُدُّ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيَدِهِ وَقَبِضْ
بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْجَبَّارُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ
قَالَ وَتَمَّيْلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ
يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلَ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) আসমান ও যমীনসমূহকে ধরে তাঁর হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে নিবেন। তিনি তাঁর হাত সংকুচিত করবেন এবং সম্প্রসারিত করবেন, অতঃপর রলবেন : আমি মহাপ্রতাপশালী। দাষ্টিকরা কোথায়? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানদিকে ও বামদিকে ঝুঁকতে থাকলেন, এমনকি আমি দেখলাম যে, মিম্বারটি নিচে থেকে আন্দোলিত হচ্ছে। আমি ভাবলাম, মিম্বারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমেত উল্টে পড়ে যাবে না তো!

١٩٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ
بُسْرَ بْنَ عَبِيدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي النَّوَّاسُ بْنُ
سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ
مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَانِ إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَرَاغَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَا
مُشَيْتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ قَالَ وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا
وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

১৯৯। আন-নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : প্রতিটি অন্তঃকরণ দয়াময় আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি চাইলে তা সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তিনি চাইলে তা বক্র পথে চালিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : “হে অন্তরসমূহের স্থিরতাদানকারী! আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার দীনের উপর স্থির রাখুন”। তিনি আরো বলেন : তুলাদগুও দয়াময় আল্লাহর হাতে। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়কে উন্নত করবেন এবং কোন সম্প্রদায়কে অবনত করবেন।

২.০ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَيَّ ثَلَاثَةَ لَيِّصَفٍ فِي الصَّلَاةِ وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَلِلرَّجُلِ يُقَاتِلُ أَرَاهُ قَالَ خَلْفَ الْكَتِيبَةِ .

২০০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তিনটি বিষয়ে হাসেন (আনন্দিত হন) : নামাযের কাতারের জন্য, যে ব্যক্তি গভীর রাতে নামাযেরত থাকে এবং যে ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীকে পিছু হটতে দেখেও জিহাদরত থাকে।

২.১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ الثَّقَفِيَّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْسِمِ فَيَقُولُ أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنْ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي .

২০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের মৌসুমে নিজেকে লোকদের সামনে পেশ করতেন এবং বলতেন : কুরাইশরা আমাকে আমার প্রভুর কালাম প্রচারে বাধা দিচ্ছে। তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে আমাকে তার গোত্রের কাছে নিরাপদে নিয়ে যাবে?

২.২ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صَبِيحٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَلْبَسٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) قَالَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفْرِجَ كَرْبًا وَيَرْفَعَ قَوْمًا وَيَخْفِضَ آخَرِينَ .

২০২। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদ্বাহর বাণী “তিনি প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত” (সূরা আর-রহমান : ২৯) সম্পর্কে বলেন : আদ্বাহর কাজের মধ্যে তিনি গুনাহ ক্ষমা করেন, বিপদাপদ দূর করেন, এক দলকে উন্নীত করেন এবং অপর দলকে অবনমিত করেন।

بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

যে ব্যক্তি কোন উত্তম পছন্দ অথবা মন্দ পছন্দের প্রচলন করে।

২.৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا .

২০৩। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন উত্তম পছন্দের প্রচলন করলো এবং লোকে তদনুযায়ী কাজ করলো, তার জন্য তার নিজের পুরস্কার রয়েছে, উপরন্তু যারা তদনুযায়ী কাজ করেছে তাদের সমপরিমাণ পুরস্কারও সে পাবে, এতে তাদের পুরস্কার মোটেও হ্রাস পাবে না। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ প্রথার প্রচলন করলো এবং লোকে তদনুযায়ী কাজ করলো, তার জন্য তার নিজের পাপ তো আছেই, উপরন্তু যারা তদনুযায়ী কাজ করেছে, তাদের সমপরিমাণ পাপও সে পাবে, এতে তাদের পাপ থেকে মোটেও হ্রাস পাবে না।

২.৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَثَّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا بَقِيَ فِي الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا قُلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَنَّ خَيْرًا فَاسْتَنَّ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلًا وَمَنْ أَجُورٍ مَنِ اسْتَنَّ بِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَاسْتَنَّ بِهِ فَعَلِيهِ وَزْرُهُ كَامِلًا وَمَنْ أَرْزَرَ الَّذِي اسْتَنَّ بِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا .

২০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (সাহায্যের জন্য) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য (লোকদের) উৎসাহিত করলেন। এক ব্যক্তি বললো, আমার পক্ষ থেকে এই এই পরিমাণ। রাবী বলেন, উক্ত মজলিসে এমন কেউ অবশিষ্ট রইল না, যে কম বেশি কিছু ঐ ব্যক্তিকে দান করেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থার প্রচলন করলে এবং তদনুযায়ী কাজ করা হলে সে তার পূর্ণ প্রতিদান পাবে এবং যারা সেই পন্থা অনুসরণ করে তাদের সমপরিমাণ পুরস্কারও ঐ ব্যক্তি পাবে, এতে তাদের প্রতিদানে কোন ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি কোন মন্দ পন্থার প্রচলন করলে এবং তদনুযায়ী কাজ করা হলে পূর্ণ পাপের বোঝা তার উপর বর্তাবে এবং যারা উক্ত পন্থার অনুসরণ করবে তাদের সমপরিমাণ পাপও ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে, এতে তাদের পাপের বোঝা মোটেও হাল্কা হবে না।

২.৫ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَاةٍ فَاتَّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارٍ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجُورٍ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا.

২০৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে কোন আহ্বানকারী ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করলে তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ পাপ তার উপর বর্তাবে এবং তাতে তার অনুসরণকারীদের পাপের বোঝা মোটেও হাল্কা হবে না। আবার যে কোন ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান করলে সে তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং এতে তাদের সওয়াব মোটেই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না।

২.৬ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنِ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَاةٍ فَعَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أَثَامٍ مَنِ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَثَامِهِمْ شَيْئًا.

২০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে ডাকে, সে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং তাতে তার অনুসারীদের পুরস্কারে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার জন্য তার অনুসারীদের সমপরিমাণ গুনাহ হয় এবং এতে তার অনুসারীদের পাপের বোঝা কিছুমাত্র কমবে না।

২.৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

২০৭। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি কোন ভালো প্রথার প্রচলন করলে এবং তার পরে তদনুসারে কাজ করা হলে তার জন্য এ কাজের পুরস্কার রয়েছে, অধিকতর তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ পুরস্কারও রয়েছে। অবশ্য তাতে তাদের পুরস্কারে কোন ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি কোন মন্দ প্রথার প্রচলন করলে এবং তার পরে তদনুযায়ী কাজ করা হলে তার জন্য এ কাজের গুনাহ রয়েছে এবং যারা তদনুসারে কাজ করবে তাদের গুনাহের সমপরিমাণ তার উপর বর্তাবে, এতে তাদের গুনাহের পরিমাণ কিছুই কমবে না।

২.৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ إِلَّا وَقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَزْمًا لِدَعْوَتِهِ مَا دَعَا إِلَيْهِ وَإِنْ دَعَا رَجُلًا رَجُلًا.

২০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের (মতবাদের) দিকে আহ্বান করলে কিয়ামতের দিন তাকে সেই আহ্বানসহ দাঁড় করানো হবে, সে মাত্র এক ব্যক্তিকে আহ্বান করে থাকলেও।

অনুচ্ছেদ : ১৫

بَابُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ

যে ব্যক্তি কোন বিলুপ্ত সূনাতকে পুনর্জীবিত করলো।

২.৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَا

سُنَّةٌ مِّنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارٌ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارٍ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا شَيْئًا .

২০৯। আমার ইবনে আওফ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাত জীবিত করলো এবং লোকেরা তদনুযায়ী আমল করলো, সেও আমলকারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে এবং তাতে আমলকারীদের পুরস্কার আদৌ হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি বিদআতের প্রচলন করলে এবং তদনুযায়ী আমল করা হলে তাঁর উপর আমলকারীদের সমপরিমাণ পাপ বর্তাবে এবং তাতে আমলকারীদের পাপের বোঝা আদৌ হাল্কা হবে না।

২১০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِ النَّاسِ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْمٍ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنْ إِثْمِ النَّاسِ شَيْئًا .

২১০। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমার (মৃত্যুর) পরে বিলুপ্ত হওয়া আমার কোন সুন্নাত জীবিত করলো, সে তদনুযায়ী আমলকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং তাতে আমলকারীদের সওয়াবের সামান্যও হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এমন কোন বিদআতের প্রচলন করলো, যার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট নন, তার উপর বিদআত অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ বর্তাবে এবং তাতে অনুসরণকারীদের পাপের পরিমাণ কিছুই হ্রাস পাবে না।

অনুচ্ছেদ : ১৬

بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিক্ষা করে এবং তা শিক্ষা দেয় তার মর্যাদা।

২১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ خَيْرُكُمْ وَقَالَ سُفْيَانُ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

২১১। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম ও অধিক মর্যাদাবান।

২১২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

২১২। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়, সে-ই তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাবান।

২১৩- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ وَآخِذْ بِيَدِي فَأَقْعِدْنِي مَقْعِدِي هَذَا أُقْرَأُ .

২১৩। মুসআব ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়, সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম। রাবী বলেন, তিনি আমার হাত ধরে আমাকে এই স্থানে বসালেন এবং বললেন, ইনি সর্বাপেক্ষা বড় কারী।^১

২১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ

১. 'তিনি আমার হাত ধরে আমাকে এ স্থানে বসালেন', এখানে "তিনি" বলতে মুসআব ইবনে সাদ হতে পারেন। অর্থাৎ তিনি আসেম ইবনে বাহ্দালার হাত ধরে তাকে কুরআনের মজলিসে বসালেন। উল্লেখ্য যে, আসেম (র) হলেন একজন প্রখ্যাত কারী (অনু.)।

الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ
الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا .

২১৪। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন ব্যক্তি কমলালেবু তুল্য, যা খেতে সুস্বাদু এবং সুগন্ধিযুক্ত। যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না সে খেজুরতুল্য, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধিবিহীন। কুরআন তিলাওয়াতকারী মোনাফিক ব্যক্তি সুগন্ধি গুলোর সাথে তুলনীয়; যা খুব সুগন্ধিযুক্ত কিন্তু খেতে তিক্ত। যে মোনাফিক ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না সে মাকাল ফলতুল্য, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধিও নেই।

২১৫ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ
أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ
وَحَاصَّتُهُ .

২১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কতক লোক আল্লাহর পরিজন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বলেন : কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।

২১৬ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحَمِصِيِّ ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَادَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ
وَشَفَعَهُ فِي عَشْرَةِ مَنِّ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ .

২১৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা কণ্ঠস্থ করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাকে তার পরিবারের এমন দশজন লোকের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন যাদের সকলের জন্য দোযখ অবধারিত হয়ে গিয়েছে।

২১৭ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ
جَعْفَرٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَلَيْهِ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَأَقْرَأُوهُ وَأَرْقُدُوا فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ
جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكَاً يَفُوحُ رِيحُهُ كُلِّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ
كَمَثَلِ جِرَابٍ أَوْكِيٍّ عَلَى مِسْكِ .

২১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কুরআন শিক্ষা করো, তা তিলাওয়াত করো এবং তা নিয়ে রাত জাগো। কেননা কুরআন এবং যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে হলো (মুখ খোলা) মৃগনাভী পূর্ণ থলেবৎ, যার সুবাস চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে তা পেটে ভর্তি করে ঘুমিয়ে রাত কাটায়, সে হলো মুখ বাঁধা মৃগনাভীপূর্ণ থলেবৎ।

২১৮ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ
ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ اسْتَخْلَفْتَ
عَلَى أَهْلِ الْوَادِي قَالَ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبِي قَالَ وَمَنْ ابْنُ أَبِي قَالَ رَجُلٌ
مِنْ مَوَالِينَا قَالَ عُمَرُ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ إِنَّهُ قَارِيٌّ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ
أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ .

২১৮। নাফে ইবনে আবদুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উসফান নামক স্থানে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। উমার (রা) তাকে মক্কার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। উমার (রা) বলেন, গ্রামবাসী বেদুঈনদের জন্য তুমি কাকে প্রশাসক নিয়োগ করেছ? তিনি বলেন, আমি ইবনে আবযা (রা)-কে তাদের প্রশাসক নিয়োগ করেছি। উমার (রা) বলেন, ইবনে আবযা কে? তিনি বলেন, সে আমাদের একজন মুক্তদাস। উমার (রা) বলেন, তুমি একজন মুক্তদাসকে কেন জনগণের প্রশাসক নিয়োগ করলে? তিনি বলেন, সে তো মহান আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ আলেম, ফারাসেয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং উত্তম ফয়সালাকারী। উমার (রা) বলেন, শোন! তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের দ্বারা কতক লোককে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং কতককে অবনমিত করেন।

২১৭- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبِ الْعَبَّادَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ الْبَحْرَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعْلَمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رُكْعَةٍ وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعْلَمَ بِأَبَاً مِنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رُكْعَةٍ .

২১৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে আবু যার! সকালবেলা কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য এক শত রাকআত (নফল) নামায পড়ার চাইতে উত্তম। সকালবেলা জ্ঞানের কিছু অংশ শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকআত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম, তদনুযায়ী কাজ করা হোক বা না হোক।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلْبِ الْعِلْمِ

আলেমদের মর্যাদা এবং জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা।

২২০- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفِ أَبُو بَشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ .

২২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।

২২১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ .

২২১। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ‘কল্যাণ’ হলো সুস্বভাব এবং ‘মন্দ’ হলো প্রবৃত্তির তাড়না থেকে উদ্ধৃত। আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।

২২২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ جِنَاحٍ أَبُو سَعْدٍ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيهٌ وَأَحَدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ .

২২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজন ফকীহ (শরীআতের বিধানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি) শয়তানের জন্য এক হাজার ইবাদতকারীর চাইতে অধিক শক্ত।

২২৩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَيْتَكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِحَدِيثِ بَلْغَنِي أَتَكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةً قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ فَاتَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتَها رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحَيْتَانُ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَأَفْرِ .

২২৩। কাসীর ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দামিশকের মসজিদে আবু দারদা (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবু দারদা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর মদীনা থেকে আপনার নিকট একটি হাদীস শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তুমি কোন কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আসোনি তো? সে বললো, না। তিনি বলেন, অন্য কোন

উদ্দেশ্যেও তুমি আসোনি? সে বললো, না। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি পথ সুগম করে দেন। ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখাসমূহ অবনমিত করেন। আর জ্ঞান অন্বেষীর জন্য আসমান ও যমীনবাসী আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যের মাছও। নিশ্চয় ইবাদতকারীর উপর আলেমের মর্যাদা তারকারাজির উপর চাদের মর্যাদার সমতুল্য। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম (নগদ অর্থ) ওয়ারিসী স্বত্ব হিসাবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা ওয়ারিসী স্বত্বরূপে রেখে গেছেন এলেম (জ্ঞান)। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো, সে যেন একটি পূর্ণ অংশ লাভ করলো।

২২৪ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ تَنَا حَفْصُ ابْنِ سُلَيْمَانَ تَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَأَضِعُ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقْلِدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ .

২২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। অপাত্রে জ্ঞান বিতরণকারী শূকরের গলায় মণি-মুক্তা ও সোনার হার পরানো ব্যক্তির সমতুল্য।

২২৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَقَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرِبَةً مِنْ كَرَبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِبَةً مِنْ كَرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

২২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করলো, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার পারলৌকিক বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। কোন ব্যক্তি অপর মুসলমানের দোষ গোপন রাখলে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কষ্ট-কাঠিন্য সহজ করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার কষ্ট সহজ করে দিবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় রত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়তায় রত থাকেন। কোন ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করলে, আল্লাহ এই উসীলায় তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সুগম করে দেন। যখন কোন লোকসমষ্টি আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যকার কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা শিক্ষা করে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটে অবস্থানকারীদের (ফেরেশতাদের) সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। (পৃথিবীতে) যার সৎকর্ম কম হবে (আখেরাতে) তার বংশমর্যাদা কোন উপকারে আসবে না।

২২৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَتْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زُرِّبِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ أَنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ .

২২৬। যির ইবনে ছবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান ইবনে আসসাল আল-মুরাদী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, তোমাকে কিসে নিয়ে এসেছে? আমি বললাম, জ্ঞানার্জনের জন্য। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তিই জ্ঞানার্জনের জন্য তার ঘর থেকে রওনা হয়, তার এই মহৎ উদ্যোগের জন্য ফেরেশতাগণ তাদের পাখা বিস্তার করেন।

২২৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِحَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ .

২২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কোন উত্তম বিষয় শিক্ষা দানের জন্য বা শিক্ষালাভের জন্য আসে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত ব্যক্তি স্থানীয়। আর যে ব্যক্তি ভিন্নতর উদ্দেশ্যে আসে, সে অপরের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপকারী স্থানীয়।

২২৮ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي عَاتِكَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ وَجَمَعَ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ الْوَسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ .

২২৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই জ্ঞান জন্ম করে নেয়ার পূর্বেই তোমরা তা ধারণ করো। তা জন্ম করার অর্থ তুলে নেয়া। অতঃপর তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে বলেন : এইভাবে। অতঃপর তিনি বলেন : শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রতিদানে সমান অংশীদার। অবশিষ্ট লোকের মধ্যে কোন সৌন্দর্য ও কল্যাণ নাই।

২২৯ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجْرِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ أَحَدَاهُمَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ وَالْآخَرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلٌّ عَلَى خَيْرٍ هَؤُلَاءِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ .

২২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক হুজরা থেকে বের হয়ে এসে মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে দু'টি সমাবেশ চলছিল। একটি সমাবেশে লোকজন কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিল এবং অপর সমাবেশে লোকজন শিক্ষাগ্রহণ ও

শিক্ষাদানে রত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সকলেই কল্যাণকর তৎপরতায় রত আছে। এই সমাবেশের লোকজন কুরআন তিলাওয়াত করছে এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করছে। তিনি চাইলে তাদের দান করতেও পারেন আবার চাইলে নাও দিতে পারেন। অন্যদিকে এই সমাবেশের লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানে রত আছে। আর আমি শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি এদের সমাবেশে বসলেন।

অনুচ্ছেদ : ১৮

بَابُ مَنْ بَلَغَ عِلْمًا

যারা জ্ঞানের প্রচার করেন।

২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ تَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَغَهَا قُرْبًا حَامِلٍ فَقِهِ غَيْرُ فَقِيهِ وَرَبُّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَلَاثٌ لَا يُغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ أَمْرِي مُسْلِمٍ اخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنُّصْحُ لِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَكُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ .

২৩০। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার বক্তব্য শুনেছে, অতঃপর তার প্রচার করেছে, আল্লাহ তাকে হাস্যোজ্জ্বল ও সতেজ করুন। এমন কতক জ্ঞানের বাহক আছে যারা নিজেরাই জ্ঞানী নয়। আবার এমন কতক জ্ঞানের বাহক আছে, তারা যাদের নিকট তা বয়ে নিয়ে যায় তারা এই বাহকদের চেয়ে অধিক সমঝদার। আলী ইবনে মুহাম্মাদ (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে : তিনটি বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তির অন্তর যেন প্রতারিত না হয় : নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ দেয়া এবং তাদের (নেক কাজের) সাথে সম্পৃক্ত থাকা।

২৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ تَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى بِالْخَيْفِ مِنْ مَنِي فَقَالَ نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرْبٌ حَامِلٍ
فَقِهِ غَيْرِ فَقِيهِ وَرَبٌّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ .

২৩১। মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার আল-খায়েফ নামক উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন : আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে আমার বক্তব্য শোনার পর তা প্রচার করলো (বা অপরের নিকট পৌঁছে দিল)। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয়। জ্ঞানের এমন বাহকও আছে যে, তারা যাদের নিকট তা বয়ে নিয়ে যায় তারা তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী।

২৩১(الف) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ
بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى بِنَحْوِهِ .

২৩১(ক)। আলী ইবনে মুহাম্মদ-ইয়ালা-পুনরায় হিশাম ইবনে আম্মার-সাদ্দ ইবনে ইয়াহুইয়া-মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-যুহরী-মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ نَضَرَ
اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ فَرْبٌ مَبْلَغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ .

২৩২। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে একটি হাদীস শুনে তা অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, আল্লাহ তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন। কখনো শ্রোতার চেয়ে প্রচারক অধিকতর স্মৃতিধর হয়ে থাকে।

২৩৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَمْلَأَهُ عَلَيْنَا ثَنَا قُرَّةُ ابْنُ
خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ
هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لِيَبْلِغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رَبُّ مَبْلَغٍ يُبْلِغُهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ .

২৩৩। আবু বাক্বরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর দিন তাঁর ভাষণে বলেন : উপস্থিত ব্যক্তির যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়। এমনও হতে পারে যে, যাদের নিকট জ্ঞানের কথা পৌঁছানো হয় তারা শ্রোতাদের চাইতে অধিক স্মৃতিধর।

২৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَانَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ .

২৩৪। মুআবিয়া আল-কুশাইরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শোন! উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার কথা) পৌঁছিয়ে দেয়।

২৩৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ أَنْبَانَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَّاورِدِيُّ حَدَّثَنِي قُدَّامَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَسَارِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيُبَلِّغَ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ .

২৩৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের উপস্থিতরা যেন তোমাদের অনুপস্থিতদের নিকট (আমার বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়।

২৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُعَانَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَاتِلِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرُ فِقْهِهِ وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ .

২৩৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সেই বান্দাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে আমার বক্তব্য শুনে তা স্মৃতিতে ধারণ করেছে, অতঃপর আমার পক্ষ থেকে তা (অন্যদের নিকট) প্রচার করেছে। কতক জ্ঞানের বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয় এবং কতক জ্ঞানের বাহক যাদের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেয় তারা তাদের চেয়ে অধিক সমঝদার হতে পারে।

بَابُ مَنْ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ

যেসব লোক কল্যাণের চাবিকাঠি ।

২৩৭ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أَبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مِفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مِفَاتِيحٌ لِلشَّرِّ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مِفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مِفَاتِيحٌ لِلْخَيْرِ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مِفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مِفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ .

২৩৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় কতক লোক আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে এমন কতক লোকও আছে যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। সেই লোকের জন্য সুসংবাদ যার দুই হাতে আল্লাহ কল্যাণের চাবি রেখেছেন এবং সেই লোকের জন্য ধ্বংস যার দুই হাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন।

২৩৮ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنٌ وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مِفَاتِيحُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِفْلَاقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِفْلَاقًا لِلْخَيْرِ .

২৩৮। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয় এই কল্যাণ কোষাগারস্বরূপ এবং এই কোষাগারের রয়েছে কিছু সংখ্যক চাবি। সুসংবাদ সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ কল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী ও অকল্যাণের পথ রুদ্ধকারী বানিয়েছেন। ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী বানিয়েছেন।

بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ

লোকজনকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদাতার সওয়াব ।

২৩৯ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَنَّهُ لَيْسَتْغْفِرُ لِلْعَالَمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيْتَانَ فِي الْبَحْرِ .

২৩৯। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় আসমান ও যমীনের অধিবাসীগণ জ্ঞানীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি সমুদ্রের মাছরা পর্যন্ত।

২৪০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ .

২৪০। মুআয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেয়, সে তদনুসারে কর্মসম্পাদনকারীর সমান পুরস্কার পাবে, এতে কর্মসম্পাদনকারীর পুরস্কারে কোনরূপ ঘাটতি হবে না।

২৪১ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَكَذَّ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يَعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ .

২৪১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ তার (মৃত্যুর) পরে যা কিছু রেখে যায়, তার মধ্যে তিনটি জিনিস কল্যাণকর : সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে, সদাকায়ে জারিয়া যার সওয়াব তার কাছে পৌছে এবং এমন জ্ঞান যা তার মৃত্যুর পরও কাজে লাগানো যায়।

২৪১(১) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ الرَّهَّائِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ يَعْنِي أَبَاهُ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৪১ (ক)। আবুল হাসান-আবু হাতেম-মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে সিনান রাহাবী-তার পিতা ইয়াযীদ ইবনে সিনান-যায়েদ ইবনে আবু উনাইসা-ফুলাইহ্ ইবনে সুলাইমান-যায়েদ ইবনে আসলাম-আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা-তার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি..... পূর্বোক্ত (২৪১ নং) হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُدَيْلِ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرُبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلِمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ .

২৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব কাজ ও তার যেসব পুণ্য তার সাথে যুক্ত হয় তা হলো : যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, কুরআন যা সে ওয়ারিসী সূত্রে রেখে গেছে অথবা মসজিদ যা সে নির্মাণ করিয়েছে অথবা পথিক-মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় তার মাল থেকে যে দান-খয়রাত করেছে তা তার মৃত্যুর পরও তার সাথে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে।

٢٤٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ الْمَدَنِيِّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمُهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ .

২৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন মুসলমানের এলেম শিক্ষা করা, অতঃপর তা তার মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দেয়া সর্বোত্তম দানরূপে গণ্য।^১

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوْطَأَ عَقْبَاهُ

যে ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে অন্যের চলাকে অপছন্দ করে।

২৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُؤدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مَتَكَّنًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقْبِيهِ رَجُلَانِ .

২৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো গদিতে হেলান দিয়ে আহার করতে দেখা যায়নি এবং দুইজন লোকও তার পেছনে চলতো না।

২৪৪(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ الْهَمْدَانِيُّ صَاحِبُ الْقَفِيْزِ ثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ .

২৪৪(ক)। আবুল হাসান বলেন, হাযেম ইবনে ইয়াহইয়া-ইবরাহীম ইবনুল হাজ্জাজ-হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবুল হাসান বলেন, ইবরাহীম ইবনে নাদর হামদানী সাহিবুল কাফীয-মূসা ইবনে ইসমাঈল-হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيدٍ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ حَلْفَهُ فَلَمَّا سَمِعَ

১. এ হাদীসের রাবী হাসান বসরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে সরাসরি কিছু শুনেনি। একাধিক বিশেষজ্ঞ আলেম একথা বলেছেন (অনু.)

صَوْتِ النَّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ لئَلَّا يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبَرِ .

২৪৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রচণ্ড গরমের দিনে বাকীউল গারকাদ নামক স্থানের দিকে বের হলেন। লোকেরা তাঁর পেছনে হেঁটে যাচ্ছিল। তিনি জুতার আওয়াজ শুনতে পেলে বিষয়টি তাঁর মনে অপ্রিয় লাগলো। তিনি বসে পড়লেন, যাতে লোকেরা তাঁর আগে চলে যায়, যাতে তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র অহমিকা জাগ্রত না হয়।

٢٤٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْعِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَشَى مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ .

২৪৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁটতেন তখন তাঁর সাহাবীগণ তাঁর আগে আগে চলতেন এবং তাঁর পেছনের দিক ফেরেশতাদের জন্য ছেড়ে দিতেন।

অনুচ্ছেদ : ২২

بَابُ الْوَصَاةِ بِطَلْبَةِ الْعِلْمِ

জ্ঞানার্জনকারীদের উপদেশ দান।

٢٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدِ الْمِصْرِيِّ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ عَن أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَيَاتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَاذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقْنُوهُمْ . قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا أَقْنُوهُمْ قَالَ عَلِمُوهُمْ .

২৪৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অচিরেই তোমাদের নিকট এলেম শিক্ষার জন্য দলে দলে লোক আসবে। তোমরা তাদের দেখলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশের সুসংবাদ জানাবে এবং তাদের তালকীন দিবে (জ্ঞানদান করবে)। আমি হাকাম (র)-কে বললাম, আমরা তাদের কি তালকীন দিব? তিনি বলেন, তাদের এলেম শিক্ষা দিবে।

২৪৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ نَعُوذُهُ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ فَقَبِضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ نَعُوذُهُ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ فَقَبِضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لِحَنِيهِ فَلَمَّا رَأَانَا قَبِضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ سَيَاتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَرَجَبُوا بِهِمْ وَحَيَوُهُمْ وَعَلِمُوهُمْ . قَالَ فَادْرِكْنَا وَاللَّهِ أَقْوَامًا مَا رَجَبُوا بِنَا وَلَا حَيَوْنَا وَلَا عَلَّمُونَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ كُنَّا نَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَيَجْفُونَا .

২৪৮। ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অসুস্থ হাসান (র)-কে দেখতে গেলাম, এমনকি আমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তিনি তার পদদ্বয় গুটিয়ে নিয়ে বলেন, আমরা অসুস্থ আবু হুরায়রা (রা)-কে দেখতে গেলাম, এমনকি আমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তিনি তার পদদ্বয় গুটিয়ে নিলেন, অতঃপর বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম এবং আমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তিনি তখন কাত হয়ে শায়িত ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে তাঁর পদদ্বয় গুটিয়ে নিলেন, অতঃপর বলেন : অচিরেই আমার পরে তোমাদের নিকট দলে দলে লোক আসবে জ্ঞানার্জনের জন্য। তোমরা তাদের স্বাগত জানাবে, তাদের সালাম দিবে এবং এলেম শিক্ষা দিবে। অধস্তন রাবী হাসান (র) বলেন, আমরা তাদের সাক্ষাত পেয়েছি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাদের নিকট গেলে তারা আমাদের স্বাগত জানায়নি, আমাদের সালাম করেনি এবং আমাদের এলেম শিক্ষা দেয়নি, বরং আমরা তাদের কাছে পৌঁছলে তারা আমাদের উপর যুলুম করেছে।

২৪৯ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيْنَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَأَنْتُمْ سَيَاتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا .

২৪৯। আবু হারুন আল-আবদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু সাঈদ আল খুদরী (রা)-এর কাছে এলেই তিনি বলতেন : তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়াত অনুযায়ী স্বাগতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন : লোকেরা অবশ্যই তোমাদের অনুগামী। অচিরেই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে লোকেরা তোমাদের নিকট দীন শিক্ষার জন্য আসবে। তারা তোমাদের নিকট আসলে তোমরা তাদের ভালো কাজের উপদেশ দিবে।

অনুচ্ছেদ : ২৩

بَابُ الْإِنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

এলেম দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং তদনুযায়ী কাজ করা।

২৫০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَبْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ .

২৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দোয়া এই যে, “হে আল্লাহ! আমি সেই জ্ঞান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না, এমন দোয়া থেকে যা শোনা হয় না, সেই অন্তর থেকে ভীত হয় না এবং সেই দেহ থেকে যা তৃপ্ত হয় না।

২৫১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِنِيْ عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

২৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : “হে আল্লাহ! তুমি যে জ্ঞান আমাকে শিখিয়েছো তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করো, আমাকে এমন জ্ঞান দান করো যা আমার উপকারে আসে, আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দাও এবং সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য”।

২৫২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَشَرِيْحُ بْنُ النُّعْمَانَ قَالَا ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ أَبِي طُوَاَلَةَ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا .

২৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, যদি কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুবাসও পাবে না।

২৫২(১) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَنبَأَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৫২(ক)। আবুল হাসান-আবু হাতেম-সাইদ ইবনে মানসূর-ফুলাইহ ইবনে সুলাইমান (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৫৩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَصْرِفَ وَجْهَهُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ .

২৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি নির্বোধের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলেমদের উপর বাহাদুরি প্রকাশের জন্য অথবা তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জ্ঞানার্জন করে, সে জাহান্নামী।

২৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالْتَّارُ النَّارُ .

২৫৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা আলেমদের উপর বাহাদুরী প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং জনসভার উপর বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন।

২৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أُنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَنَسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَقُولُونَ نَأْتِي الْأَمْرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقِتَادِ إِلَّا الشُّوْكَ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطِيَا .

২৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার উম্মাতের কতক লোক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করবে, তারা কুরআন পড়বে এবং বলবে, আমরা শাসকদের নিকট যাবো তাদের নিকট থেকে পার্থিব স্বার্থ প্রাপ্ত হবো এবং আমাদের দীন থেকে তাদের সরিয়ে রাখবো। এরূপ কখনো হতে পারে না। যেমন কাঁটাদার গাছ থেকে ফল আহরণের সময় হাতে কাঁটা ফুটবেই, তদ্রূপ তারা তাদের কাছে গিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ (র) বলেন, অর্থাৎ গুনাহ ব্যতীত তারা কিছুই লাভ করতে পারে না।

২৫৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ تَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ أَرْبَعِ مِائَةِ مَرَّةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ أَعْدٌ لِلْقُرَاءِ الْمُرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَاءِ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأَمْرَاءَ . قَالَ الْمُحَارِبِيُّ الْجَوْرَةَ .

২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা 'জুবুল হযন' থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'জুবুল হযন' কি? তিনি বলেন : জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যা থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নাম দৈনিক চার শতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি বলেন : যারা প্রদর্শনেচ্ছার বশবর্তী হয়ে কাজ করে সেসব কুরআন পাঠকের জন্য তা তৈরি করা হয়েছে। যে সকল

কুরআন পাঠক (বিশেষজ্ঞ) শাসক গোষ্ঠীর সাথে দেখা-সাক্ষাত করে তারা আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কারী। মুহারিবী (র) বলেন, এর দ্বারা যালেম ও অত্যাচারী শাসকদের বুঝানো হয়েছে।

২৫৬(১) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ وَكَانَ ثِقَةً ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ .

২৫৬(ক)। আবুল হাসান-হাযেম ইবনে ইয়াহুইয়া-আবু বাকর ইবনে আবু শাইবা ও মুহাম্মাদ ইবনে নুমাইর-ইবনে নুমাইর-মুআবিয়া আন-নাসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সিকাহ রাবী। তিনি এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৫৬(২) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ قَالَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ عَمَّارٌ لَا أَدْرِي مُحَمَّدٌ أَوْ أَنَسُ ابْنُ سِيرِينَ .

২৫৬(খ)। ইবরাহীম ইবনে নাসর-আবু গাস্‌সান মালেক ইবনে ইসমাঈল-আম্মার ইবনে সাইফ-আবু মুআয-মালেক ইবনে ইসমাঈল বলেন, আম্মার (র) বলেছেন, রাবী আবু মুআযের পর রাবী মুহাম্মাদ ছিলেন নাকি আনাস ইবনে সীরীন ছিলেন তা আমি অবগত নই।

২৫৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ نَهْشَلٍ عَنِ الضُّحَّاكِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَدَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ أَخْرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ .

২৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলেমরা যদি জ্ঞানার্জনের পর তা সংরক্ষণ করে এবং তা যোগ্য আলেমদের সামনে রেখে দেয়, তাহলে অবশ্যই তারা নিজ যুগের জনগণের নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের নিকট পেশ করেছে পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য। ফলে তারা তাদের নিকট হয়ে প্রতিপন্ন হয়েছে। আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একই চিন্তায় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেছে, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট। অপরদিকে যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে সে যে কোন উন্মুক্ত ময়দানে ধ্বংস হোক, তাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না।

২৫৭(১) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى تَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا تَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ وَكَانَ ثِقَةً ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ .

২৫৭(ক)। আবুল হাসান-হাযেম ইবনে ইয়াহইয়া-আবু বাকর ইবনে আবু শাইবা ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর-ইবনে নুমাইর-মুআবিয়া নাসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী। এরপর তিনি উপরোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২৫৮ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ وَأَبُو بَدْرِ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْهَنْثَانِيُّ تَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهَنْثَانِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لَغَيْرِ اللَّهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য জ্ঞানার্জন করে অথবা জ্ঞানার্জনের দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু লাভের ইচ্ছা করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নিল।

২৫৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ تَنَا بِشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَشْعَثَ بْنَ سَوَّارٍ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لَتَبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لَتَمَارَوْا بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لَتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ .

২৫৯। হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা আলেমগণের উপর বাহাদুরি জাহির করার জন্য অথবা নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা সাধারণ মানুষের মনোযোগ তোমাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করো না। যে তাই করবে সে জাহান্নামী।

২৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنبَانًا وَهَبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيَبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُجَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ .

২৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আলেমদের উপর বাহাদুরি জাহির করার জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং নিজের দিকে সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।

অনুচ্ছেদ : ২৪

بَابُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ

যে ব্যক্তি জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করে।

২৬১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَادَانَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ ثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ إِلَّا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ .

২৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি (দীনের) জ্ঞানের কথা শিক্ষা করার পর তা গোপন করে রাখলে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে।

২৬১(১) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَيُّ الْقَطَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَادَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৬১(ক)। আবুল হাসান আল-কাত্তান-আবু হাতেম-আবুল ওয়ালীদ-ইমারা ইবনে যায়ান (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৬২- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْلَا أُيْتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ (يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) شَيْئًا أَبَدًا لَوْ لَا قَوْلُ اللَّهِ (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ.. إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ) .

২৬২। আবদুর রহমান ইবনে হুরমূয আল-আরাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর শপথ! যদি মহান আল্লাহর কিতাবে (কুরআন মজীদ) দু'টি আয়াত না থাকতো, তাহলে আমি কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। যদি আল্লাহর এই বাণী না থাকতো (অর্থ) : “আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন যারা তা গোপন রাখে এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি। এরাই সৎপথের বিনিময়ে দ্রাস্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে। আগুন সহ্য করতে এরা কতই না ধৈর্যশীল” (সূরা বাক্বারা : ১৭৪-১৭৫)!

২৬৩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا خَلْفُ بْنُ تَمِيمٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ .

২৬৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই উম্মাতের পরবর্তীকালের লোকেরা যখন তাদের পূর্ববর্তীকালের লোকদের অভিশাপ দিবে, তখন কেউ একটি হাদীস গোপন করলে, সে যেন আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কিতাবকেই গোপন করলো।

২৬৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سُلِّ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ الْجَمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ .

২৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি (তার জানা) জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসিত হয়ে সে তা গোপন করলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

২৬৫ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَبَّانَ بْنِ وَقِدِ الثَّقَفِيُّ أَبُو اسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللَّهَ بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ أَمْرَ الدِّينِ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ .

২৬৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দীনের এমন জ্ঞান গোপন করে, যার দ্বারা আল্লাহ মানুষের কাজে, দীনের কাজে উপকৃত করে থাকেন, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরাবেন।

২৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرَابِيسِيُّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَتَلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكْتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ .

২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার জানা জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করলো, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا (পবিত্রতা ও তার সুনাতসমূহ)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

উযু ও নাপাকির গোসলের জন্য প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ ।

২৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي رِيحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

২৬৭। সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন ।

২৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

২৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন ।

২৬৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

২৬৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন ।

২৭০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَعَبَادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا ثَنَا بَكْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَبَانَ ثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ

১. মুদ ও সা তৎকালীন আরবের প্রচলিত ওজনের এককবিশেষ । এক মুদ এক সেরের অধিক এবং এক সা প্রায় চার সেরের সমান (অনুবাদক) ।

بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجْزَى مِنْ
الْوُضُوءِ مِدٌّ وَمِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ لَا يُجْزِنُنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ يُجْزَى مَنْ هُوَ
خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعْرًا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

২৭০। আকীল ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উযুতে এক মুদ এবং গোসলে এক সা পানি যথেষ্ট। এক ব্যক্তি বললো, আমাদের জন্য (এ পরিমাণ পানি) যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, এ পরিমাণ পানি তো তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির জন্যও যথেষ্ট ছিল, যাঁর মাথার চুলও বেশি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ

পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহ নামায কবুল করেন না।

২৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا
بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشْرِ حَتْنُ الْمُقْرِيِّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهَدَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ وَلَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ .

২৭১। উসামা ইবনে উমায়ের আল-হযালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবুল করেন না।

২৭১(ফ)- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَشَبَّابَةُ بْنُ
سُوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ .

২৭১(ক)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা-আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ও শাবাবা ইবনে সাওয়্যার-শে'বা (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৭২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ ح وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ

بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ .

২৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবুল করেন না।

۲۷۳- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ .

২৭৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় অর্জিত মালের দান-খয়রাতও কবুল করেন না।

۲۷۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ ثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ .

২৭৪। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবুল করেন না।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ الطُّهُورِ

পবিত্রতা নামাযের চাবি।

۲۷۵- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ .

১. গুলুল শব্দের অর্থ যুদ্ধলব্ধ মাল আত্মসাৎ করা। এখানে শব্দটি দ্বারা সার্বিকভাবে হারাম পন্থায় উপার্জিত মাল বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

২৭৫। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি, তার তাকবীর হলো হারামকারী এবং তার সালাম হলো হালালকারী।^২

২৭৬ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ طَرِيفِ السَّعْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ .

২৭৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি, তাকবীর হলো তার হারামকারী এবং সালাম হলো তার হালালকারী।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

উযুর হেফাজত।

২৭৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثُرَيْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَقِيمُوا وَكُنْ تَحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ .

২৭৭। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা (দীনের উপর) অবিচল থাকো, যদিও তোমরা আয়ত্তে রাখতে পারবে না। জেনে রাখো, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো নামায। কেবল মুমিন ব্যক্তিই যত্নসহকারে উযু করে।

২. গোসল বা উযুর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন না করে নামায পড়া যায় না অর্থাৎ নামায গুরু করতে হলেই পবিত্র হতে হয়। নামাযের বাইরে যেসব কাজ হালাল, তাকবীরে তাহরীমা বলার সাথে সাথে সে সব কাজ হারাম হয়ে যায়। আবার সালাম ফিরানোর সাথে সাথে সেসব কাজ হালাল হয়ে যায় (অনুবাদক)।

২৭৮- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَقِيْمُوا وَلَكِنْ تَحْصُرُوا وَاَعْلَمُوا اَنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلٰى الْوُضُوءِ اِلَّا مُؤْمِنٌ .

২৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা (দীনের উপর) স্থির থাকো, যদিও তোমরা তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। জেনে রাখো! তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো নামায। কেবল মুমিন ব্যক্তিই যত্নসহকারে উযু করে।

২৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوبَ حَدَّثَنِى اسْحَاقُ بْنُ اَسِيْدٍ عَنْ اَبِي حَفْصِ الدَّمَشْقِيِّ عَنْ اَبِي اَمَامَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ اسْتَقِيْمُوا وَنَعِيْمًا اِنْ اسْتَقَمْتُمْ وَخَيْرُ اَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلٰى الْوُضُوءِ اِلَّا مُؤْمِنٌ .

২৭৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা দীনের উপর স্থির থাকো। তোমরা দীনের উপর অবিচল থাকলে তা কল্যাণকর। তোমাদের কার্যাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম কাজ হলো নামায পড়া। মুমিন ব্যক্তিই যত্ন সহকারে উযু করে।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

উযু ঈমানের অর্ধেক।

২৮০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ اَخِيهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ اَبِي سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ اَبِي مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِْلٌ الْمِيْزَانِ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ مِْلٌ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالزُّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْتِقُهَا .

২৮০। আবু মালেক আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সুষ্ঠুভাবে উয়ু করা ঈমানের অর্ধেক। আল-হামদু লিল্লাহ (নেকীর) পাল্লা পূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী ভরে দেয়। নামায হলো নূর, যাকাত হলো দলীল, ধৈর্য হলো আলোকমালা এবং কুরআন হলো তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষের প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উপনীত হয়ে নিজকে বিক্রয় করে, এতে সে হয় তাকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ ثَوَابِ الطُّهُورِ

পবিত্রতা অর্জনের সওয়াব।

২৮১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيبَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ .

২৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উয়ু করে কেবল নামায পড়ার জন্য মসজিদে রওয়ানা হলে তার মসজিদে পৌছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার একধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করেন।

২৮২- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ وَأَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً .

২৮২। আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি উযু করে কুলি করলো এবং নাকে পানি পৌঁছালো, তার গুনাহসমূহ তার মুখ ও নাক থেকে বের হয়ে যায়। সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করলে তার গুনাহসমূহ তার মুখমণ্ডল থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুই চোখের দ্বার নিম্নাংশ থেকেও গুনাহসমূহ বেরিয়ে যায়। সে তার উভয় হাত ধৌত করলে তার দুই হাত থেকে গুনাহসমূহ বেরিয়ে যায়। সে তার মাথা মাসেহ করলে তার মাথা থেকে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুই কান থেকেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। সে তার উভয় পা ধৌত করলে তার পদদ্বয় থেকেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার পদদ্বয়ের নখের নিম্নভাগ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। এরপর তার নামায ও তার মসজিদে যাতায়াতের সওয়াব (উল্লিখিত বিষয়ের) অতিরিক্ত।

২৮৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا غُنْدَرُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّسَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَرَّتْ حَظَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ حَرَّتْ حَظَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ حَرَّتْ حَظَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ وَأَسَهُ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَرَّتْ حَظَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ .

২৮৩। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দা যখন উযু করে এবং তার উভয় হাত ধৌত করে, তখন তার দুই হাত থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। যখন সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। যখন সে তার উভয় হাত ধৌত করে এবং তার মাথা মাসেহ করে, তখন তার দুই হাত ও মাথা থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। এরপর যখন সে তার পদদ্বয় ধৌত করে তখন তার পদদ্বয় থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়।

২৮৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ زُرَّارِ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرِ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ بُلُقٌ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ .

২৮৪। যির ইবনে হুবাঈশ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার উম্মাতের যেসব লোককে দেখেননি তাদের কিভাবে চিনবেন? তিনি বলেন : উয়ুর কারণে তাদের মুখমণ্ডল ও তাদের উয়ুর অন্যান্য অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর সাহায্যে।

২৮৪(ক)। আবুল হাসান আল-কাত্তান-আবু হাতেম-আবুল ওয়ালিদ (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৮৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي حُمْرَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بَوْضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَقْعَدِي هَذَا تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوءِي هَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَغْتَرُّوا .

২৮৫। উসমান ইবনে আফফান (রা)-র মুক্তদাস হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে এক স্থানে উপবিষ্ট দেখলাম। তিনি উয়ুর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং উয়ু করলেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ স্থানে বসে আমার ন্যায় উয়ু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আমার উয়ুর ন্যায় উয়ু করবে, তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন : কিন্তু তোমরা তাতে আত্মতুষ্টির ধোঁকায় পড়ো না।

২৮৫(ক) - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي حُمْرَانُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৮৫(ক)। হিশাম ইবনে আম্মার-আবদুল হামীদ ইবনে হাবীব-আওয়াঈদ-ইয়াহুইয়া-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম-ঈসা ইবনে তালহা-হুমরান-উসমান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বেক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ السَّوَاكِ

মিসওয়াক।

২৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ .

২৮৬। হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠতেন, তখন তিনি মিসওয়াক দিয়ে তাঁর মুখ পরিষ্কার করতেন।

২৮৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

২৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

২৮৮- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ .

২৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দুই দুই রাকআত করে (নফল) নামায পড়তেন এবং (নামায থেকে) অবসর হয়ে মিসওয়াক করতেন।

২৮৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَا جَاءَ نَبِيَّ جِبْرِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي وَكَوَلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ قَمِي .

২৮৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা মিসওয়াক করো। কেননা মিসওয়াক মুখ পবিত্র ও পরিষ্কার করে এবং মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। আমার কাছে যখনই জিবরাঈল (আ) এসেছেন তখনই আমাকে মিসওয়াক করার উপদেশ দিয়েছেন। শেষে আমার আশঙ্কা হয় যে, তা আমার ও আমার উম্মাতের জন্য ফরয করা হবে। আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে তাদের জন্য তা ফরয করে দিতাম। আমি এত বেশি মিসওয়াক করি যে, আমার মাড়িতে ঘা হওয়ার আশঙ্কা হয়।

২৯০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبْدَأُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ قَالَتْ كَانَ إِذَا دَخَلَ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ .

২৯০। শুরাইহু ইবনে হানী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট এসে প্রথমে কোন কাজটি করতেন তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তিনি প্রবেশ করেই প্রথমে মিসওয়াক করতেন।

২৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا بَحْرُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ فَطَيَّبُوهَا بِالسِّوَاكِ .

২৯১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মুখ হলো কুরআনের রাস্তা। অতএব তোমরা দাতন করে তা পবিত্র ও সুগন্ধযুক্ত করো।

بَابُ الْفِطْرَةِ

ফিতরাতের বর্ণনা ।

২৯২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفِطْرَةُ حَمْسٌ أَوْ حَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْأَيْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

২৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফিতরাত পাঁচটি অথবা পাঁচটি জিনিস স্বভাবজাত : খতনা করা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, নখসমূহ কাটা, বগলের পশম তুলে ফেলা এবং মোচ কাটা।

২৯৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَأِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفُ الْأَيْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ بَعْنَى الْاسْتِنْجَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَتَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُمْضَمَّةَ .

২৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দশটি জিনিস ফিতরাত বা স্বভাবজাত। মোচ কাটা, দাড়ি বাড়ানো, মিসওয়াক করা, নাকের ছিদ্র পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের সংযোগ স্থলের ময়লা ধুয়ে ফেলা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা ও পানি দিয়ে শৌচ করা। যাকারিয়া (র) বলেন, মুসআব (র) বলেছেন, আমি দশম জিনিসের কথা ভুলে গেছি, সেটি হয়তো কুলি করা।

২৯৪- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمُمْضَمَّةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ

الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْأَيْطِ وَالْإِسْتِحْدَادِ وَغَسْلِ الْبَرَاجِمِ وَالْإِنْتِضَاحِ
وَالْأَخْتَتَانِ .

২৯৪। আন্নার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুলি করা, নাকের ছিদ্রপথে পানি পৌছানো, মিসওয়াক করা, মোচ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, আঙ্গুলের সংযোগ স্থলগুলো ধৌত করা, শৌচ করা, খতনা করা ইত্যাদি মানব স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

২৯৪(ফ) - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مَسْلَمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ .

২৯৪(ক)। জাফর ইবনে আহমাদ ইবনে উমার-আফফান ইবনে মুসলিম-হাম্মাদ ইবনে সালামা-আলী ইবনে যায়েদ (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৯৫ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتْ لَنَا قِصَّ الشَّارِبِ وَحَلَقِ الْعَانَةَ وَتَنْفِ الْأَيْطِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ أَنْ لَا نَتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

২৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোচ কাটা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা ও নখ কাটার ব্যাপারে আমাদেরকে চল্লিশ দিনের সময়সীমা বেধে দেয়া হয়েছে। আমরা যেন তা বেশি সময় ছেড়ে না দেই।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

পায়খানায় প্রবেশকালে যা বলবে।

২৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضِرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

২৯৬। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (পায়খানায়) এইসব শয়তান উপস্থিত হয়। অতএব তোমাদের কেউ (পায়খানায়) প্রবেশকালে যেন বলে : “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপবিত্রতা ও শয়তানের চক্রান্ত থেকে আশ্রয় চাচ্ছি”।

২৯৬(ফ) - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عَبْدَةُ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

২৯৬(ক)। জামীল ইবনুল হাসান আতাকী-আবদুল আলা ইবনে আবদুল আলা-সাদ্দ ইবনে আবু আরুবা-কাতাদা-(পুনরায়) হারুন ইবনে ইসহাক-আবদা-সাদ্দ-কাতাদা-কাসিম ইবনে আওফ শায়বানী-যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (এ সূত্রেও উপরের) পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২৯৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بِشِيرٍ بِنِ سَلْمَانَ ثَنَا خَلَادُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِتْرٌ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنْيْفَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ .

২৯৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জিন ও মানুষের গোপন অংগের মাঝখানের পর্দা হলো পায়খানায় প্রবেশকালে তার ‘বিসমিল্লাহ’ বলা।

২৯৮ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

২৯৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন : “আমি আল্লাহর নিকট অপবিত্রতা ও শয়তানের অশুভ চক্রান্ত থেকে পানাহ চাই।”

২৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

২৯৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশকালে যেন একথা বলতে অপারগ না হয় : “হে আল্লাহ! আমি কদর্যতা, অপবিত্রতা, কদাকার ও ক্ষতিকর বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় চাই”।

২৯৯(الف)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ مِنَ الرَّجْسِ النَّجْسِ إِنَّمَا قَالَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

২৯৯(ক)। আবুল হাসান-আবু হাতেম-ইবনে আবু মরিয়ম (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় مِنَ الرَّجْسِ النَّجْسِ (কদর্যতা অপবিত্রতা থেকে) কথাটির উল্লেখ নাই, বরং এই বর্ণনায় مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (কদর্য সুসংস্কৃত বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে) কথাটি উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলবে।

৩০০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا إِسْرَائِيلُ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي بَرْدَةَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ .

৩০০। আবু বুরদা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র নিকট প্রবেশ করে তাকে বলতে শুনলাম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন : “আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি” ।

(১) ৩ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ

ثَنَا إِسْرَائِيلُ نَحْوَهُ .

৩০০(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-আবু গাসসান নাহ্দী-ইসরাঈল (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে ।

৩. ১ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي .

৩০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন : “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বস্তি দান করেছেন” ।

অনুচ্ছেদ : ১১

بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْخَاتَمِ فِي الْخَلَاءِ

পায়খানায় অবস্থান কালে মহান আল্লাহর যিকির করা এবং আংটি খোলা ।

৩. ২ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبُهَيْيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .

৩০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন ।

৩. ৩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ .

৩০৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের আগে তার আংটি খুলে রাখতেন।

অনুচ্ছেদ : ১২

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَغْتَسَلِ

গোসলখানায় পেশাব করা মাকরুহ।

৩০৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَبَانًا مَعْمَرٌ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْقَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ .

৩০৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার গোসলখানায় পেশাব না করে। কেননা তা থেকেই যাবতীয় সন্দেহের উদ্ভেক হয়।

৩০৪ (ক) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاجَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ إِنَّمَا هَذَا فِي الْحَفِيرَةِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا فَمُغْتَسَلَاتُهُمُ الْجِصُّ وَالصَّارُوجُ وَالْقَيْرُ فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا بَأْسَ بِهِ .

৩০৪(ক)। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি আলী ইবনে মুহাম্মাদ আত-তানাকিসী (র)-কে বলতে শুনেছেন, এই নির্দেশ সেই সময়ের যখন গোসলখানা কাঁচা ছিল। যেহেতু বর্তমান কালে গোসলখানা ইট ও চুনা দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে, তাই যদি কেউ পেশাব করার পর সেখানে পানি ঢেলে দেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ : ১৩

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরুহ।

৩০৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكُ وَهَشَيْمٌ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سَبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا .

৩০৫। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক গোত্রের ময়লা-আবর্জনার নিকট পৌঁছে সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

৩.৬ - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

৩০৬। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ এক গোত্রের ময়লা-আবর্জনার নিকট পৌঁছে তথায় দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

৩.৬ (১) - قَالَ شُعْبَةُ قَالَ عَاصِمٌ يَوْمَئِذٍ وَهَذَا الْأَعْمَشُ يَرُوهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَمَا حَفِظَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِيهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا .

৩০৬(ক)। শোবা (র) বলেন, আসিম (র) সে সময় এই হাদীস মুগীরা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। আমাশ (র) আবু ওয়াইল (র)-এর সূত্রে হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আসেম তা ভুলে যান। এরপর আমি মানসূর (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও সেটি আবু ওয়াইল (র)-এর সূত্রে হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের ময়লা-আবর্জনার স্তূপের নিকট পৌঁছে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।^৩

অনুচ্ছেদ : ১৪

بَابُ فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا

বসে পেশাব করা।

৩.৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا ثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا .

৩. শোবা (র)-এর উদ্দেশ্য এই যে, হুযায়ফা (রা)-র সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি যথার্থ, কিন্তু মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। এই ভুলটি করেছেন আসেম (র) (অনু.)।

৩০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না। আমি তাঁকে বসে পেশাব করতে দেখেছি।

৩০৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لَا تَبُلُ قَائِمًا فَمَا بُلْتَ قَائِمًا بَعْدُ .

৩০৮। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বলেন : হে উমার! তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। এরপর থেকে আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

৩০৯ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا .

৩০৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

৩১০ (১) - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا قَالَ الرَّجُلُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْهَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبُولُ قَائِمًا إِلَّا تَرَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ يَقُولُ قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ .

৩১০(ক)। ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাখযূমীকে বলতে শুনেছি, সুফিয়ান সাওরী (র) আয়েশা (রা)-র হাদীস “আমি তাঁকে (স) বসে পেশাব করতে দেখেছি” বর্ণনা করলে এক ব্যক্তি বললো, একজন পুরুষ এ ব্যাপারে তার তুলনায় অধিক

জ্ঞাত। আহমাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, দাঁড়িয়ে পেশাব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তুমি কি আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (র)-র বর্ণিত হাদীসে দেখোনি, যাতে তিনি বলেছেন, “তিনি মহিলাদের মত বসেই পেশাব করেন”?

অনুচ্ছেদ : ১৫

بَابُ كِرَاهَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالْأَسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ও শৌচা করা মাকরুহ।

৩১০ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي الْعَشْرِينَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ .

৩১০। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : তোমাদের কেউ যেন পেশাব করাকালে তার ডান হাত দিয়ে তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে এবং তার ডান হাত দিয়ে শৌচ না করে।

৩১১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

৩১০(ক)। আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম-ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম-আওয়াঈ (র) এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩১১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهَبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ مَا تَغْنَيْتُ وَلَا تَمْنَيْتُ وَلَا مَسَيْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

৩১১। উকবা ইবনে সাহ্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি কখনো গান গাইনি, মিথ্যা কথাও বলিনি এবং

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়আত হওয়ার পর থেকে ডান হাতে আমার লিঙ্গ ও স্পর্শ করিনি।

৩১২- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ لِيَسْتَنْجَ بِشِمَالِهِ .

৩১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার ডান হাতে শৌচ না করে, বরং সে যেন তার বাম হাতে শৌচ করে।

অনুচ্ছেদ : ১৬

بَابُ الْأَسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الرُّوثِ وَالرِّمَّةِ

পাথর বা টিলা দিয়ে শৌচ করা এবং শুকনা ও কাঁচা গোবর দিয়ে শৌচ না করা।

৩১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لَوْلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا آتَيْتُمُ الْغَائِطُ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَأَمْرٌ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهْيٌ عَنِ الرُّوثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهْيٌ أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ .

৩১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদের জন্য সন্তানের পিতার সমতুল্য। আমি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি যে, তোমরা পায়খানায় এসে কিবলাকে সামনে রেখেও বসবে না এবং পেছনেও রাখবে না। তিনি তিনটি পাথর বা টিলা (শৌচকার্যে) ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং তিনি শুকনা ও কাঁচা গোবর (শৌচকার্যে) ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। উপরন্তু তিনি মানুষকে তার ডান হাত দিয়ে শৌচ করতে নিষেধ করেন।

৩১৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ زُهَيْرٍ
عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عَبِيدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْخَلَاءَ فَقَالَ ائْتِنِي
بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجْرَيْنِ وَرَوْتُهُ فَأَخَذَ الْحَجْرَيْنِ وَالْقَى الرَّوْتَةَ وَقَالَ
هِيَ رَجَسٌ .

৩১৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতে (আমাকে) বলেন : আমার জন্য তিনটি পাথর (টিলা) নিয়ে এসো। আমি তাঁর জন্য দু'টি পাথর ও একটি শুকনা গোবরের টুকরা নিয়ে এলাম। তিনি পাথর দু'টি গ্রহণ করেন এবং গোবরের টুকরাটি ফেলে দিয়ে বলেন : এটি অপবিত্র।

৩১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَاءَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأِسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةٌ أَحْجَارٍ لَيْسَ
فِيهَا رَجِيعٌ .

৩১৫। খুযায়মা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচ করা সম্পর্কে বলেছেন : তিনটি পাথর টুকরা হতে হবে, যার সাথে কোন নাপাক জিনিস নাই।

৩১৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ إِنِّي أَرَى
صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلُ أَمْرِنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ .

৩১৬। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক মুশরিক তাকে উপহাস করে বললো, আমি তোমাদের এই সাথীকে (মুহাম্মাদ) দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি তোমাদের সব বিষয়ে শিক্ষা দেন, এমনকি পায়খানা-পেশাব সম্পর্কেও। তিনি বলেন, হাঁ। তিনি আমাদের

নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব না করি, ডান হাতে যেন শৌচ না করি এবং (শৌচে) তিনটি পাথরের কম যেন ব্যবহার না করি, যার সাথে পশুর গোবর ও হাড় যেন না থাকে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

পেশাব-পায়খানায় কিবলামুখী হয়ে বসা নিষেধ।

৩১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ

৩১৭। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায়্বি আয-যুবাইদী (রা) বলেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছে : “তোমাদের কেউ যেন কিবলামুখী হয়ে পেশাব না করে” এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যে লোকদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেছে।

৩১৮- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ الْقِبْلَةَ وَقَالَ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا .

৩১৮। আতা ইবনে ইয়ায়ীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিমমুখী হয়ে বসো।^৪

৩১৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى الثُّعْلَبِيِّ عَنِ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي

৪. কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে পায়খানা ও পেশাব করা মাকরুহ। দক্ষিণ অথবা উত্তরমুখী হয়ে বসতে হবে। হাদীসটি মদীনা শরীফে বর্ণিত হয়েছে বিধায় তাতে পশ্চিম বা পূর্বমুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করতে বলা হয়েছে। কারণ মদীনা থেকে কিবলা দক্ষিণ দিকে (অনুবাদক)।

مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ وَقَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بَغَائِطٍ أَوْ بِيُولٍ .

৩১৯। মাকিল ইবনে আবু মাকিল আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুই কিবলার দিকে মুখ করে পায়খানা অথবা পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

۳۲۰ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بَغَائِطٍ أَوْ بِيُولٍ .

৩২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি আমাদেরকে কিবলার দিকে মুখ করে পায়খানা ও পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

۳۲۱ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ الدُّوْنَقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَحْيَى الْبَصْرِيُّ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانِي أَنْ أَشْرَبَ قَائِمًا وَأَنْ أَبُولَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

৩২১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পানীয় পান করতে এবং কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৪ ১৮

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْكَنْيْفِ وَأَبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارِيِّ

ঘরের মধ্যে কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করার অনুমতি আছে এবং তা মুবাহ, কিন্তু খোলা স্থানে নয়।

۳۲۲ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ
وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ يَقُولُ أَنَسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْغَائِطِ فَلَا
تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ هَذَا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ .

৩২২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে, তুমি পায়খানায় কিবলামুখী হয়ে বসো না। কিন্তু একদিন আমি আমাদের ঘরের ছাদের উপর উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুইটি ইটের উপর উপবিষ্ট দেখতে পাই। তাঁর মুখমণ্ডল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ছিল। এটা হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনে হারুনের বর্ণিত হাদীস।

৩২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عَيْسَى الْحَنَاطِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ بِنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ قَالَ
عَيْسَى فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا قَوْلُ أَبِي
هُرَيْرَةَ فَقَالَ فِي الصَّحْرَاءِ لَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا وَأَمَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ
فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ اسْتَقْبِلَ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ .

৩২৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পায়খানায় কিবলামুখী হয়ে বসতে দেখেছি। ঈসা (র) বলেন, আমি বিষয়টি শাবী (র)-কে বললে তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) সত্য বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা)-র উক্তি উনুজ ময়দানের বেলায় প্রযোজ্য : “(পায়খানা- পেশাবে) কেউ কিবলার দিকে মুখ করবে না এবং কিবলাকে পিছনেও রাখবে না”। আর ইবনে উমার (রা)-এর উক্তি প্রাচীর ঘেরা পায়খানা গৃহের বেলায় প্রযোজ্য : “সেখানে কোন কিবলা নাই। সেখানে তুমি যে দিকে ইচ্ছা মুখ ফিরিয়ে (পায়খানা- পেশাব) করতে পারো”।

৩২৩(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى
فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩২৩(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-উবাইদুল্লাহ ইবনে মুসা (র) এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَادِ
بْنِ سَلْمَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ فَقَالَ أَرَاهُمْ قَدْ فَعَلَوْهَا اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ .

৩২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদল লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো যারা তাদের লজ্জাস্থানকে কিবলামুখী করতে অপছন্দ করে। তিনি বলেনঃ আমার মনে হয় তারা এরূপ করতে শুরু করে দিয়েছে। তোমরা আমার পায়খানা কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দাও।^৫

৩২৪(ক)। আবুল হাসান কাস্তান-ইয়াহুইয়া ইবনে উবাইদ-আবদুল আযীয ইবনে মুগীরা-খালিদ আল-হাজ্জা-খালিদ ইবনে আবুস সালত (র) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .

৩২৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে তাঁর ইনতিকালের এক বছর আগে কিবলামুখী (পায়খানা-পেশাবে) হতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ : ১৯

بَابُ الْأَسْتِبرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ

পেশাব করার পর পবিত্রতা অর্জন করা।

৩২৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَيْسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْشُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

৫. দেয়ারঘেরা পায়খানায়ও কিবলামুখী হয়ে বসা অসমীচীন এরূপ ধারণা যাতে তাদের মন থেকে দূর হয়ে যায় (অনু.)।

৩২৬। ইয়াযদাদ আল-ইয়ামনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ পেশাব করার পর যেন তার লজ্জাস্থান তিনবার ঝাড়ে।

৩২৬(১) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
ثَنَا زَمْعَةُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩২৬(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আলী ইবনে আবদুল আযীয-আবু নুআইম-যাম্বা (র) এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২০

بَابُ مَنْ بَالَ وَكَمْ يَمَسُّ مَاءً

যে ব্যক্তি পেশাব করার পর উয়ু করেনি।

৩২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى التَّوَّامِ
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ يَبُولُ فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ
بِمَاءٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عُمَرُ قَالَ مَا قَالَ مَا أَمَرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ اتَّوَضَّأَ وَكَوْ
فَعَلْتُ لَكَانَ سُنَّةً .

৩২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করতে গেলেন এবং উমার (রা) পানি নিয়ে তাঁর পিছে পিছে গেলেন। তিনি বলেনঃ হে উমার! এটা কি? উমার বলেন, পানি। তিনি বলেন : যখনই আমি পেশাব করবো তখনই আমাকে উয়ু করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আমি তাই করলে তা সুনাত (বাধ্যতামূলক) হয়ে যেত।

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلَاءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

যাতায়াতের রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ।

৩২৮- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ
حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحَمِيرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَتَحَدَّثُ بِمَا

لَمْ يَسْمَعْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَكْتُمْ عَمَّا سَمِعُوا فَبَلَغَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَمَا يَتَحَدَّثُ بِهِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا وَأَوْشَكَ مُعَاذُ أَنْ يُفْتِنَكُمْ فِي الْخَلَاءِ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَلَقِيَهُ فَقَالَ مُعَاذُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو إِنَّ التَّكْذِيبَ بِحَدِيثٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِفَاقٌ وَإِنَّمَا ائْتَمُّهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَالظِّلِّ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ .

৩২৮। আবু সাঈদ আল-হিমযারী (র) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) এমন হাদীস বর্ণনা করতেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর সাহাবীগণ শুনেনি এবং তারা যে হাদীস শুনেছেন তা তিনি বর্ণনা করতেন না। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) তার বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়ে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ হাদীস বলতে শুনিনি। মুআয (রা) যেন পায়খানা-পেশাবের ব্যাপারে তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না ফেলে। মুআয (রা) উক্ত মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা হাদীস আরোপ করা মোনাফিকী এবং তার গুনাহ মিথ্যা আরোপকারীর উপর বর্তায়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা তিনটি অভিশপ্ত জিনিস থেকে দূরে থাকো : ব্যবহার্য পানি বা পানির উৎসে, ছায়াদার বৃক্ষতলে ও লোক চলাচলের পথে পেশাব-পায়খানা করা।

৩২৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ ثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَاعِنِ .

৩২৯। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা রাস্তার উপর রাত যাপন করা ও নামায পড়া থেকে বিরত থাকো। কেননা তা (রাতে) সাপ ও হিংস্র জন্তুর যাতায়াত পথ। তোমরা রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা থেকেও বিরত থাকো। কারণ তা অভিশপ্ত আচরণের অন্তর্ভুক্ত।

৩৩০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا أَوْ يُبَالَ فِيهَا .

৩৩০। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলাচলের পথের উপর নামায পড়তে এবং পায়খানা-পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২২

بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِي الْفِضَاءِ

পায়খানা-পেশাব করতে দূরে যাওয়া।

২৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ

৩৩১। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে যেতেন।

৩২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَنَجَّحِي لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ .

৩৩২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে এক সফরে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে যান। অতঃপর ফিরে এসে তিনি উয়ুর পানি নিয়ে ডাকেন এবং উয়ু করেন।

৩৩৩- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَرَّةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ

৩৩৩। ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরবর্তী স্থানে যেতেন।

৩৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ

يَزِيدَ) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حُزَيْمَةَ وَالْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَبْعَدَ .

৩৩৪। আদবুর রহমান ইবনে আবু কুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হজ্জ করেছি। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরবর্তী স্থানে চলে যেতেন।

۳۳۵- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْتِي الْبِرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى .

৩৩৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে এতটা দূরে যেতেন যে, তাঁকে দেখা যেত না।

۳۳۶- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزْنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ .

৩৩৬। বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে চলে যেতেন।

অনুচ্ছেদ : ২৩

بَابُ الْارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা।

۳۳۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اسْتَجْمَرَ فليوترَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَنْ لَأَكْ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْخَلَاءَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلِ فَلْيَمْدُدْهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ .

৩৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি টিলা দ্বারা শৌচ করতে চায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যক টিলা ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি তাই করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে তা (বেজোড়) করলো না তার কোন দোষ নেই। কেউ খিলাল করলে সে যেন দাঁতের ফাঁক থেকে নির্গত জিনিস বাইরে ফেলে দেয়। যার মুখ থেকে লালা বের হয়, সে যেন তা ফেলে দেয়। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে তা করলো না, তার কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় সে যেন আড়াল করে। এজন্য কিছু না পেলে সে যেন বালু স্তূপ করে তার দ্বারা আড়াল করে। কেননা শয়তান আদম সন্তানের পশ্চাদ্বার নিয়ে খেলা করে। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো, আর যে তা করলো না, তার কোন দোষ নেই।

৩৩৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَمَنْ اِكْتَحَلَ فليوترَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَآ حَرَجَ وَمَنْ لَأَكْ فَلْيَبْتَلِعْ.

৩৩৮। আবদুল মালিক ইবনুস সাক্বাহ (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে : যে ব্যক্তি সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যকবার লাগায়। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে এরূপ করেনি তার কোন দোষ নেই। কারো মুখ থেকে কোন কিছু বের হলে সে যেন তা উদগীরণ করে ফেলে দেয়।

৩৩৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بْنِ مَرَّةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَقَالَ لِي أَنْتِ تِلْكَ الْأَشَاءُ تَيْنِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي النُّخْلَ الصِّغَارَ فَقُلْتُ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَجْتَمِعَا فَاجْتَمِعَا فَاسْتَتَرَبِهَمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ لِيَأْتِيَهُمَا فَقُلْتُ لَهُمَا لِيَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَقُلْتُ لَهُمَا فَرَجَعْتَا

৩৩৯। ইয়ালা ইবনে মুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। তিনি পায়খানা করার ইচ্ছা করলে আমাকে বলেন : এই গাছ দুইটিকে ডেকে আনো। ওয়াকী (র)-এর বর্ণনায় আছে, তা ছিল দু'টি ছোট খেজুর গাছ। তুমি গাছ দু'টিকে বনো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উভয়কে একত্র হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। অতএব গাছ দুইটি একত্র হলে তিনি তাদের দ্বারা আড়াল করলেন এবং তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলেন। অতঃপর তিনি

আমাকে বলেন : তুমি ওদের কাছে গিয়ে বলো, তারা যেন স্বস্থানে ফিরে যায়। অতএব আমি (গাছ দুটির নিকট) গিয়ে তাই বললাম এবং এরা স্বস্থানে ফিরে গেল।

৩৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَرَبَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشٌ نَخْلٌ .

৩৪০। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করার সময় উঁচু টিলা অথবা ঘন খেজুর বিথীর আড়ালে বসতে পছন্দ করতেন।

৩৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ بْنِ خُوَيْلِدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الشَّعْبِ فَبَالَ حَتَّى أَتَى أَوْيَ لَهُ مِنْ فِكِّ وَرَكِيهِ حِينَ بَالَ .

৩৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করতে গিরিপথে চলে যেতেন। তিনি যখন পেশাব করতেন, তখন আমি তাঁর পিছন দিকে আঁড় হয়ে থাকতাম।

অনুচ্ছেদ : ২৪

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَمَاعِ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْحَدِيثِ عِنْدَهُ

একত্রে বসে পায়খানা করাও নিষেধ এবং তখন পরস্পর কথা বলাও নিষেধ।

৩৪২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَبْنَانًا عِكْرِمَةَ بْنُ عَمَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمُتُّ عَلَى ذَلِكَ .

৩৪২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুই ব্যক্তি যেন এমনভাবে পায়খানায় না বসে যে, একে অপরের আভরণীয় অঙ্গ দেখতে পায় এবং এই অবস্থায় পরস্পর বাক্যালাপ না করে। কারণ তাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

৩৪২ (১) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سَلْمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ ثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الصَّوَّابُ .

৩৪২ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া-সাল্ম ইবনে ইবরাহীম-ইকরিমা-ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাসীর-ইয়াদ ইবনে হেলাল (র) সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৪২ (ব) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ .

৩৪২ (খ)। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ-আলী ইবনে আবু বাকর-সুফিয়ান সাওরী-ইকরিমা ইবনে আম্মার-ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাসীর-ইয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ (র) সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ২৫

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ

বন্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ।

৩৪৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ .

৩৪৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ .

৩৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বন্ধ পানিতে পেশাব না করে।

৩৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ ثَنَا
ابْنُ أَبِي قُرُوءَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي
الْمَاءِ النَّافِعِ .

৩৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন পরিষ্কার পানিতে পেশাব না করে।

অনুচ্ছেদ : ২৬

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

পেশাবের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা।

৩৪৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ
وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ
فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْظِرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ
فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ وَنَحَكَ أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا
إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَتَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِبَ فِي قَبْرِهِ .

৩৪৬। আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি ঢাল। তিনি সেটিকে (সামনে) রেখে বসেন এবং সে দিকে ফিরে পেশাব করেন। তাদের কোন এক ব্যক্তি বললো, তাঁকে দেখ! তিনি মহিলাদের মত পেশাব করছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে ফেলেন এবং বলেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়। তোমার কি জানা নেই যে, বনী ইসরাঈলের সেই ব্যক্তির কি দশা হয়েছিল? তাদের শরীরের কোন অংশে পেশাব লাগলে তারা তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতো। সে তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে। ফলে তাকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হয়।

৩৪৬(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى
أَنْبَاءَنَا الْأَعْمَشُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩৪৬(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-উবাইদুল্লাহ ইবনে মুসা-আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ جَدِيدَيْنِ فَقَالَ أَنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانَ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ .

৩৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি নতুন কবর অতিক্রম করাকালে বলেন : তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এদেরকে কোন কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতো না এবং অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াতো।

৩৪৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ .

৩৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেশির ভাগ কবর আযাব পেশাব থেকে অসতর্কতার কারণেই হয়ে থাকে।

৩৪৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنِي بَحْرُ بْنُ مَرَّارٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ أَنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانَ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغَيْبَةِ .

৩৪৯। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবর অতিক্রম করার সময় বলেন : নিশ্চয় এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে কোন কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজনকে পেশাবের (অসতর্কতার) কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং অপরজনকে গীবত করার কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : ২৭

بَابُ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ

পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে।

৩৫০- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيِّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ قَالَا ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ

الْحَارِثِ بْنِ وَعَلَةَ أَبِي سَأْسَانَ الرَّقَاشِيِّ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .

৩৫০। আল-মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি উযু করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি তাঁর উযু সমাপনান্তে বলেন : আমি এজন্য তোমার সালামের উত্তর দেইনি যে, তখন আমি উযুবিহীন ছিলাম।

৩৫০ (ফ) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩৫০(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-আল-আনসারী-সাইদ ইবনে আবু আরুবা (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৫১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوءُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ فَتَيَمَّمُ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি পেশাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলে তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি পেশাব শেষ করে তাঁর দুই হাতের তালু মাটিতে মারেন এবং তায়াম্মুম করেন, অতঃপর তার সালামের উত্তর দেন।

৩৫২- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوءُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنِ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ .

৩৫২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন পেশাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে আমাকে সালাম করবে না। কারণ তুমি তাই করলে আমি তোমার সালামের উত্তর দিতে পারবো না।

৩৫৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ .

৩৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি তখন পেশাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলে তিনি তার সালামের উত্তর দেননি।

অনুচ্ছেদ : ২৮

بَابُ الْأَسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

পানি দিয়ে শৌচ করা।

৩৫৪ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً .

৩৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পানি ব্যবহার না করে পায়খানা থেকে বের হননি।

৩৫৫ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ (رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَتَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ فَمَا طَهَّرْكُمْ قَالُوا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمْوه .

৩৫৫। আবু আইউব আল-আনসারী, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলে (অনুবাদ) : “সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন” (সূরা তওবা : ১০৮), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আনসার

সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন। তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করো? তারা বলেন, আমরা নামাযের জন্য উযু করি, জানাবাতের (শারীরিক অপবিত্রতা দূরীকরণের) জন্য গোসল করি এবং পানি দিয়ে শৌচ করি। তিনি বলেন : এটাই (প্রশংসার) কারণ। অতএব তোমরা এটাকে অপরিহার্যরূপে ধারণ করো।

৩৫৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلْنَا فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطَهُورًا .

৩৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করে তাঁর পশ্চাদ্ধার তিনবার ধৌত করতেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরাও তাই করেছি এবং এটাকে নিরাময় ও পবিত্রতার উপায় হিসাবে পেয়েছি।

৩৫৬(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَابِرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَأَسْطِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ ثَنَا شَرِيكٌ نَحْوَهُ .

৩৫৬(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম ও ইবরাহীম ইবনে সুলাইমান আল-ওয়াসিতী-আবু নুআইম-শারীক (র) থেকে এ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৫৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَتَزَلَّتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ .

৩৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিম্নোক্ত আয়াত কুবাবাসী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) : “সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন” (সূরা তওবা : ১০৮)। রাবী বলেন, তারা পানি দিয়ে শৌচ করতো। তাই তাদের প্রশংসায় এই আয়াত নাযিল হয়।

بَابُ مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الْأَسْتِنْجَاءِ

যে ব্যক্তি শৌচ করার পর মাটিতে হাত ঘষলো ।

৩৫৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ .

৩৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করার পর বদনার পানি দিয়ে শৌচ করতেন, অতঃপর তাঁর হাত মাটিতে ঘষতেন।

৩৫৮ (الف) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَأَسِطِيُّ عَنْ شَرِيكَ نَحْوَهُ

৩৫৮(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-সাইদ ইবনে সুলাইমান আল-ওয়াসিতী-শারীক (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৫৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ ثَنَا إِبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْغِيْضَةَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَاتَاهُ جَرِيرٌ بِأَدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجَى مِنْهَا وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ .

৩৫৯। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝোপের মাঝে প্রবেশ করেন এবং তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করেন। জারীর (রা) তাঁর নিকট এক পাত্র পানি নিয়ে আসেন। তা দিয়ে তিনি শৌচ করেন এবং তাঁর হাত মাটিতে ঘষেন।

بَابُ تَغْطِيَةِ الْأَنَاءِ

পানপাত্র ঢেকে রাখা ।

৩৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُؤْكِيَ أَسْقِيَتَنَا وَنُغَطِّيَ أُنْيَتَنَا .

৩৬০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পানির মশকের মুখ বন্ধ করতে এবং পানপাত্রসমূহ ঢেকে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৬১- حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ثَنَا حَرِيْشُ بْنُ الْخَرِيْتِ اَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ اَنِيبَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُحْمَرَةً اِنَاءً لَطْهُورِهِ وَاِنَاءً لِسِوَاكَهِ وَاِنَاءً لَشِرَابِهِ .

৩৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তিনটি পানির পাত্র মুখ বন্ধ করে রেখে দিতাম : একটি তাঁর উযুর জন্য, একটি তাঁর মিসওয়াকের জন্য এবং একটি তাঁর পান করার জন্য।

৩৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ عَبْدُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ جَمْرَةَ الضَّبْعِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكُلُ طَهُورَهُ اِلَى اَحَدٍ وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ .

৩৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উযুর পানি ও তাঁর দান-খয়রাত করার মাল কারো নিকট গচ্ছিত রাখতেন না এবং সেই মালও সোপর্দ করতেন না, যা তিনি সদাকা করতেন। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানেই তা সংরক্ষণ করতেন।

অনুচ্ছেদ : ৩১

بَابُ غَسْلِ الْاِنَاءِ مِنْ وُئُوعِ الْكَلْبِ

কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র ধোয়া সম্পর্কে।

৩৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ جِبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ اَنْتُمْ تَزْعُمُونَ اَنِّي اَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَكُونَ لَكُمْ الْمَهْنُ وَعَلَى الْاِثْمِ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اِذَا وُغِيَ الْكَلْبُ فِي اِنَاءٍ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

৩৬৩। আবু রাযীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি তার কপালে হাত মেরে বলেছেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা মনে করো যে, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছি, যাতে তোমরা সওয়াবের অধিকারী হও এবং আমি গুনাহর ভাগী হই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে।

৩৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

৩৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত কর।

৩৬৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّقًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَعْقِلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَقْرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ .

৩৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তোমরা তা সাতবার ধৌত করো এবং অষ্টমবারে তা মাটি দিয়ে ঘষো।

৩৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ مَرْيَمَ ثَنَا أَنبَانَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

৩৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে।

অনুচ্ছেদ ৪ ৩২

بَابُ الْوُضُوءِ بِسُورِ الْهَرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

বিড়ালের উচ্চিষ্ট পানি দিয়ে উয়ু করা এবং তা জায়েয।

৩৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ

رَفَاعَةَ عَنْ كِبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَكِدَ أَبِي فَتَادَةَ أَنَّهَا صَبَّتْ لِأَبِي
فَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ فَجَاءَتْ هَرَّةٌ تَشْرَبُ فَاصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ فَجَعَلَتْ أَنْظَرُ إِلَيْهِ
فَقَالَ يَا ابْنَةَ أَخِي أَعْجَبِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجْسٍ هِيَ مِنْ
الطَّوْأَفِينِ أَوْ الطَّوْأَفَاتِ .

৩৬৭। কাবশা বিনতে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবু কাতাদা (রা)-র পুত্রবধু। তিনি আবু কাতাদা (রা)-র উয়ুর পানি ঢেলে দেন। তখন একটি বিড়াল এসে সেই পানি পান করে। আবু কাতাদা (রা) পানির পাত্রটি তার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন এবং আমি তার দিকে তাকাতে লাগলাম। তিনি বলেন, হে ভাতিজী! তুমি কি বিশ্বয় বোধ করছো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বিড়াল অপবিত্র নয়। এটা তো তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী (দা, তি, না)।

৩৬৮- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ تَنَا يَحَىٰ بِنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي
زَائِدَةَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهَرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ .

৩৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে উয়ু করেছি, যা থেকে ইতিপূর্বে বিড়াল পানি পান করেছিল।

৩৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ تَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ
الْحَنْفِيَّ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْهَرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ لَأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ .

৩৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিড়াল নামায নষ্ট করে না। কারণ তা ঘরের জিনিসপত্রের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

بَابُ الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

নারীর উয়ুর উদ্ভূত পানি দিয়ে উয়ু করা জায়েয।

৩৭০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ

النَّبِيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَقَالَ الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ .

৩৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী একটি বড় পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল অথবা উযু করতে আসলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি অপবিত্র ছিলাম (এবং এই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেছি)। তিনি বলেন : পানি অপবিত্র হয় না।

৩৭১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغتسلت من جنابة فتوضأً واغتسلت النبي ﷺ من فضل وضوئها .

৩৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী নাপাকির গোসল করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উযু ও গোসল করেন।

৩৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ .

৩৭২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তার নাপাকির গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা।

৩৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضْءِ الْمَرْأَةِ

৩৭৩। হাকাম ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষকে নারীর উয়ুর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উয়ু করতে নিষেধ করেছেন।^৫

৩৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاجَةَ الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَهَمٌّ .

৩৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষকে নারীর উয়ুর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে এবং নারীকে পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উয়ু-গোসল করতে নিষেধ করেছেন। তবে তারা (স্বামী-স্ত্রী) একত্রে গোসল করতে পারে। ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, প্রথমোক্ত বক্তব্যই সঠিক এবং শেষোক্ত বক্তব্য ধারণামাত্র।

৩৭৪(১) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو عُثْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ نَحْوَهُ .

৩৭৪(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম ও আবু উসমান আল-মুহারিবী-আল মুআল্লা ইবনে আসাদ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৭৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِتَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ .

৩৭৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। তবে তাদের একজন অপরজনের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন না।

৫. ইমাম বুখারী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলে স্বীকার করেননি। এটি সহীহ হাদীস হলে এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে (আবুল হাসান সিন্ধী)।

بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ

স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করা ।

৩৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

৩৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

৩৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

৩৭৭। ইবনে আব্বাস (রা)-র খালা মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

৩৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغْتَسَلَ وَ مَيْمُونَةَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ .

৩৭৮। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মাইমূনা (রা) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেন, যাতে আটার দাগ লেগে ছিল।

৩৭৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

৩৭৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীগণ একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন।

৩৮০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَوَاحِدٍ .

৩৮০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّأَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَوَاحِدٍ

স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানিতে উযু করা।

৩৮১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَوَاحِدٍ .

৩৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারী ও পুরুষেরা একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু করতো।

৩৮২- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَالِمِ أَبِي النُّعْمَانِ وَهُوَ ابْنُ سَرْحٍ عَنْ أُمِّ صَبِيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ رَبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَوَاحِدٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ أُمُّ صَبِيَّةَ هِيَ خَوْلَةُ بِنْتِ قَيْسٍ فَذَكَرْتُ لِأَبِي زُرْعَةَ فَقَالَ صَدَقَ

৩৮২। উম্মু সুব্বা আল-জুহানিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু করার কারণে কখনো কখনো আমার হাতের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের স্পর্শ লাগতো। ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, উম্মু সুব্বা হলেন খাওলা বিনতে কায়েস (রা)। আমি বিষয়টি আবু যুরআ (র)-র নিকট উত্থাপন করলে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (র) সত্য বলেছেন।

৩৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ تَنَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ تَنَا جَبِيْبُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّأَنِ جَمِيعًا
لِلصَّلَاةِ .

৩৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায়ের
জন্য একত্রে উযু করতেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

بَابُ الوُضُوءِ بالنَّبِيْدِ

নাবীয নামক শরবত দিয়ে উযু করা।

৩৮৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِيهِ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ تَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي فَرَازَةَ الْعَبْسِيِّ عَنْ
أَبِي زَيْدٍ مَوْلَىٰ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ عِنْدَكَ طَهُورٌ قَالَ لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ نَبِيْدٍ فِي إِدَاوَةٍ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ
وَمَااءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّأَ . هَذَا حَدِيثٌ وَكَيْعٍ .

৩৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল জিন্ন-এ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সাথে উযুর পানি আছে কি?
তিনি বলেন, না, তবে একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। তিনি বলেন : খেজুরও পবিত্র এবং
পানিও পবিত্র। অতঃপর তিনি উযু করলেন।^৬ এটা ওয়াকী (র)-এর বর্ণিত হাদীস।

৩৮৫- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلَيْدِ الدَّمَشَقِيُّ تَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ
تَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ حُنَيْشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَكَ مَاءٌ قَالَ لَا إِلَّا نَبِيْدًا فِي سَطِيْحَةٍ

৬. নাবীয হলো খেজুরের দ্বারা তৈরী শরবত, যেমন আমাদের দেশে বেলের বা অন্য কোন ফলের
শরবত। যে রাতে বাতনে নাখলা নামক স্থানে জিনেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
সাথে সাক্ষাত করে সেই রাতকে “লাইলাতুল জিন্ন” বলা হয় (অনুবাদক)।

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ صَبُّ عَلَى قَالَ قَصَبَتْ عَلَيْهِ
فَتَوَضَّأَ بِهِ .

৩৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদ (রা)-কে লাইলাতুল জিন্ন-এ বলেন : তোমার সাথে পানি আছে কি? তিনি বলেন, না, তবে একটি পাত্রে নাবীয আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : খেজুরও পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। আমাকে তা ঢেলে দাও। রাবী বলেন, আমি তাঁকে নাবীয ঢেলে দেই এবং তিনি তা দিয়ে উষু করেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

সমুদ্রের পানি দিয়ে উষু করা।

৩৮৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سَلِيمٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ هُوَ أَلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ
الدَّارِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّا نَرَكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنِ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا
أَفْتَوَضَّأْنَا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৩৮৬ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সমুদ্রে যাতায়াত করে থাকি এবং আমাদের সাথে খুব কম পানি থাকে। যদি আমরা তা দিয়ে উষু করি, তাহলে পিপাসার্ত হবো। আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উষু করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।

৩৮৭- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيِّ عَنِ ابْنِ الْفَرَّاسِيِّ قَالَ
كُنْتُ أَصِيدُ وَكَانَتْ لِي قَرِيبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً وَإِنِّي تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৩৮৭। ইবনুল ফিরাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শিকারে যেতাম এবং আমার একটি পানির মশক ছিল, তাতে (পানের) পানি নিতাম এবং সমুদ্রের পানি দ্বারা উয়ু করতাম। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বলেন : তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।

৩৮৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন : তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।

৩৮৮(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আলী ইবনুল হাসান আল-হাসতাজানী-আহমাদ ইবনে হাম্বল-আবুল কাসেম ইবনে আবুয যিনাদ-ইসহাক ইবনে হাযেম-উবাইদুল্লাহ ইবনে মিকসাম-জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ৩৯

بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِ

উয়ু করতে অপরের সাহায্য গ্রহণ এবং তার পানি ঢেলে দেয়া।

৩৮৯ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ تَنَا عَيْسَى بْنُ يُوْنُسَ تَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغْبِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْأَدَاةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجَبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجَبَّةِ فَعَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى خَفِيهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا .

৩৮৯। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন প্রয়োজনে (পায়খানায়) বের হয়ে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমি পানির বদনাসহ তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি তাঁর হস্তদ্বয় ধৌত করলেন, তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তিনি তাঁর বাহুদ্বয় ধৌত করতে চাইলে তাঁর জুব্বার হাতাদ্বয় সংকীর্ণ হওয়াতে তাঁর দুই হাত জুব্বার নিম্নভাগ দিয়ে বের করলেন এবং তা ধুইলেন, অতঃপর তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মাসেহ করলেন, তারপর আমাদের সাথে নামায পড়লেন।

৩৮৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ تَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ تَنَا شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعْوَدٍ قَالَتْ آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِيضَاةٍ فَقَالَ اسْكِبِي فَسَكَبْتُ فَعَسَلُ وَجْهَهُ وَذَرَاعِيهِ وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ مُقَدَّمَةً وَمُؤَخَّرَةً وَعَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

৩৯০। আর-রুবাই বিনতে মুআব্বিয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উয়ুর পানি নিয়ে এলাম। তিনি বলেন : পানি ঢালতে থাকো। আমি পানি ঢাললাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। তিনি পুনরায় পানি নিয়ে তা দিয়ে তাঁর মাথা সম্মুখ ও পেছনভাগসহ মাসেহ করলেন এবং তাঁর উভয় পা প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেন।

৩৯০ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَدَمَ تَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَقْبَةَ حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ الْأَزْدِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضْرِ فِي الْوُضُوءِ .

৩৯১। সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ও বাড়িতে থাকাকালে আমি তাঁর উয়ুর পানি ঢেলে দিয়েছি।

৩৯১ - حَدَّثَنَا كُرْدُوْسُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ تَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحِ تَنَا أَبِي رَوْحِ بْنِ عَنبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ عَنبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أُمِّ عِيَّاشٍ وَكَانَتْ أُمَةً لِرُقَيْبَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أُوضِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ .

৩৯২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা রুকাইয়া (রা)-র দাসী উম্মে আইয়্যাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উষু করাতাম। আমি দাঁড়িয়ে পানি ঢালতাম (এবং তিনি বসে উষু করতেন।

অনুচ্ছেদ : ৪০

بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يُغْسِلَهَا

কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে তার হাত না ধুয়ে তা পানির পাত্রে প্রবেশ করাবে না।

৩৯৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ .

৩৯৩। আবু হুরায়রা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ রাতের ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তার হাত দুই অথবা তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত যেন পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়। কেননা তোমাদের কেউ জানে না যে, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে।

৩৯৪- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا .

৩৯৪। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ তার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তার হাত ধোয়ার পূর্বে যেন পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়।

৩৯৫- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ

مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا يَدْخُلُ يَدُهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي
أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا .

৩৯৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে উয়ু করার ইচ্ছা করলে সে যেন তার হাত ধোয়ার আগে তা তার উয়ুর পানিতে প্রবেশ না করায়। কেননা সে জানে না যে, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে এবং সে তার হাত কিসের উপর রেখেছিল।

۳۹۶- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ
الْحَارِثِ قَالَ دَعَا عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ .

৩৯৬। আল-হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তার দুই হাত পায়ে ঢুকানোর পূর্বেই ধুয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ : ৪১

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ

উয়ু করার সময় বিসমিল্লাহ বলা।

۳۹۷- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ
قَالُوا ثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

৩৯৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি উয়ুর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করেনি তার উয়ু হয়নি।

۳۹۸- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَّاضٍ
ثَنَا أَبُو ثِقَالٍ عَنْ رَبَّاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ بِنْتَ

سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ تَذَكَّرُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

৩৯৮। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার উয়ু হয়নি তার নামায হয়নি এবং যে ব্যক্তি উয়ুর সময় বিসমিল্লাহ বলেনি তার উয়ু হয়নি।

৩৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكٍ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

৩৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার উয়ু হয়নি তার নামায হয়নি এবং যে ব্যক্তি উয়ুর সময় বিসমিল্লাহ বলেনি তার উয়ু হয়নি।

৪০০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ تَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهِمِّنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ .

৪০০। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যার উয়ু হয়নি তার নামায হয়নি এবং যে ব্যক্তি উয়ুর সময় বিসমিল্লাহ বলেনি তার উয়ু হয়নি। যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়েনি তার নামায এবং যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে না তার নামায হয় না।

৪০০(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ تَنَا عَيْسَى (عَبِيْسُ) بْنُ مَرْحُومِ الْعَطَّارِ تَنَا عَبْدُ الْمُهِمِّنِ بْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪০০(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-ঈসা (উবাইস) ইবনে মারহুম আল-আত্তার-আবদুল মুহাইমিন ইবনে আক্বাস (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّيْمَنِ فِي الْوُضُوءِ

ডান থেকে উয়ু আরম্ভ করা ।

১. ৪- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِسِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيْمَنَ فِي الطُّهُورِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرْجُلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ .

৪০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করা কালে ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। একইভাবে তিনি মাথার চুল আঁচড়ানো ও জুতা পরিধানও ডান থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

২. ৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النَّفِيلِيُّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدُؤُوا بِمِيَامِنِكُمْ .

৪০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা উয়ু করার সময় তোমাদের ডান থেকে শুরু করবে।

২. ৪(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ وَأَبْنُ نَفِيلٍ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا ثَنَا زُهَيْرٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪০২(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম ইয়াহুইয়া-ইবনে সালেহ ও ইবনে নুফাইল প্রমুখ-যুহাইর (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ

এক আঁজলা পনি দিয়ে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা ।

৩. ৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ عُرْقَةٍ وَاحِدَةٍ .

৪০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করতেন ও নাক পরিষ্কার করতেন।

৪.৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا مِنْ كَفِّ وَوَاحِدٍ .

৪০৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং এক আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার কুলি করেন ও তিনবার নাক পরিষ্কার করেন।

৪.৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعُكْلِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَنَا وَضُوءًا فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَوَاحِدٍ .

৪০৫। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে উযুর পানি চান। আমি পানি নিয়ে তাঁর নিকট এলাম। তিনি এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করলেন ও নাক পরিষ্কার করলেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

الْمُبَالَغَةُ فِي الْأَسْتِنْشَاقِ وَالْأَسْتِنْشَارِ

নাকের ভিতর পানি পৌঁছানো এবং নাক উত্তমরূপে পরিষ্কার করা।

৪.৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَنْشُرْ وَإِذَا اسْتَجَمَرْتَ فَأَوْتِرْ .

৪০৬। সালামা ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ তুমি যখন উযু করবে তখন নাক ভালোভাবে পরিষ্কার করবে। আর যখন তুমি শৌচ করবে, তখন বেজোড় সংখ্যক টিলা ব্যবহার করবে।

৪.৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمِ الطَّائِفِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَبَالَغْ فِي الْأَسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا .

৪০৭। লাকীত ইবনে সাবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে উয়ু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন : তুমি পরিপূর্ণরূপে উয়ু করো এবং নাকের ভেতর উত্তমরূপে পানি পৌছাও। কিন্তু তুমি রোযাদার হলে এ করবে না।

৪০৮। ৪. ৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي غَطْفَانَ الْمُرِّيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَنْشَرُوا مَرَّتَيْنِ بِالْغَنِينِ أَوْ ثَلَاثًا .

৪০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা দুই বা তিনবার পানি দিয়ে উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করো।

৪. ৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلَيْسَتْ تَنْشُرُ وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ .

৪০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি উয়ু করে, সে যেন উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করে এবং যে ব্যক্তি শৌচ করে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক টিলা ব্যবহার করে।

অনুচ্ছেদ : ৪৪৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

একবার করে উয়ুর অংগসমূহ ধৌত করা।

৪১. ৪১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةِ الثَّمَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ قُلْتُ لَهُ حَدَّثْتَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ .

৪১০। সাবিত ইবনে আবু সাফিয়্যা আস-সুমালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জাফর (র)-কে জিজ্ঞাসা করে বললাম, আমার নিকট জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)

থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার করে উয়ুর অংগ ধৌত করতেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, তিনি কি দুইবার অথবা তিনবার করে উয়ুর অংগ ধৌত করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

৬১১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ غُرْفَةً غُرْفَةً .

৪১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক এক আঁজলা পানি দিয়ে উয়ুর এক একটি অঙ্গ ধৌত করতে দেখেছি।

৬১২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا رِشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ أَنَا الضُّحَّاكُ بْنُ شُرْحَبِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً .

৪১২। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাবুক অভিযানকালে উয়ুর প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধৌত করতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ : ৪৬

بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

উয়ুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা।

৬১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدَّمَشْقِيُّ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَتَوَضَّأَنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَيَقُولَانِ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৪১৩। শাকীক ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে তিনবার করে উয়ুর অঙ্গসমূহ ধৌত করতে দেখেছি এবং তারা দু'জন বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উয়ুর এরূপই ছিল।

৪১৩(১) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنِ سَلْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪১৩(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-আবু নুআইম-আবদুর রহমান ইবনে সাবিত ইবনে সাওবান (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪১৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৪১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তিন বার করে উয়ুর অংগসমূহ ধৌত করেন এবং বলেন যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উয়ু।

৪১৫ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِمِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

৪১৫। আয়েশা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করতেন।

৪১৬ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ قَائِدِ أَبِي الْوَرَقَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৪১৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উয়ুর অঙ্গসমূহ তিন তিনবার করে ধৌত করতে দেখেছি এবং তিনি তাঁর মাথা একবার মাসেহ করেন।

৪১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

৪১৭। আবু মালেক আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ুর অঙ্গগুলো তিন তিনবার করে ধৌত করতেন।

৪১৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعُوذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

৪১৮। রুবাই বিনতে মুআবিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার করে উয়ুর অঙ্গগুলো ধৌত করতেন।

অনুচ্ছেদ ৪৪৭

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا

উয়ুর অঙ্গসমূহ একবার দুইবার বা তিনবার করে ধৌত করা।

৪১৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنِي مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ هَذَا وَضُوءٌ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةَ الْإِبْرَاهِيمِيِّ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ هَذَا وَضُوءٌ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا أَسْبَغَ الْوُضُوءِ وَهُوَ وَضُوءِي وَوَضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فِرَاعِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتُحَ لُهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

৪১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার করে উয়ুর অঙ্গগুলো ধৌত করার পর বলেন : এটা হলো সেই উয়ু, যা ছাড়া আল্লাহ কারো নামায কবুল করেন না। অতঃপর তিনি দুইবার করে উয়ুর অঙ্গগুলো ধৌত করেন এবং বলেন : এই উয়ুই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি তিনবার করে উয়ুর অঙ্গগুলো ধৌত করেন এবং বলেন : এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ উয়ু। এটা আমার উয়ু এবং আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম (আ)-এর উয়ু। যে ব্যক্তি এভাবে উয়ু করলো এবং উয়ুর শেষে বললো : (কলেমা শাহাদাত) “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি

আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (প্রেরিত) বান্দা ও রাসূল,” তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে এবং সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬২- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هَذَا وَظِيْفَةُ الْوُضُوءِ أَوْ قَالَ وَضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ هَذَا وَضُوءِي وَوَضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي .

৪২০। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি নিয়ে ডাকলেন এবং উয়ুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করলেন, অতঃপর বলেন : এটা হচ্ছে উয়ুর আবশ্যকীয় রূপ অথবা তিনি বলেন : এটা হলো সেই ব্যক্তির উয়ু যে উয়ু করেনি এবং যা ব্যতীত আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না। অতঃপর তিনি উয়ুর অঙ্গগুলো দুইবার করে ধৌত করে বলেন : এটা এমন উয়ু, যে ব্যক্তি এভাবে উয়ু করবে, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। অতঃপর তিনি উয়ুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : এটা হলো আমার উয়ু এবং আমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উয়ু।

অনুচ্ছেদ : ৪৮

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّعَدِّيِّ فِيهِ
সঠিকভাবে উয়ু করা এবং তাতে সীমাতিরিক্ত কিছু করা মাকরুহ।

৬২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا حَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَتِيٍّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَلَهَا نَفَاتِقُومًا وَسَوَاسَ الْمَاءِ .

৪২১। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় উয়ুর জন্য ‘ওয়ালাহান’ নামের একটি শয়তান আছে। অতএব তোমরা পানি প্রসূত সন্দেহ থেকে দূরে থাকো।

৪২২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَيَّ هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ .

৪২২। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে উয়ু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে তিনবার করে উয়ুর অঙ্গগুলো ধৌত করে দেখান, তারপর বলেন : এই হলো উয়ু। যে ব্যক্তি এর চাইতে বেশি করলো সে অবশ্যই মন্দ কাজ করলো অথবা সীমা লংঘন করলো অথবা যুলুম করলো।

৪২৩- حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ كُرَيْبًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شِنَّةٍ وَضُوءًا يُقَلِّلُهُ فَقَمْتُ فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ .

৪২৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-র ঘরে রাত কাটলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘুম থেকে উঠে) দাঁড়ান এবং মশক থেকে অল্প অল্প পানি নিয়ে উয়ু করেন। তখন আমিও উঠলাম এবং তিনি যেরূপ করলেন আমিও তদ্রূপ করলাম।

৪২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحَمَصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ لَا تُسْرِفْ لَا تُسْرِفْ .

৪২৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উয়ু করতে দেখে বলেন : অপচয় করো না, অপচয় করো না।

৪২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَاظِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرْفُ فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ .

৪২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ (রা)-কে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি উষু করছিলেন। তিনি বলেন : এই অপচয় কেন? সাদ (রা) বলেন, উযুতেও কি অপচয় আছে? তিনি বলেন : হাঁ, যদিও তুমি প্রবহমান নদীতে থাকো।

অনুচ্ছেদ : ৪৯

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْبَاغِ الْوُضُوءِ

পূর্ণাঙ্গভাবে উষু করা।

৪২৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ تَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ تَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ
تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِاسْبَاغِ الْوُضُوءِ .

৪২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পূর্ণাঙ্গরূপে উষু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ تَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكْفِرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ
فِي الْحَسَنَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ
الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

৪২৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের পথ দেখাবো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দিবেন এবং পুণ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিবেন? তারা বলেন, হাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : কষ্টের সময় পূর্ণাঙ্গভাবে উষু করা, মসজিদের দিকে ঘন ঘন যাতায়াত করা এবং এক ওয়াক্তের নামায আদায়ের পর পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকা।

৪২৮- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ تَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْرَةَ عَنْ كَثِيرٍ
بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَفَّارَاتُ الْخُطَايَا

سَبَّاحُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَأَعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَأَنْتِظَارُ الصَّلَاةِ
بَعْدَ الصَّلَاةِ .

৩২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
কষ্টের সময় পূর্ণাঙ্গভাবে উষু করা, মসজিদে যাতায়াত করা এবং এক ওয়াক্তের নামায
আদায়ের পর পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকা (এই তিনটি কাজ)
গুনাহসূহের কাফফারাস্বরূপ।

অনুচ্ছেদ : ৫০

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللَّحِيَةِ

দাড়ি খিলাল করা।

٤٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمِيَّةَ
عَنْ حَسَّانِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ .

৪২৯। আশ্কার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি।

٤٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْقُرَوَيْنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ
عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ
فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ .

৪৩০। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষু করলেন
এবং তাঁর দাড়ি খিলাল করলেন।

٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ
مَالِكِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو النَّضْرِ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ عَنْ يَزِيدِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ .

৪৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করতেন, তখন তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন এবং তাঁর আঙ্গুলের ফাঁকসমূহও দুইবার খিলাল করতেন।

৪৩২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضِيهِ بَعْضَ الْعَرَكَ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا .

৪৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করতেন, তখন তাঁর কপালের দুই পাশ আস্তে আস্তে মলতেন। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে নীচের দিক থেকে তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন।

৪৩৩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيْعَةَ الْكِلَابِيُّ ثَنَا وَأَصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَّاشِيُّ عَنْ أَبِي سَوْرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ

৪৩৩। আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করার সময় তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ৪ ৫১

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ

মাথা মসেহ করা।

৪৩৪- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِرِضْوَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ

مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

৪৩৪। আমর ইবনে ইয়াহুইয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা)-কে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উষু করতেন তা আপনি আমাকে দেখাতে পারেন কি? আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, হ্যাঁ। তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তিনি তার হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত দুইবার ধৌত করলেন, অতঃপর তিনবার কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, অতঃপর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন, অতঃপর দুই হাত কনুইসহ দুইবার করে ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি উভয় হাত দিয়ে সামনের দিক থেকে পেছনের দিক পর্যন্ত তার মাথা মসেহ করলেন। তিনি তাঁর মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করলেন এবং দুই হাত ঘাড় পর্যন্ত নিলেন, অতঃপর পেছন দিক থেকে দুই হাত যেখান থেকে মসেহ শুরু করেন সেখানে নিয়ে আসেন, অতঃপর তার দুই পা ধৌত করেন।

৪৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৪৩৫। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উষু করতে দেখলাম এবং তিনি তাঁর মাথা একবার মসেহ করেন।

৪৩৬- حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حِيَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৪৩৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা একবার মসেহ করেন।

৪৩৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ زَيْدِ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৪৩৭। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উয়ু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর মাথা একবার মাসেহ করেন।

৪৩৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ .

৪৩৮। আর-রুবাই বিনতে মুআবিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করেন এবং দুইবার মাথা মসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ : ৫২

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ

উভয় কান মসেহ করা।

৪৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ اُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ اِبْهَامَيْهِ اِلَى ظَاهِرِ اُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا .

৪৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় কান মসেহ করেন। তিনি তাঁর তর্জনীদ্বয় তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করান এবং তাঁর বুড়ো আঙ্গুলদ্বয় দুই কানের বাইরের অংশে রাখেন। এভাবে তিনি দুই কানের ভেতরের ও বাইরের অংশ মসেহ করেন।

৪৪০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا شَرِيكَ تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ ظَاهِرِ اُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا .

৪৪০। আর-রুবাই (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করেন এবং তাঁর উভয় কানের ভেতর ও বাইরের অংশ মসেহ করেন।

৪৪১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَدْخَلَ اصْبَعِيهِ فِي جُحْرَى أُذُنِيهِ .

৪৪১। আর-রুবাই বিনতে মুআক্কিয় ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করেন এবং তাঁর দুইটি আঙ্গুল তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করান।

৪৪২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ تَنَا الْوَلِيدُ تَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسِرَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا .

৪৪২। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করেন, তাঁর মাথা মসেহ করেন এবং দুই কান ভেতর ও বাইরের অংশসমেত মসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ : ৫৩

بَابُ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত।

৪৪৩- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ تَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৪৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত।

৪৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ أَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانَ بْنِ رَيْبَعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقِينَ .

৪৪৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর মাথা একবার মসেহ করতেন এবং নাক সংলগ্ন চোখের কোটরদ্বয়ও মসেহ করতেন।

৪৪৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُسَيْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَاءَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৪৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : ৫৪

يَابُ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ

আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।

৪৪৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ عَنْ ابْنِ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعْفَرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخُنْصِرِهِ .

৪৪৬। মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে তাঁর পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করেন।

৪৪৬ (الف) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ ثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى الْحُلَوَانِيُّ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪৪৬(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-খাল্লাদ ইবনে ইয়াহুইয়া আল-হুলওয়ানী কুতাইবা-ইবনে লাহীআ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪৪৭ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ وَاجْعَلِ المَاءَ بَيْنَ
أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ .

৪৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি নামায পড়তে দাঁড়াতে চাইলে পূর্ণরূপে উষু করবে এবং তোমার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহের মাঝখানে পানি পৌছাবে।

৪৪৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلِ
بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقَيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْبِغِ
الْوُضُوءَ وَخَلَّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ .

৪৪৮। আসেম ইবনে লাকীত ইবনে সাবিয়া (সাবরা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা পূর্ণরূপে উষু করো এবং আঙ্গুলসমূহের মধ্যখান খিলাল করো।

৪৪৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي رَافِعٍ ثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ .

৪৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে বর্ণিত তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষু করার সময় তাঁর হাতের আংটি নাড়াচাড়া করতেন।

অনুচ্ছেদ ৪৫৫

بَابُ غَسْلِ الْعَرَاقِيبِ

পায়ের গোড়ালি ধৌত করা।

৪৫০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا يَتَوَضَّؤْنَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ وَبَلِّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
اسْبِغُوا الوُضُوءَ .

৪৫০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে উযু করতে দেখলেন, কিন্তু তাদের পায়ের গোড়ালি (না ভেজায়) চমকাচ্ছিল। তিনি বলেন : পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছে। তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করো।

৪৫১ - قَالَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنِ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِلِئْلِ الْعَقَابِ مِنَ النَّارِ .

৪৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছে।

৪৫২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَتْ عَائِشَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَبِلِئْلِ الْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ .

৪৫২। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আবদুর রহমান (রা)-কে উযু করতে দেখে বলেন, পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করুন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি।

৪৫৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَبِلِئْلِ الْعَقَابِ مِنَ النَّارِ .

৪৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি।

৪৫৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْأَخْوَصُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ .

৪৫৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোষখের শাস্তি।

৪৫৫ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ وَعُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدَّمَشْقِيُّانِ قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا شَيْبَةُ بْنُ الْأَحْنَفِ عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي صَالِحِ الْأَشْعَرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَيزِيدِ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ وَشَرْحِبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمِّمُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

৪৫৫। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান, শুরাহবীল ইবনে হাসানা ও আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তারা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : তোমরা পূর্ণরূপে উযু করো। পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোষখের শাস্তি।

অনুচ্ছেদ : ৫৬

بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْقَدَمَيْنِ

দুই পায়ের পাতা ধৌত করা।

৪৫৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حِيَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُرِيكُمْ طُهُورَ نَبِيِّكُمْ ﷺ

৪৫৬। আবু হাইয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি তার উভয় পায়ের পাতা গোছা পর্যন্ত ধৌত করেন; অতঃপর বলেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু দেখাতে চাই।

৪৫৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسِرَةَ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

৪৫৭। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষু করেন এবং তাঁর পদদ্বয় তিনবার করে ধৌত করেন।

৪৫৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ رُوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْنِي حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّاسَ أَبَوُ الْأِ الْغَسْلَ وَلَا آجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا الْمَسْحَ .

৪৫৮। আর-রুবাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমার নিকট এলেন এবং আমাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ যে হাদীস আমি বর্ণনা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষু করেন এবং তাঁর পদদ্বয় ধৌত করেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোকেরা তো পা ধৌত করা ব্যতীত অন্য কিছু মেনে নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু আমি আল্লাহর কিতাবে মসেহ ব্যতীত কিছুই পাই না।

অনুচ্ছেদ : ৫৭

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى

আল্লাহর নির্দেশিত পছায় উষু করা।

৪৫৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ .

৪৫৯। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশমত পূর্ণরূপে উষু করবে, তার ফরয নামাযসমূহ এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা হবে।

৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

৪৬০। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। তখন তিনি বলেন : আল্লাহর নির্দেশমত পূর্ণাঙ্গরূপে উয়ু না করলে কারো নামায পরিপূর্ণ হবে না। সে তার মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুইসহ ধৌত করবে, তার মাথা মাসেহ করবে এবং পদদ্বয় গোছা পর্যন্ত ধৌত করবে।

অনুচ্ছেদ : ৫৮

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

উয়ু করার পর পানি ছিটানো।

৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ .

৪৬১। আল-হাকাম ইবনে সুফিয়ান আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উয়ু করতে দেখেন। তিনি উয়ু শেষে এক আঁজলা পানি নিয়ে তা তাঁর লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দেন।

৬৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِابِيُّ ثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضِحَ تَحْتَ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ .

৪৬২। য়ায়েদ ইবনে হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জিবরাঈল (আ) আমাকে উয়ু করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তিনি আমাকে আমার কাপড়ের নিচে পানি ছিটানোর নির্দেশ দিয়েছেন, উয়ু করার পর পেশাব বের হওয়ার সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য।

৬৭২(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنَيْسِيُّ ثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪৬২(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম, (পুনরায়) আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আত-তিন্নীসী-ইবনে লাহীআ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬৭৩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَمِيدِيُّ ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِعْ .

৪৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি উষু করার পর (তোমার লজ্জাস্থানে) পানি ছিটিয়ে দিও।

৬৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَضَعَ فَرَجَهُ .

৪৬৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষু করার পর তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেন।

অনুচ্ছেদ : ৫৯

بَابُ الْمُنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ

উষু ও গোসলের পর রুমাল ব্যবহার করা।

৬৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِيَةَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى غَسَلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَتْ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ .

৪৬৬। উষু হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতে দাঁড়ালেন। ফাতিমা (রা) তাকে আড়াল করে রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে তা শরীরে পেচান (গা মোছেন)।

৬৬৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرْحَبِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرَسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْوَرَسِ عَلَى عُنُقِهِ .

৪৬৬। কায়েস ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলে আমরা তাঁর গোসলের পানি রাখলাম এবং তিনি গোসল করেন। অতঃপর আমি তাঁর জন্য একটি রঙ্গীন চাদর নিয়ে এলাম। তিনি তাঁর শরীরে সেটি পেচালেন। আমি যেন তাঁর পেটের উপর ওয়ারস ঘাসের বর্ণের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।

৬৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ ثَنَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِثَوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرُدَّهُ وَجَعَلَ يَنْقُصُ الْمَاءَ .

৪৬৭। মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি কাপড় নিয়ে এলাম, তখন তিনি নাপাকির গোসল করছিলেন। তিনি সেটি ফেরত দেন এবং তাঁর শরীর থেকে পানি ঝাড়তে থাকেন।

৬৬৮- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ السَّمْطِ ثَنَا الْوَضِئِيُّ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جِبَةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ

৪৬৮। সালমান আল-ফারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করেন এবং তাঁর পরিধানের পশমী জুব্বা উল্টিয়ে তা দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ ৪ ৬০

بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

উয়ু করার পর যে দোয়া পড়বে।

৬৬৯- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَزَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالُوا ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ وَأَبُو

سُلَيْمَانَ النَّخَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ الْعَمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتُحِلُّ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَنْ أَيْهَا شَاءَ دَخَلَ .

৪৬৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর তিনবার বলে (কলেমা শাহাদাত) : “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল,” তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে।

৬৭৯(الف) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنِ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ بَنَحْوِهِ .

৪৬৯(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা আল-কাত্তান-ইবরাহীম ইবনে নাসর-আবু নুআইম (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬৭. - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ الْبَجَلِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَتُحِتَّ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

৪৭০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর বলে (কলেমা শাহাদাত) : “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাঁর কোন শরীক নাই, তিনি একক এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল,” তাঁর জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে।

بَابُ الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ

পিতলের পাত্রে উযু করা ।

৪৭১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجَشُونِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرِ فَتَوَضَّأَ بِهِ .

৪৭১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। আমরা একটি পিতলের পাত্রে তাঁর জন্য পানি পেশ করি। তিনি তা দিয়ে উযু করেন।

৪৭২ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهُ كَانَ لَهَا مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرِ قَالَتْ كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ .

৪৭২। যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতলের একটি পাত্র ছিল। তিনি বলেন, আমি তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল আচড়াইতাম।

৪৭৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فِي تَوْرٍ .

৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতলের একটি পাত্রে উযু করেন।

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

ঘুম থেকে উঠে উয়ু করা ।

৪৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ حَتَّى يَنْفَخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ . قَالَ الطَّنَافِيسِيُّ قَالَ وَكِيعٌ تَعْنِي وَهُوَ سَاجِدٌ .

৪৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতো। অতঃপর তিনি ঘুম থেকে উঠে নামায পড়তেন এবং উয়ু করতেন না। আত-তানাফিসী (র) বলেন, ওয়াকী (র) বলেছেন, অর্থাৎ তিনি সিজদারত অবস্থায় (কখনো) ঘুমিয়ে যেতেন।

৪৭৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

৪৭৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতো। অতঃপর তিনি উঠে নামায পড়তেন।

৪৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ أَبِي مَطْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ نَوْمُهُ ذَلِكَ وَهُوَ جَالِسٌ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

৪৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ঘুম ছিল বসা অবস্থায়।

৪৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ الْوَضِيِّ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدِ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ وَكَأَنَّ السَّهَ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ .

৪৭৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : চোখ হলো পশ্চাদ্ধরের বন্ধনস্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমায় সে যেন উয়ু করে (যদি নামায পড়তে চায়)।

৪৭৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَسَاةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَرْثَانُ أَنْ لَا تَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَتَوَلَّ وَتَوَلَّ .

৪৭৮। সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নাপাকির গোসল ব্যতীত তিন দিন পর্যন্ত মোজা না খোলার নির্দেশ দিয়েছেন, পায়খানা, পেশাব হলেও এবং ঘুমালেও।

অনুচ্ছেদ : ৬৩

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكْرِ

লিঙ্গ স্পর্শ করলে উয়ু করতে হবে কিনা।

৪৭৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪৭৯। বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ তার লিঙ্গ স্পর্শ করলে সে যেন উয়ু করে।

৪৮০ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَامِيُّ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ .

৪৮০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ তার লিঙ্গ স্পর্শ করলে সে যেন অবশ্যই উয়ু করে।

৪৮১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ ذَكْوَانَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪৮১। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলো সে যেন উযু করে।

৪৮২- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرُوءَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ عَنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪৮২। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলো সে যেন উযু করে।

অনুচ্ছেদ : ৬৪

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

লিঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করা জরুরী নয়।

৪৮৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ طَلْقٍ الْحَنْفِيَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذِّكْرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ أِنَّمَا هُوَ مِنْكَ .

৪৮৩। কায়েস ইবনে তালক আল-হানাফী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। তিনি বলেন : তাতে উযুর প্রয়োজন নেই। কেননা তা তোমার দেহের একটি অঙ্গ।

৪৮৪- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَصِيِّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الذُّكْرِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَذِيَّةٌ (جُزْءٌ) مِنْكَ .

৪৮৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন : এটা তোমার শরীরের একটি অঙ্গমাত্র।

অনুচ্ছেদ : ৬৫

بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

আগুনের তাপে পরিবর্তিত জিনিস আহ্বারের পর উযু করা।

৪৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَوَضَّأُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اتَّوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ .

৪৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর তোমরা উযু করো। ইবনে আব্বাস (রা) (আবু হুরায়রাকে) বলেন, আমরা কি গরম পানি পানের পরও উযু করবো? তিনি তাকে বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনে তার সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করো না (তি)।

৪৮৬- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

৪৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আগুন যাকে স্পর্শ করেছে তা খাওয়ার পর তোমরা উযু করো।

৪৮৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْرَقِ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَيَقُولُ صُمْتًا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

৪৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার দুই কানে তার দুই হাত রেখে বলতেন, এই কানদ্বয় বধির হয়ে যাক! যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনে থাকি যে, “আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর তোমরা উযু করো”।

অনুচ্ছেদ : ৬৬

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযুর প্রয়োজন নাই।

৪৮৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى .

৪৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর কাঁধের গোশত খাওয়ার পর তাঁর নিচে বিছানো কাপড়ে তাঁর উভয় হাত মোছেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান এবং নামায পড়েন।

৪৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُؤُ خُبْرًا وَلَحْمًا وَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا .

৪৮৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ও উমার (রা) রুটি ও গোশত খেলেন এবং তাঁরা উযু করেননি।

৪৯০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَضَرْتُ عَشَاءَ الْوَلِيدِ أَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَلَمَّا حَضَرَتْ

الصَّلَاةُ قَمْتُ لِاتَوْضَأَ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأَ . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ .

৪৯০। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়ালীদ অথবা আবদুল মালেকের সামনে রাতের খাবার পেশ করলাম। ইত্যবসরে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে আমি উয়ু করতে উঠে দাঁড়লাম। তখন জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়্যা (র) বলেন, আমি আমার পিতার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর নামায পড়েন কিন্তু উয়ু করেননি। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমিও আমার পিতার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিও তাই করেছেন।

٤٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَتِفِ شَاةٍ فَآكَلَ مِنْهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

৪৯১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বকরী রানের গোশত পরিবেশন করা হলো। তিনি তা থেকে খেলেন, অতঃপর নামায পড়লেন, কিন্তু পানি স্পর্শ করেননি।

٤٩٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصُّهْبَاءِ صَلَّى الْعَصْرُ ثُمَّ دَعَا بِأَطْعِمَةٍ فَلَمْ يُوْتِ إِلَّا بِسَوْتٍ فَآكَلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبِ .

৪৯২। সুওয়াইদ ইবনে নোমান আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তারা আস-সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছে আসরের নামায পড়েন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার নিয়ে ডাকলে ছাতু ছাড়া আর কিছুই পরিবেশন করা গেলো না। তাঁরা সকল পানাহার করলেন। অতঃপর তিনি পানি নিয়ে ডাকলেন এবং মুখে পানি নিয়ে কুলি করলেন, তারপর দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়েন।

৪৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الشَّوَّارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ
ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَمَضْمَضَ
وَعَسَلَ يَدَيْهِ وَصَلَّى .

৪৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন, অতঃপর কুলি করেন এবং তাঁর উভয় হাত ধোয়ার পর নামায পড়েন।

অনুচ্ছেদ : ৬৭

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْأَيْلِ

উটের গোশত খাওয়ার পর উযু করা।

৪৯৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِذْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا
ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْأَيْلِ فَقَالَ
تَوَضَّؤُوا مِنْهَا .

৪৯৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উটের গোশত খেয়ে উযু করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন : তোমরা তা খেয়ে উযু করবে।

৪৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا زَائِدَةُ وَأَسْرَائِيلُ
عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْأَيْلِ وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ .

৪৯৫। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উটের গোশত খেয়ে উযু করার এবং ছাগলের গোশত খেয়ে উযু না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ
الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ (وَكَانَ ثِقَةً وَكَانَ

الْحَكَمَ يَأْخُذُ عَنْهُ) ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَوْضُئُوا مِنَ الْبَانَ الْغَنَمِ وَتَوْضُئُوا مِنَ الْبَانَ الْأَيْلِ .

৪৯৬। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা বকরীর দুধ পান করার পর উয়ু করবে না এবং উটের দুধ পান করার পর উয়ু করবে।

৪৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دَثَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَوْضُئُوا مِنْ لُحُومِ الْأَيْلِ وَلَا تَتَوْضُئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَتَوْضُئُوا مِنَ الْبَانَ الْأَيْلِ وَلَا تَوْضُئُوا مِنَ الْبَانَ الْغَنَمِ وَصَلُّوا فِي مَرَاكِحِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاظِنِ الْأَيْلِ .

৪৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা উটের গোশত খেয়ে উয়ু করো, বকরীর গোশত খেয়ে উয়ু করো না; উষ্ট্রীর দুধ পান করে উয়ু করো এবং ছাগলের দুধ পান করে উয়ু করো না। তোমরা বকরীর খোঁয়াড়ে নামাষ পড়তে পারো, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে নামাষ পড়বে না।

অনুব্ধেদ : ৬৮

بَابُ الْمَضْمُضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

দুধপান করার পর কুলি করা।

৪৯৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَضْمُضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا .

৪৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা দুধ পান করে কুলি করবে। কেননা তাতে চর্বি আছে।

৪৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبْنَ فَمَضْمُؤًا فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا .

৪৯৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা দুধ পান করার পর কুলি করবে। কেননা তাতে চর্বি আছে।

৫০০- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الْمُهِيمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَضْمُؤًا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا .

৫০০। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা দুধ পান করার পর কুলি করবে। কারণ তাতে চর্বি আছে।

৫০১- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السُّوَّاقِ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاءً وَشَرِبَ مِنْ لَبْنِهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا .

৫০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী দোহন করে তার দুধ পান করেন, অতঃপর পানি চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে কুলি করেন এবং বলেন : তাতে চর্বি আছে।

অনুচ্ছেদ : ৬৯

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

চুমা দেয়ার পর উষু করা।

৫০২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ .

৫০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীকে চুমা দিলেন, অতঃপর নামায পড়তে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু উযু করেননি। আমি (উরওয়া) বললাম, আপনিই সেই ব্যক্তি। এতে তিনি (আয়েশা) হাসলেন (দা, না)।

৫.৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَقْبَلُ وَيُصَلِّيُ وَلَا يَتَوَضَّأُ وَرَّيْمًا فَعَلَهُ بِي .

৫০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার পর চুমা দিতেন, অতঃপর উযু না করেই নামায পড়তেন। বহুবার তিনি আমার সাথে এরূপ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭০

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

মযী নির্গত হলে উযু করা।

৫.৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ .

৫০৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : তা নির্গত হলে উযু করতে হবে এবং বীর্য নির্গত হলে গোসল করতে হবে।^৭

৫.৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَدْتُو مِنْ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْزِلُ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ يَعْنِي لِيَغْسِلَهُ وَيَتَوَضَّأُ .

৫০৫। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যে তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হয়েছে কিন্তু

৭. মযী হলো বীর্যরস যা বীর্যপাতের পূর্বে নির্গত হয় (অনুবাদক)।

বীর্যপাত হয়নি। তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কারো এরূপ হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং উযু করে।^৮

৫০৬ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْفَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً فَاكْثَرُ مِنْهُ الْاِغْتِسَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوَضُوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمَّا يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضِجُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ .

৫০৬। সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রচুর মযী নির্গত হতো, তাই বহুবার গোসল করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : এতে তোমার জন্য উযুই যথেষ্ট। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা আমার কাপড়ে লেগে গেলে কি করতে হবে? তিনি বলেন : তোমার কাপড়ের যে অংশে তা লাগা দেখবে সেই অংশ এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দ্বারা ধৌত করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট।

৫০৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي حَبِيبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مَيْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَتَى أَبِي بَنَ كَعْبٍ وَمَعَهُ عُمَرُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ ائِنِّي وَجَدْتُ مَذْيًا فَعَسَلْتُ ذَكَرِي وَتَوَضَّأْتُ فَقَالَ عُمَرُ أَوْجَزِي ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

৫০৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার (রা)-কে সাথে করে উবাই ইবনে কাব (রা)-র নিকট এলেন। তিনি তাদের সামনে বেরিয়ে এসে বলেন : আমার মযী নির্গত হয়েছিল, তাই আমার লজ্জাস্থান ধৌত করলাম এবং উযু করলাম। উমার (রা) বললেন, তাই কি যথেষ্ট? তিনি বলেন, হাঁ। উমার (রা) বললেন, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

৮. সঙ্গমে রত না হলে এবং উত্তেজনাবশত মযী নির্গত হলে উযু করাই যথেষ্ট। কিন্তু সঙ্গমে রত হলে বীর্যপাত না হলেও উভয়ের গোসল করা ফরয (অনু.)।

بَابُ وُضُوءِ النَّوْمِ

ঘুমানোর পূর্বে উযু করা ।

৫০৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ لَزَائِدَةَ بِنُ قُدَامَةَ يَا أَبَا الصَّلْتِ هَلْ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئًا فَقَالَ ثَنَا سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَدَخَلَ الْخَلَاءَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ ثُمَّ نَامَ .

৫০৮। সুফিয়ান (র) যানেদা ইবনে কুদামাকে বলেন, হে আবুস সালত! এ বিষয়ে আপনি কি কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, সালামা ইবনে কুহাইল-কুরাইব-ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা উঠে পায়খানায় প্রবেশ করলেন এবং নিজের প্রয়োজন সারলেন, অতঃপর নিজের মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কজি পর্যন্ত ধৌত করলেন, অতঃপর ঘুমালেন।

৫০৮ (১) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا شُعْبَةُ أَنَا سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَنَا بُكَيْرٌ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ فَلَقِيتُ كُرَيْبًا فَحَدَّثَنِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৫০৮(১)। আবু বাক্র ইবনে খাল্লাদ আল-বাহিলী-ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ-শোবা-সালামা ইবনে কুহাইল-বুকাইর-কুরাইব-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য উযু করা এবং একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়া।

৫০৯ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكُنَّا نَحْنُ نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ .

৫০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য উযু করতেন এবং আমরা একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়তাম।

৫১০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ .

৫১০। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ওয়াজের নামাযের জন্য উষু করতেন। তবে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি একই উযুতে কয়েক ওয়াজের নামায পড়েছেন।

৫১১ - حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ تَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ تَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ هَذَا فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৫১১। আল-ফাদল ইবনে মুবাশশির (র) বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে একই উযুতে কয়েক ওয়াজের নামায পড়তে দেখেছি। আমি বললাম, একি ব্যাপার? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ করেছেন, আমিও তদ্রূপ করলাম।

অনুচ্ছেদ : ৭৩

بَابُ الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

উষু থাকা অবস্থায় পুনরায় উষু করা।

৫১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الْمُقْرِيِّ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي غُطَيْفِ الْهُذَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ فِي مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَفْرِئِضَةً أَمْ سُنَّةُ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ أَوْطَنْتَ إِلَيَّ وَإِلَى هَذَا مِنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا لَوْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ بِهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ أُحْدِثْ

وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَيَّ كُلِّ طَهْرٍ فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ
وَإِنَّمَا رَغِبْتُ فِي الْحَسَنَاتِ .

৫১২। আবু শুতাইফ আল-ছ্যালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট মসজিদে তার বৈঠকে শুনেছি : যখন নামাযের সময় উপস্থিত হলো তিনি উঠে গিয়ে উযু করেন এবং নামায পড়েন, অতঃপর তার মজলিসে ফিরে আসেন। অতঃপর আসরের নামাযের সময় হলে তিনি উঠে গিয়ে উযু করেন এবং নামায পড়েন, অতঃপর তার মজলিসে ফিরে আসেন। পুনরায় মাগরিবের নামাযের সময় হলে তিনি উঠে গিয়ে উযু করেন এবং নামায পড়েন, অতঃপর তার মজলিসে ফিরে আসেন। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য (নতুনভাবে) উযু করা ফরয না সুনাত? তিনি বলেন, তুমি কি ধারণা করেছ যে, এটা আমার নিজের থেকে করেছি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, না। যদি আমি ফজরের নামাযের জন্য উযু করতাম, তাহলে অবশ্যই তা দিয়ে সকল ওয়াক্তের নামায পড়তাম, যাবত না আমার উযু ভংগ হয়। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : “যে ব্যক্তি উযু থাকা অবস্থায় প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে, তার জন্য রয়েছে দশটি নেকী”। আমি নেকীর প্রতিই আগ্রহী।

অনুচ্ছেদ : ৭৪

بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

উযু ভংগ হলেই কেবল উযু করা জরুরী।

৫১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَتَبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شَكَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا .

৫১৩। আক্বাদ ইবনে তামীমের চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করা হলো যে, কোন ব্যক্তি তার নামাযের মধ্যে কিছু পাওয়ার (বায়ু নির্গত হওয়ার) আশঙ্কা করছে। তিনি বলেন : না (উযু ভংগ হয় না) যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গত হওয়ার গন্ধ পায় অথবা শব্দ শোনে।^৯

৯. পায়খানার রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হলেই উযু নষ্ট হয়, তাতে গন্ধ থাক বা না থাক অথবা সশব্দে হোক বা না হোক। তবে বায়ু নির্গত হওয়ার সন্দেহের ভিত্তিতে নামায ছেড়ে দিবে না বা উযু করতে হবে না, যাবত না নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বায়ু নির্গত হয়েছে (অনুবাদক)

৫১৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ التَّشْبِيهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

৫১৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে (বায়ু নির্গত হওয়ার) সন্দেহ হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : সে শব্দ না শোনা অথবা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত নামায ছাড়বে না।

৫১৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ .

৫১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ কিংবা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত উযু নষ্ট হয় না বা পুনরায় উযু করতে হয় না।

৫১৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ رَأَيْتُ السَّائِبَ ابْنَ يَزِيدَ يَشُمُّ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ مِمَّ ذَلِكَ قَالَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سِمَاعٍ .

৫১৬। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা)-কে তার কাপড় শুকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এরূপ করছেন কেন? তিনি বলেন, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : বায়ুর দুর্গন্ধ পাওয়া বা আওয়াজ শোনা ব্যতীত (পুনরায়) উযু করতে হবে না।

অনুচ্ছেদ : ৭৫

بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجَسُ

যে পরিমাণ পানি হলে অপবিত্র হয় না।

৫১৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنْتُوهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسَّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ .

৫১৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জঙ্গলের কুয়ার পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, যা থেকে হিংস্র প্রাণী ও গৃহপালিত পশু পানি পান করে এবং তাতে নামে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হলে তাকে কোন কিছুই অপবিত্র করে না।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৫১৭(১)। আমার ইবনে রাফে-আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক-মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫১৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ .

৫১৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পানি দুই বা তিন কুল্লা পরিমাণ হলে, একে কোন কিছু অপবিত্র করে না।

৫১৮(১) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو سَلْمَةَ وَأَبْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৫১৮(১)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-আবুল ওয়ালীদ-আবু সালামা ও ইবনে আয়েশা আল-কুরাশী-হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْحِيَاضِ

কূপ বা জলাশয় ।

৫১৭- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ تَرُدُّهَا السَّبَاعُ وَالْكَلابُ وَالْحُمْرُ وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بَطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طُهُورٌ .

৫১৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত কূপ বা জলাশয়, যা থেকে হিংস্র প্রাণী, কুকুর ও গাধা পানি পান করে এবং তার পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন : সেগুলো যা তাদের পেটে পুরেছে তা সেগুলোর জন্যই এবং তাছাড়া যা আছে তা আমাদের জন্য পবিত্র।

৫২০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا شَرِيكُ عَنْ طَرِيفِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرِ فَاذَا فِيهِ جِيفَةٌ حِمَارٍ قَالَ فَكَفَفْنَا عَنْهُ حَتَّى أَنْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ فَاسْتَقَيْنَا وَأَرَوْنَا وَحَمَلْنَا .

৫২০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি পুকুরের পাড়ে গিয়ে পৌছলাম, যাতে একটি গাধার লাশ পতিত ছিল। তিনি বলেন, আমরা তার পানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকি, যাবত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে পৌছেন। তিনি বললেন : “কোন জিনিস পানিকে অপবিত্র করে না”। আমরা পানি পান করলাম, পরিতৃপ্ত হলাম এবং তা আমাদের সাথে করে নিলাম।

৫২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّانِ قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا رِشْدِينَ أَنْبَانَا مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ .

৫২১। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন জিনিস পানিকে অপবিত্র করে না, যতক্ষণ না তার স্বাণে, স্বাদে ও রং-এ পরিবর্তন আসে।

অনুচ্ছেদ : ৭৭

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

যে শিশু শক্ত খাবার ধরেনি তার পেশাব সম্পর্কে।

৫২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُنْضَخُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى .

৫২২। লুবাবা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-র পুত্র হুসাইন (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে পেশাব করে দিলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পরিধেয় বস্ত্রটি আমাকে দিন এবং এটা ছাড়া অন্য একটি বস্ত্র পরে নিন। তিনি বললেন : দুগ্ধপোষ্য বালকের পেশাবের উপর পানি ছিটালেই চলবে কিন্তু বালিকার পেশাব ধুইতে হবে।

৫২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيِّ قَبَالَ عَلَيْهِ فَاتَّبَعَهُ الْمَاءَ وَكَمْ يَغْسَلُهُ .

৫২৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি (দুগ্ধপোষ্য) শিশু আনা হলো। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দেয়। তিনি তাতে পানি ছিটিয়ে দেন এবং তা ধৌত করেননি।

৫২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بَابِنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ .

৫২৪। মিহসান কন্যা উম্মু কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার (দুগ্ধপোষ্য) শিশু পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। সে তখনও শক্ত খাবার ধরেনি। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দেয়। তিনি পানি নিয়ে ডাকেন এবং তা তাতে ছিটিয়ে দেন।

৫২৫- حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ أَنبَأَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّبْلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الرُّضِيعِ يُنْضَعُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ .

৫২৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবে পানি ছিটালেই চলবে, কিন্তু কন্যা সন্তান হলে তার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে।

৫২৫(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَعْقِلٍ تَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْمِصْرِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ يُرْشُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَالْمَاءُ أَنْ جَمِيعًا وَاحِدًا قَالَ لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالْدَّمِ ثُمَّ قَالَ لِي فَهَيْمَتُ أَوْ قَالَ لَقِنْتُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَا خَلَقَ آدَمَ خُلِقَتْ حَوَاءُ مِنْ ضَلْعِهِ الْقِصْرِ فَصَارَ بَوْلُ الْغُلَامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالْدَّمِ قَالَ وَقَالَ لِي فَهَيْمَتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِي نَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ .

৫২৫(১)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আহমাদ ইবনে মুসা ইবনে মাকিল-আবুল ইয়ামান আল-মিসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফিঈ (র)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস “দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবে পানি ছিটাতে হবে এবং কন্যা সন্তান হলে তার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে” সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এখানে উভয়ের পানি (পেশাব হিসাবে) একই পর্যায়ে। তিনি বলেন, কেননা পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ও মাটি থেকে নির্গত এবং কন্যা সন্তানের পেশাব গোশত ও রক্ত থেকে নির্গত। অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি

হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ অথবা তিনি বলেন, তোমার কি বোধগম্য হয়েছে? আল-মিসরী বলেন, আমি বললাম, না। শাফিঈ (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর পঁাজরের ক্ষুদ্র হাঁড় থেকে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এ হিসাবে পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ও মাটি থেকে তৈরি হয় এবং কন্যা সন্তানের পেশাব গোশত ও রক্ত থেকে নির্গত হয়। আল-মিসরী বলেন, শাফিঈ (র) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এবার তুমি কি বুঝতে পেরেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ এই জ্ঞান দ্বারা তোমাকে উপকৃত করুন।^{১০}

৫২৬- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَحَلُّ بْنُ خَلِيفَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ ﷺ فَجِيءَ بِالْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ فَبَالَ عَلِيٌّ صَدْرَهُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغْسِلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَشُهُ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَرَشٌ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ .

৫২৬। আবুস সাম্‌হ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলাম। তাঁর নিকট হাসান অথবা হুসাইন (রা)-কে নিয়ে আসা হলো। সে তাঁর বুকের উপর পেশাব করে দেয়। উপস্থিত লোকেরা তা ধোয়ার উদ্যোগ নিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তাতে পানি ছিটিয়ে দাও। কেননা শিশু কন্যা সন্তান হলে তার পেশাব ধৌত করতে হয় এবং পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট।

৫২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَعُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ .

১০. শিশুর পেশাব সম্পর্কে এটি ইমাম শাফিঈ (র)-এর নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রসূত ব্যাখ্যামাত্র। অন্যথায় নারী-পুরুষের পেশাবের উৎস একই। হানাফী মাযহাব মতে এখানে পানি ছিটানো অর্থ হাক্কাভাবে ধোয়া। তাই শিশু পুত্র বা কন্যা যাই হোক, দেহ ও পোশাক থেকে তার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে। দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব সম্পর্কেই এই মতভেদ। কিন্তু শিশু শক্ত খাবার ধরলে তার পেশাব ধুয়ে ফেলার ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই, সে ক্ষেত্রে শুধু পানি ছিটালেই দেহ ও পোশাক পবিত্র হবে না (অনুবাদক)।

৫২৭। উম্মু কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (দুগ্ধপোষ্য শিশু) বালকের পেশাবের উপর পানি ছিটাতে হবে এবং বালিকার পেশাব ধুইতে হবে।^{১১}

অনুচ্ছেদ : ৭৮

بَابُ الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كَيْفَ تُغْسَلُ

পেশাবে সিক্ত মাটি কিভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৫২৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ أَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَوُتِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ .

৫২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে (নববীতে) পেশাব করে দিল। কতক লোক তার উপর ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে পেশাব করতে বাঁধা দিও না। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

৫২৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا فَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَقَدْ احْتَضَرْتُ وَأَسِعَا ثُمَّ وَلَّى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَّ يَبُولُ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَعِهَ فَقَامَ إِلَى بَابِي وَأُمِّي فَلَمْ يُؤْتَبْ وَلَمْ يَسْبُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَبَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بَنِي لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَمَرَ بِسَجَلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى بَوْلِهِ .

১১. মূল হাদীসে “নাদাহা” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তার অর্থ “পানি ছিটানো”ও হতে পারে এবং ধোয়াও হতে পারে। ইমাম শাফিঈ (র) প্রমুখ প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম আবু হানীফা (র) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ হাক্কাভাবে ধুয়ে নিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে পেশাব মাত্রই নাপাক, তা যারই হোক (অনু.)।

৫২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। সে বললো, হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সাথে অপর কাউকে ক্ষমা না করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিয়ে বললেন : তুমি একটি প্রশস্ত বিষয়কে সংকীর্ণ করে দিলে। অতঃপর সে ফিরে মোড় ঘুরে মসজিদের এক কোণায় গিয়ে পেশাব করতে লাগলো। বেদুইন তার অশিষ্ট আচরণ উপলব্ধি করে আমার নিকট দাঁড়িয়ে বললো, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। তিনি তাকে ধমকও দেননি এবং গালি-গালাজও করেননি। তিনি শুধু বললেন : এই মসজিদ, এতে পেশাব করা সংগত নয়, বরং তা নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহর ষিকির ও নামাযের জন্য। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনার নির্দেশ দেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দেয়া হয়।

৫৩. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهَدَلِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ أَبِي حَمِيدٍ أَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْهَدَلِيُّ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِكَ إِلَّا بِنَا أَحَدًا فَقَالَ لَقَدْ حَظَرْتَ وَأَسْعَأَ وَيْحَكَ أَوْ وَتِلْكَ قَالَ فَشَجَّ يَبُولٌ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مَهْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ ثُمَّ دَعَا بِسَجَلٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ .

৫৩০। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ! আমার উপর ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং বিশেষ করে আমাদের সাথে আপনার রহমতের মধ্যে অন্য কাউকে যোগ না করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়। তুমি প্রশস্তকে সংকীর্ণ করে ফেলেছ। রাবী বলেন, এরপর সে সরে গিয়ে পেশাব করতে লাগলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বলেন, থামো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তাকে ত্যাগ করো। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

بَابُ الْأَرْضِ يُطَهَّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

মাটির একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করে ।

৫৩১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرٍو
بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أُمِّ وَالدِّ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي أَمْرَأَةٌ أُطِيلُ
ذَيْلِي فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَدِيرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَهَّرُهُ مَا بَعْدَهُ .

৫৩১। ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র)-র উম্মু অলাদ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-কে বললেন, আমার পরিধেয় বস্ত্রের আচল বেশ লম্বা। এ অবস্থায় আমি আবর্জনার স্থান দিয়ে যাতায়াত করি। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তার পরের স্থান একে পবিত্র করে দেয়।

৫৩২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي
حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَتَطَّأَ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَرْضُ يُطَهَّرُ
بَعْضُهَا بَعْضًا .

৫৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা মসজিদে যাতায়াতকালে আবর্জনার স্থানও অতিক্রম করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ভূমির একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করে।

৫৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ
مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ
ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا قَدِرَةً قَالَ فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا
قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ .

৫৩৩। আবদুল আশহাল গোত্রের এক মহিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চেয়ে বললাম, আমার ও মসজিদের মাঝখানে আবর্জনাপূর্ণ কিছু পথ আছে। তিনি বলেন : তার পরবর্তী পথ হয়ত পরিচ্ছন্ন হবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : এই অংশ ঐ অংশের সমান বা পরিপূরক।

অনুচ্ছেদ : ৮০

بَابُ مُصَافِحَةِ الْجُنُبِ

নাপাক ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা।

৫৩৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِّنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَيْتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَعْتَسِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجَسُ .

৫৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার কোন এক পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নাপাক অবস্থায় তার সাক্ষাত হয়। তিনি নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হারিয়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন : হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনি যখন আমাকে দেখেছেন তখন আমি নাপাক ছিলাম। এমতাবস্থায় গোসল না করে আপনার সাথে বসা আমি সংগত মনে করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুমিন ব্যক্তি নাপাক হয় না।

৫৩৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَانَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حَدِيفَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقِينِي وَأَنَا جُنُبٌ فَحَدَّثْتُ عَنْهُ فَاعْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتَ كُنْتُ جُنُبًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ .

৫৩৫। হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করেন। আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। তাই আমি তাঁকে পাশ কাটিয়ে গোসল করতে গেলাম। অতঃপর আমি ফিরে এলে তিনি বলেন :

তোমার কি হলো? আমি বললাম, আমি নাপাক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসলিম ব্যক্তি নাপাক হয় না।

অনুচ্ছেদ : ৮১

بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

পরিধেয় বস্ত্রে বীর্য লাগলে।

৫৩৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ أَنْغْسِلُهُ أَوْ نَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصِيبُ ثَوْبَهُ فَيَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي ثَوْبِهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أَرَى أَثَرَ الْغُسْلِ فِيهِ .

৫৩৬। আমার ইবনে মাইমুন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র)-কে বীর্য লেগে যাওয়া পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমরা কি শুধু বীর্য লেগে যাওয়া অংশ ধৌত করবো, না গোটা কাপড়টিই ধৌত করবো? সুলায়মান (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধেয় বস্ত্রে বীর্য লেগে গেলে তিনি তা পরিধেয় থেকে ধুয়ে ফেলতেন, অতঃপর ঐ কাপড় পরেই নামায পড়তে বেরিয়ে যেতেন এবং আমি তাতে ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম।

অনুচ্ছেদ : ৮২

بَابُ فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলা।

৫৩৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا فَرَكَتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي .

৫৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো কখনো আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলতাম।

৫৩৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءٌ فَاحْتَلَمَ فِيهَا فَاسْتَحَى أَنْ يُرْسَلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الْأَحْتِلَامِ فَعَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَمْ أَفْسِدْ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يُفْرَكَهُ بِاصْبِعِهِ رَبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاصْبِعِي .

৫৩৮। হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর ঘরে একজন মেহমান আসলে তিনি তার জন্য একটি হলুদ বর্ণের তোষক বিছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাতে মেহমানের স্বপ্নদোষ হলো এবং স্বপ্নদোষের চিহ্ন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে তোষকটি ফেরত পাঠাতে লজ্জাবোধ করে। তাই সে তা পানিতে ডুবিয়ে ধৌত করার পর সেটি তাকে ফেরত পাঠায়। তখন আয়েশা (রা) বলেন, সে আমাদের কাপড়টি কেন নষ্ট করলো? তার জন্য তো আঙ্গুল দিয়ে তাঁ খুঁটে ফেলাই যথেষ্ট ছিল। কখনো কখনো আমি আমার আঙ্গুল দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্ষ খুঁটে তুলে ফেলেছি।

৫৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاحْتَهُ عَنْهُ .

৫৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড়ে বীর্ষের চিহ্ন দেখে তা নিজ হাতে খুঁটে তুলে ফেলেছি।

অনুচ্ছেদ : ৮৩

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامَعُ فِيهِ

সহবাসকালের পরিধেয় বস্ত্রে নামায পড়া।

৫৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامَعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَدَى .

৫৪০। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার বোন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাপড় পরে সহবাস করতেন তা পরেই কি তিনি নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, যদি তাতে নাপাকী না লাগতো।^{১২}

৫৪১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُسْنِيُّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ أَصَلِّي فِيهِ وَفِيهِ أَيْ قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ .

৫৪১। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা থেকে পানির ফোটা পতিত হওয়া অবস্থায় আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন। তিনি আমাদের এক কাপড়ে নামায পড়ালেন, যার দুই প্রাণ্ড দুই (কাঁধে) বিপরীত দিকে ছিল। তিনি নামায শেষ করলে পর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে এক কাপড়ে নামায পড়ালেন। তিনি বলেন : হ্যাঁ, তাতেই নামায পড়েছি এবং এই কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমি সহবাস করেছি।

৫৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَوْسُفَ الرِّمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ ابْنِ حَكِيمٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرِّقِيُّ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلُهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَرَى فِيهِ شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ .

৫৪২। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, কোন ব্যক্তি যে কাপড় পরে সহবাস করেছে সে কাপড় পরেই কি সে নামায পড়তে পারে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তবে তাতে নাপাকী দৃষ্টিগোচর হলে তা ধুয়ে নিতে হবে।

১২. সহবাস করাতে শুধু গোসল করা ফরয হয়। যে বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় সহবাস করা হয়, তাতে নাপাক জিনিস লাগলেই কেবল তা নাপাক হয়। নাপাক না লাগলে তা পরিধান করে নামায পড়া জায়েয (অনুবাদক)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ

চামড়ার মোজাধয়ের উপর মাসেহ করা ।

৫৪৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ بِالْ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ .

৫৪৩। হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) পেশাব করার পর উযু করলেন এবং তার চামড়ার মোজাধয়ের উপর মাসেহ করলেন। তাকে বলা হলো, আপনিও কি এরূপ করেন? তিনি বলেন, আমাকে কোন জিনিস তাতে বাধা দিবে? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম (র) বলেন, জারীর (রা)-র হাদীস শুনে লোকেরা বিস্মিত হতো। কারণ তিনি সূরা আল-মাইদা নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

৫৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ بْنِ الْوَلِيدِ ثَنَا أَبِي وَأَبْنُ عُيَيْنَةَ وَأَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حَذِيقَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ .

৫৪৪। ছযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং তার চামড়ার মোজাধয়ের উপর মাসেহ করলেন।

৫৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى فَرَّغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ .

৫৪৫। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতে বের হলেন। মুগীরা (রা) এক পাত্র পানিসহ তাঁর অনুসরণ করেন। শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন সেরে উষু করেন এবং তাঁর চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

৫৪৬ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ ابْنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ نَعَمْ .

৫৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাদ ইবনে মালেক (রা)-কে চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করতে দেখে বলেন, আপনারাও এটা করছেন! এরপর তারা উভয়ে উমার (রা)-এর নিকট একত্র হলেন। সাদ (রা) উমার (রা)-কে বলেন, আমার এই ভাজিজাকে চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ সম্পর্কে ফতওয়া দিন। উমার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকাকালে আমাদের চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করতাম। আমরা একে আপত্তিকর দেখতে পাইনি। ইবনে উমার (রা) বলেন, আর যদি সে পায়খানা সেরে আসে? তিনি বলেন, হ্যাঁ (সে ক্ষেত্রেও)।

৫৪৭ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمُهِمِّنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৫৪৭। আবদুল মুহাইমিন ইবনুল আব্বাস ইবনে সাহল আস-সাইদী (রা) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেছেন এবং আমাদেরকেও মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৫৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِسِيِّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُثَنَّبِيِّ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ هَلْ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ لَحِقَ بِالْجَيْشِ فَأَمَّهُمْ .

৫৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি বলেন, পানি আছে কি? তিনি উষু করেন এবং তাঁর চামড়ার মোজাঘয়ের উপর মাসেহ করেন, অতঃপর সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে তাদের নামাযে ইমামতি করেন।

৫৪৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحِ الْكِنْدِيِّ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ سَوْدَيْنِ سَادَجَيْنِ فَلَبَسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

৫৪৯। আবু বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। (হাবশা-রাজ) নাজাসী (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো রংয়ের একজোড়া চামড়ার মোজা উপহার পাঠান। তিনি তা পরিধান করেন, অতঃপর উষু করেন এবং মোজাঘয়ের উপর মাসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ : ৮৫

بَابُ فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসেহ করা।

৫৫০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ .

৫৫০। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসেহ করেন।

৫৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي مُنْذِرُ بْنُ مَحْمَدٍ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ دَفَعَهُ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْمَسْحِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ وَخَطَطَ بِالْأَصَابِعِ .

৫৫১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন সে উষু করছিল এবং তার চামড়ার

মোজাদ্দয় ধৌত করছিল। তিনি তাকে হাতের ইশারায় নিষেধ করেন এবং বলেন : আমাকে মাসেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে দেখিয়ে বলেন : এভাবে আঙ্গুলের মাথা থেকে নলার মূল পর্যন্ত এবং তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা রেখা টানেন (পায়ের নলা পর্যন্ত)।

অনুচ্ছেদ : ৮৬

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوَقُّفِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

মুকীম ও মোসাফিরের জন্য মাসেহ করার সময়সীমা।^{১৩}

৫৫২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ أَنْتِ عَلِيًّا فَسَلَّهُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي فَاتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

৫৫২। শুরায়হ ইবনে হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে মোজাদ্দয়ের উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি আলীর নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো। কারণ তিনি এ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। অতএব আমি আলী (রা)-এর নিকট পৌঁছে তাকে মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন : মুকীমের জন্য একাধারে এক দিন ও এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য পূর্ণ তিন দিন পর্যন্ত।

৫৫৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا وَكَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسَائِلِهِ لِيَجْعَلَهَا خَمْسًا .

৫৫৩। খুয়াইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন (মাসেহ করার মেয়াদ) নির্ধারণ করেছেন। যদি প্রশ্নকারী আবেদন করতে থাকতো তাহলে তিনি হয়তো পাঁচ দিন নির্ধারণ করতেন।

১৩. নিজ এলাকায় উপস্থিত ব্যক্তিকে 'মুকীম' এবং নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র (তিন দিন পদব্রজে গমনের দূরত্বের সমপরিমাণ দূরবর্তী স্থানে) গেলে তাকে 'মুসাফির' (ভ্রমণকারী) বলা হয় (অনুবাদক)।

৫৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ أَحْسِبُهُ قَالَ وَكَيْالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ .

৫৫৪। খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'তিন দিন' (রাবী বলেন) আমার ধারণামতে তিনি 'তিন রাত'ও বলেছেন, মুসাফিরের জন্য মোজাছয়ের উপর মাসেহ করার মেয়াদ।

৫৫৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمِ الثَّمَالِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَيْنِ قَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ وَكَيْالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَكَيْلَةٌ .

৫৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মোজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ কত? তিনি বলেন : মুসাফিরের জন্য একাধারে তিন দিন ও তিন রাত ও মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত।

৫৫৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَبِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ ثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا تَوَضَّأَ وَكَبَسَ خُفَيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَضُوءًا أَنْ يُمَسَّحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَكَيْالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَكَيْلَةٌ .

৫৫৬। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। উযু করে মোজা পরিধানের পর উযু ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য একাধারে তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

অনির্দিষ্ট কালের জন্য মাসেহ করা ।

৫৫৭ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْمِصْرِيُّانِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَنبَانَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ رَزِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ أَبِي بِنِ عِمَارَةَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْسَحْ عَلَيَّ الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلَاثًا حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ لَهُ وَمَا بَدَأَ لَكَ .

৫৫৭। উবাই ইবনে ইমারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়িতে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমি কি মোজাদ্দের উপর মাসেহ করবো? তিনি বলেন : হাঁ। রাবী বলেন, এক দিন? তিনি বলেন : দুই দিন। রাবী বলেন, তাহলে তিন দিন? এভাবে তিনি সাত (দিন) পর্যন্ত পৌছেন। তিনি তাকে বলেন : যত দিন তোমার ইচ্ছা হয়।^{১৪}

৫৫৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ قَالَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ أَصَبْتَ السَّنَةَ .

৫৫৮। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মিসর থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসেন। উমার (রা) বলেন, কবে থেকে তুমি মোজা খোলনি? তিনি বলেন, এক জুমুআর দিন থেকে পরবর্তী জুমুআর দিন পর্যন্ত। তিনি বলেন, তুমি সুন্নাতকে পেয়ে গেছো।

১৪. মাত্র তিন দিনই মোজার উপর মাসেহ করা যাবে। মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমত অনুযায়ী এটি যঈফ হাদীস (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

সুতি মোজা ও জুতার উপরিভাগ মাসেহ করা ।

৫৫৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ
الْهُذَيْلِ ابْنِ شَرْحِبِيلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى
الْجَوْرَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .

৫৫৯। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
উযু করেন এবং সুতি মোজাঘয় ও জুতা জোড়ার উপর মাসেহ করেন ।^{১৫}

৫৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَيَشْرُ بْنُ أَدَمَ قَالَ ثَنَا
عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَيْسَى بْنِ سِنَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَيْنِ
وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَالنَّعْلَيْنِ

৫৬০। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং সুতি মোজাঘয় ও জুতা জোড়ার উপর মাসেহ করেন । মুআল্লা
(র) তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, আমি অবশ্যি জানি যে, তিনি জুতা জোড়ার কথা বলেছেন ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

পাগড়ির উপর মাসেহ করা ।

৫৬১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

১৫. আরবী ভাষায় চামড়ার মোজাকে বলে 'খুফ্ফ' এবং মোটা কাপড়ের মোজাকে বলে 'জাওরাব' ।
কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করা যাবে কি না এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে (অনু.) ।

৫৬১। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চামড়ার মোজাদ্‌য় ও পাগড়ির উপর মাসেহ করেছেন।

৫৬২- حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ .

৫৬২। জাফর ইবনে আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চামড়ার মোজাদ্‌য় ও পাগড়ির উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

৫৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلًا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَى خُفَيْكَ وَعَلَى خِمَارِكَ وَبِنَاصِيَتِكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

৫৬৩। যায়েদ ইবনে সূহান (রা)-র মুজুদাস আবু মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে উষু করার উদ্দেশে তার চামড়ার মোজাদ্‌য় খুলতে দেখে তাকে বলেন, তুমি তোমার মোজাদ্‌য়ের উপর, তোমার পাগড়ীর উপর ও তোমার মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোজাদ্‌য় ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

৫৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ابْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوْضَأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَادْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدِّمَ رَأْسِهِ وَكَمْ يَنْقُضُ الْعِمَامَةَ .

৫৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিতরী পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় উষু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর পাগড়ীর নিম্নভাগ দিয়ে তাঁর হাত প্রবেশ করিয়ে তাঁর মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করেন এবং পাগড়ী খুলেননি।

অনুচ্ছেদ : ৯০

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيْمِ

তাইয়াম্মুয়ের বিবরণ।

৫৬৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ سَقَطَ عَقْدُ عَائِشَةَ فَتَخَلَّفَتْ لِالْتِمَاسِهِ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرُّخْصَةَ فِي التَّيْمِ قَالَ فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَنَاقِبِ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنْكَ لِمُبَارَكَةٍ .

৫৬৫। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-র গলার হার হারিয়ে গেলে তিনি তার সন্ধানে পেছনে থেকে গেলেন। আবু বাকর (রা) আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে লোকদের অগ্রযাত্রায় বিলম্ব ঘটানোর জন্য তার উপর অসন্তুষ্ট হন। তখন মহামহিম আল্লাহ তাইয়াম্মুয়ের অনুমতি সম্বলিত আয়াত নাখিল করেন। রাবী বলেন, আমরা সেদিন থেকে কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করে আসছি। রাবী বলেন, আবু বাকর (রা) আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি জানতাম না যে, তুমি এত কল্যাণময়ী।

৫৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ تَيَّمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَنَاقِبِ .

৫৬৬। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করেছি।

৫৬৭- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا .

৫৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে।

৫৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا سَأَ فِي طَلِبِهَا فَادْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا اتَوَا النَّبِيُّ ﷺ شَكَرُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيْمِمْ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةٌ .

৫৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আসমা (রা)-র নিকট থেকে একটি হার ধারণেন এবং সেটি হারিয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটির খোঁজে লোক পাঠান। ইত্যবসরে তাদের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তারা বিনা উযুতে নামায পড়েন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। তখন তাইয়াশুমের আয়াত নাযিল হয়। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) আয়েশা (রা)-কে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুন। আল্লাহর শপথ! যখনই আপনার উপর কোন কঠিন বিপদ এসেছে, তখনই আল্লাহ তা থেকে আপনার জন্য নাজাতের পথ বের করে দিয়েছেন এবং তাতে মুসলমানদের জন্য বরকত রেখেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৯১

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيْمِمْ ضَرْبَةً وَأَحَدَةً

তাইয়াশুম করার জন্য মাটিতে একবার হাত মারবে।

৫৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنِ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ أَمَا تَذَكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَا أَنْتَ

فَلَمْ تَصَلْ وَأَمَّا أَنَا فَمَتَمَعْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৫৬৯। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসে বললো, আমি অপবিত্র হয়েছি, কিন্তু পানি পাচ্ছি না (এখন কি করি)? উমার (রা) বলেন, তুমি নামায পড়ো না। আমাদের ইবনে ইস্যাসির (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি স্বরণ আছে, আমি ও আপনি যখন এক যুদ্ধাভিযানে যোগদান করেছিলাম, আমরা অপবিত্র হয়ে পড়লাম, কিন্তু পানি পাইনি? তখন আপনি নামায পড়েননি, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি করি, অতঃপর নামায পড়ি। এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ঐ ঘটনা বর্ণনা করি। তিনি বলেন : এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করার পর তাতে ফুঁ দেন, তারপর দুই হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করেন।

৫৭০- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ وَسَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيْمَمِ فَقَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّارًا أَنْ يُفْعَلَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَيَدَيْهِ وَقَالَ سَلْمَةُ وَمِرْفَقَيْهِ .

৫৭০। আল-হাকাম ও সালামা ইবনে কুহাইল (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-র নিকট তাইয়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (রা)-কে এভাবে তাইয়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর দুই হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন, অতঃপর হস্তদ্বয় ঝেড়ে তার মুখমণ্ডল ও (হাকামের বর্ণনায়) উভয় হাত মাসেহ করেন। সালামা (র) বলেন, তিনি তার দুই হাতের কনুই সমেত মাসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ : ৯২

بَابُ فِي التَّيْمَمِ ضَرْبَتَيْنِ

তাইয়াম্মুমে মাটিতে দুইবার হাত মারা।

৫৭১- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو السَّرْحِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَمَّارِ بْنِ

يَأْسِرُ حِينَ تَيْمَمُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمُ التُّرَابَ
وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا
بِأَكْفِهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ .

৫৭১। আন্নার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। যখন মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে তাইয়াম্মুম করেন, তখন তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দিলে তারা তাদের হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করেন, কিন্তু মাটি থেকে কিছুই নেননি। এরপর তারা তাদের মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করেন। তারা পুনর্বার তাদের হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করেন এবং তাদের হাতসমূহ মাসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ : ৯৩

بَابُ فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ اغْتَسَلَ

আহত ব্যক্তি অপবিত্র হওয়ার পর গোসল করলে তার শারীরিক ক্ষতি হওয়ার
আশঙ্কা করলে।

৫৭২ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ حَبِيبٍ بِنِ أَبِي الْعَشْرِينَ ثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ
جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ فَأَمَرَ بِالْغُتْسَالِ
فَاغْتَسَلَ فَكَرُّهُ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ
شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ قَالَ عَطَاءٌ وَيَلْفَنَّا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ
وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ .

৫৭২। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আক্বাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক ব্যক্তি মাথায় আঘাত পেয়ে আহত হলো, অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হলো। তাকে গোসলের নির্দেশ দেয়া হলে সে গোসল করলো। ফলে সে সর্দিজুরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলো। এই সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন : তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। অজ্ঞতার প্রতিষেধক কি জিজ্ঞাসা নয়? আতা (র) বলেন, আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে যদি তার শরীর ধৌত করতো এবং তার মাথা বাদ দিতো!

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অপবিত্রতার গোসল ।

৫৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكِنَعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ تَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَكَفَّ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَّ وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذَرَعَ عَيْنَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ .

৫৭৩। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোসলের পানি রেখে দিলে তিনি অপবিত্রতার গোসল করেন। তিনি তাঁর বাম হাত দিয়ে পানির পাত্রটি কাত করে তাঁর ডান হাতে পানি ঢালেন এবং দুই হাতের তালু কজ্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর নিজের লজ্জাস্থান ধৌত করেন, অতঃপর হস্তদ্বয় মাটিতে ঘষেন, অতঃপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং দুই হাত তিন বার ধুইলেন, অতঃপর নিজের সমস্ত শরীরে পানি ঢালেন, তারপর একটু সরে গিয়ে তাঁর দুই পা ধৌত করেন।

৫৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ تَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ تَنَا صَدَقَةُ ابْنِ سَعِيدِ الْحَنْفِيِّ تَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُهَا الْإِنَاءَ ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَغْسِلُ رُءُوسَنَا خَمْسَ مَرَّاتٍ مِنْ أَجْلِ الضَّرْفِ .

৫৭৪। জুমাই ইবনে উমাইর আত-তাইমী (র) বলেন, আমি আমার ফুফু ও খালার সাথে আয়েশা (রা)-র নিকট প্রবেশ করলাম। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্রতার গোসলে কি কি করতেন? আয়েশা (রা) বলেন, তিনি প্রথমে তাঁর উভয় হাতে তিনবার পানি ঢালতেন, অতঃপর হাত পানির পাত্রে ঢুকাতেন, অতঃপর তিনবার মাথা ধৌত করতেন, অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়াতেন। আর আমরা আমাদের মাথার চুল ঘন হওয়ায় তা পাঁচবার ধৌত করি।

অনুচ্ছেদ : ৯৫

بَابُ الْوُضُوءِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

গোসলের পর উষু করা।

৫৭৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفٍ .

৫৭৫। জুবাইর ইবনে মুত্ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে বাদানুবাদে লিপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তো হাত ভর্তি করে তিনবার আমার মাথায় পানি ঢেলে থাকি।

৫৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعُ ح وَثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ فَضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ .

৫৭৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে নাপাকির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনবার। লোকটি বললো, আমার মাথার চুল তো বেশ ঘন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল তোমার চুলের চাইতে অধিক ঘন ছিল এবং তিনি (তোমার চাইতে) অধিক পবিত্রতা সচেতন ছিলেন।

৫৭৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ﷺ أَمَا أَنَا فَاحْتُوْ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا .

৫৭৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি শীতপ্রধান অঞ্চলে কিভাবে নাপাকির গোসল করবো?। তিনি বলেন : আমি তো হাতে পানি নিয়ে তিনবার আমার মাথায় ঢেলে থাকি।

৫৭৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَهُ رَجُلٌ كَمْ أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا جُنْبٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ قَالَ الرَّجُلُ إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ .

৫৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, অপবিত্রতার গোসলে আমি আমার মাথায় কতবার পানি ঢালবো? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ভর্তি করে তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। লোকটি বললো, আমার চুল তো খুব লম্বা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল ছিল তোমার চুলের চাইতে অধিক (লম্বা) এবং (তিনি ছিলেন) অধিক পবিত্রতা সচেতন।

অনুচ্ছেদ : ৯৬

بَابُ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

গোসলের পর উষুর প্রয়োজন নাই।

৫৭৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّازَةَ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৫৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসলের পর উষু করতেন না।

অনুচ্ছেদ : ৯৭

بَابُ فِي الْجُنْبِ يَسْتَدْفِي بِأَمْرَاتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

নাপাকির গোসল সেরে স্ত্রীর গোসলের পূর্বে তাকে জড়িয়ে ধরে উষুতা লাভ করা।

৫৮০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِي بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ .

৫৮০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসল করার পর এবং আমার গোসলের পূর্বে আমাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণতা লাভ করতেন।

অনুচ্ছেদ : ৯৮

بَابُ فِي الْجُنْبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً

নাপাকির গোসল না সেরে ঘুমানো।

৫৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلُ .

৫৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র হতেন, তারপর গোসল না করেই ঘুমিয়ে যেতেন, অতঃপর উঠে গোসল করতেন।

৫৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً .

৫৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন মনে করলে তা পূর্ণ করতেন, অতঃপর সেই অবস্থায় গোসল না করে ঘুমিয়ে যেতেন।

৫৮৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرْتُ الْحَدِيثَ يَوْمًا فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ يَا فَتَى يُشَدُّ هَذَا الْحَدِيثُ بِشَيْءٍ .

৫৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র হতেন, অতঃপর গোসল না করে সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে যেতেন। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি একদিন এই হাদীস বর্ণনা করলে ইসমাঈল (র) আমাকে বলেন, হে যুবক! হাদীসটি কোন কিছুর সাথে মজবুত করে বেঁধে রাখা হোক।

بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

যে ব্যক্তি বলে, নাপাক ব্যক্তি নামাযের উয়ুর ন্যায় উয়ু করা ব্যতীত ঘুমাবে না।

৫৮৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .

৫৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র হওয়ার পর ঘুমানোর ইচ্ছা করলে তার পূর্বে নামাযের উয়ুর ন্যায় উয়ু করে নিতেন।

৫৮৫ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْرَقْدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ .

৫৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাতাব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে? তিনি বলেন : হাঁ, সে উয়ু করে নিলে পারবে।

৫৮৬ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ .

৫৮৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাতের বেলা অপবিত্র হতেন, অতঃপর ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উয়ু করে ঘুমানোর নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ : ১০০

بَابُ فِي الْحُنْبِ إِذَا أَرَادَ الْعُودَ تَوْضًا

নাপাক ব্যক্তি পুনরায় সহবাস করতে চাইলে আগে উষু করে নিবে।

৫৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ
ثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّ .

৫৮৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ স্ত্রীসহবাসের পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন উষু করে নেয়।

অনুচ্ছেদ : ১০১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا

যে ব্যক্তি সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর একবার গোসল করে।

৫৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو أَحْمَدَ
عَنْ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ
فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ .

৫৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সহবাসশেষে একবার গোসল করতেন।

৫৮৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ

৫৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসলের পানি প্রস্তুত করে রাখলাম। তিনি একই রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর একবার গোসল করেন।

অনুচ্ছেদ : ১০২

بَابُ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا

যে ব্যক্তি প্রতিবার সহবাসের পর গোসল করে ।

৫৯০ - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ اَنْبَانًا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا حَمَادُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى عَنْ أَبِي رَافِعٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ عَلٰى نِسَائِهِ فِى لَيْلَةٍ وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَّاحِدًا فَقَالَ هُوَ اَزْكٰى وَّاطْيَبُ وَّاطْهَرُ

৫৯০। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে তাঁর স্ত্রীগণের সাথে সহবাস করলেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে সহবাসের পর পর গোসল করেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেন একবার গোসল করলেন না? তিনি বলেন : সেটি অধিকতর বিশুদ্ধ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন।

অনুচ্ছেদ : ১০৩

بَابُ فِى الْجُنْبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় পানাহার করে ।

৫৯১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٌ وَوَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنْبٌ تَوَضَّأَ .

৫৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করলে উযু করে নিতেন।

৫৯২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ صَبِيْحٍ ثَنَا أَبُو اُوَيْسٍ عَنْ شُرْحَبِيْلَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجُنْبِ هَلْ يَنَامُ اَوْ يَأْكُلُ اَوْ يَشْرَبُ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ وَضَوْءَهُ لِلصَّلَاةِ .

৫৯২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপবিত্র ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে কি ঘুমাতে বা পানাহার করতে পারে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, যদি সে তার নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে নেয়।

بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

যে ব্যক্তি বলে, তার দুই হাত ধোয়াই যথেষ্ট।

৫৯৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ .

৫৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা করলে তাঁর দুই হাত ধুয়ে নিতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

বিনা উযুতে কুরআন তিলাওয়াত করা।

৫৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ وَلَا يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ .

৫৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে বের হয়ে এসে আমাদের সাথে রুটি ও গোশত খেতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁকে কোন জিনিস এ থেকে বিরত রাখতো না। রাবী কখনো কখনো বলতেন, গোসলের প্রয়োজন হয় এরূপ নাপাক অবস্থা ব্যতীত কোন জিনিস তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতো না।

৫৯৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ .

৫৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী স্ত্রীলোক কুরআন তিলাওয়াত করবে না।

৫৯৬- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يقرأُ الجنبُ وَلَا الحائضُ شيئًا من القرآن .

৫৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী স্ত্রীলোক কুরআনের কিছুই তিলাওয়াত করবে না।

অনুচ্ছেদ : ১০৬

بَابُ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ

প্রতিটি লোমকূপে নাপাক আছে।

৫৯৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ ثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشْرَةَ .

৫৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় প্রতিটি লোমকূপে নাপাকী আছে। অতএব তোমরা লোমকূপ উত্তমরূপে ধৌত করো এবং দেহের চামড়া পরিষ্কার করো।

৫৯৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا فُلْتُ وَمَا آدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ .

৫৯৮। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ এবং আমানত ফেরত দেয়া এদের মধ্যবর্তী সময়ের শুনাহের কাফফারারূপ। আমি বললাম, আমানত ফেরত দেয়ার অর্থ কি? তিনি বলেন : নাপাকির গোসল করা। কেননা প্রতিটি লোমকূপে নাপাকী আছে।

৫৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَادَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فَعَلِ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيُّ فَمَنْ تَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي وَكَانَ يَجُزُّهُ .

৫৯৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি নাপাকির গোসলে তার দেহের একটি পশমও (না ধুয়ে) ছেড়ে দেয়, সে গোসলই করেনি। তাকে দোযখের এই এই শাস্তি দেয়া হবে। আলী (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি আমার চুলের সাথে শক্রতা করে আসছি। তিনি তার মাথা মুগুন করতেন।

অনুচ্ছেদ : ১০৭

بَابُ فِي الْمَرَأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও স্বপ্নদোষ হয়।

৬০০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمَّهُ سَلِيمٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرَأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ فَقُلْتُ فَضَحَّتِ النِّسَاءُ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرَأَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ فَبِمَ يُشَبِّهُهَا وَكَدُّهَا إِذَا .

৬০০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলাইম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করেন যে, স্ত্রীলোকের যদি পুরুষ লোকের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয় তবে কি করবে? তিনি বলেন : হাঁ, সে পানি (বীর্য) দেখতে পেলে যেন গোসল করে। আমি বললাম, তুমি তো নারীদের অবমাননা করলে। মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার হাত ধুলিমলিন হোক, তা না হলে সন্তান মাতৃসদৃশ হয় কেন?

৬০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ سَأَلَتْ وَسْوَلاً لِلَّهِ ﷻ عَنِ الْمَرَأَةِ تَرَى

فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَانزَلَتْ فَعَلَيْهَا
الْغُسْلُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْكُونُ هَذَا قَالَ نَعَمْ مَا يَرَى الرَّجُلُ غَلِيظٌ
أَبْيَضٌ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهُهُ الْوَلَدُ .

৬০১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু সুলাইম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেন, পুরুষের ন্যায় কোন নারীর স্বপ্নদোষ হলে সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তার স্বপ্নদোষ হয় এবং তার বীর্যপাত হয়, তবে তাকে গোসল করতে হবে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাই কি হয়? তিনি বলেন : হাঁ। পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা হলদে রংবিশিষ্ট। সুতরাং এদের মধ্যে যার বীর্য আগে স্থলিত হয়, সন্তান তার সদৃশ হয়।

٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ
حَتَّى تُنْزَلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزَلَ .

৬০২। খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, পুরুষের ন্যায় নারীর স্বপ্নদোষ হলে? তিনি বলেন : বীর্যপাত না হওয়া পর্যন্ত গোসল করা তার কর্তব্য নয়, যেমন পুরুষের বীর্যপাত না হলে গোসল করতে হয় না।

অনুচ্ছেদ : ১০৮

بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

মহিলাদের নাপাকির গোসল।

٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقِضُهُ لَغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِنَّمَا
يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتَمِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَشِيَّاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ
فَتَطْهَرِينَ أَوْ قَالَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهَّرْتِ .

৬০৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি আমার চুলের খোপা খুব শক্ত করে বেঁধে থাকি। আমি নাপাকির গোসল করতে কি তা খুলে নিব? তিনি বলেন : তোমার হাতে করে তিনবার মাথায় পানি ঢাললেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। অতঃপর তুমি তোমার সমস্ত দেহে পানি ঢেলে দিবে এবং তাতেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে অথবা তিনি বলেছেন : এরূপ করলেই তুমি পবিত্র হয়ে গেলে।

৬. ৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ إِتَاءٍ وَوَاحِدٍ فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَفْرَاقَاتٍ .

৬০৪। উবাইদ ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) জানতে পারলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) তার স্ত্রীদের (নাপাকির) গোসলের সময় তাদের মাথার চুলের খোপা খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আমার পুত্রের এ কাজে আশ্চর্য বোধ করছি। সে তার স্ত্রীগণকে তাদের মাথা কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয় না কেন? অবশ্যই আমি ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে গোসল করেছি। আমি আমার হাতে তিনবার পানি নিয়ে আমার মাথায় ঢেলেছি, এর বেশি নয়।

অনুচ্ছেদ : ১০৯

بَابُ الْجُنْبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزئُهُ

নাপাক ব্যক্তি পানিতে ঝাপিয়ে পড়লে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে কি?

৬. ৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا .

৬০৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন বন্ধ পানিতে নাপাকির গোসল না করে। তিনি বলেন, তাহলে সে কিভাবে গোসল করবে, হে আবু হুরায়রা! তিনি বলেন, কোন পাত্রে পানি তুলে নিয়ে গোসল করবে।

অনুচ্ছেদ : ১১০

بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

বীর্ষপাতে গোসল অপরিহার্য হয়।

৬০৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا غُنْدَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْفَرُ فَقَالَ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَفْحِطْتَ فَلَا تُغْسَلْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ .

৬০৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর নিকট দিয়ে গেলেন এবং তাকে ডেকে পাঠালেন। সে বেরিয়ে এলো এবং তখন তার মাথা থেকে পানি ঝরছিল। তিনি বলেন : সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলেছি? সে বললো, হাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বলেন : যখন তোমার তাড়াহুড়া করতে হয় এবং তোমার বীর্ষপাত না হয়, তখন তোমার জন্য গোসল অপরিহার্য নয়, তুমি উয়ু করে নিবে।

৬০৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ .

৬০৭। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বীর্ষপাত হলে গোসল ওয়াজিব হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانَ

পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থান একত্র হলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

৬০৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَغْتَسَلْنَا .

৬০৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়। আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছি এবং আমরা গোসল করেছি।

৬০৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ثَنَا أَبُو بَنِي كَعْبٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ رُحْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ .

৬০৯। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বীর্যপাতের ফলে গোসল ওয়াজিব ছিল না। অতঃপর আমাদেরকে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়।

৬১০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَكَيْنٍ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّدهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ .

৬১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন কোন ব্যক্তি তার (স্ত্রীর) চার অঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে উপবিষ্ট হয় এবং তার সাথে সংগম করে, তখন গোসল ওয়াজিব হয়।

৬১১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانَ وَتَوَارَتِ الْحَشْفَةُ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ .

৬১১। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হলে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ অদৃশ্য হয়ে গেলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

অনুচ্ছেদ : ১১২

بَابُ مَنْ اِحْتَلَمَ وَكَمْ يَرِ بِلَلًا

যার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কিন্তু সে ভিজা দেখতে পায় না।

৬১২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بِلَلًا وَكَمْ يَرِ أَنَّهُ اِحْتَلَمَ اغْتَسَلَ وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ اِحْتَلَمَ وَكَمْ يَرِ بِلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ

৬১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠে ভিজা দেখতে পায় কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা তার মনে না পড়ে তাহলে সে গোসল করবে। অপরদিকে তার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হলে, কিন্তু ভিজা দেখতে না পেলে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়।

অনুচ্ছেদ : ১১৩

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأِسْتِثَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

গোসলের সময় আড়ালের ব্যবস্থা করা।

৬১৩- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْقَلَّاسُ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْعِ قَالَ كُنْتُ أُحْدِمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُغْتَسَلَ قَالَ وَلَيْتَ فَأُولَئِكَ قَفَايَ وَأَنْشُرُ الثُّوبَ فَاسْتَرَهُ بِهِ .

৬১৩। আবুস সাম্হ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতাম। তিনি গোসলের ইচ্ছা করলে বলতেন : আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াও। আমি তাঁর দিকে আমার পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াইতাম এবং কাপড় লম্বা করে তা দিয়ে তাকে আড়াল করতাম।

৬১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي حَتَّى أَخْبَرْتَنِي أُمُّ هَانِيءُ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسَتَرَ عَلَيْهِ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ .

৬১৪। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সফররত অবস্থায় চাশতের নামায পড়তেন? আমাকে অবহিত করার মত কাউকে আমি পেলাম না। অবশেষে উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর সেখানে আসেন। তিনি আড়াল করার জন্য নির্দেশ দেন। সেমতে তাঁর জন্য আড়ালের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি গোসল করেন, অতঃপর আট রাকআত (চাশতের) নামায পড়েন।

৬১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الْحِمَانِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عِمَارَةَ عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فُلَاةٍ وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يَرَى .

৬১৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন আড়ালের ব্যবস্থা না করে উন্মুক্ত ময়দানে কিংবা ছাদের উপরে গোসল না করে। কারণ সে তাঁকে না দেখলেও তিনি (আল্লাহ) তাকে দেখেন।

অনুচ্ছেদ : ১১৪

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ

পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়ানিষেধ।

৬১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَاءَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ وَأَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِهِ .

৬১৬। আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ পায়খানায় যাওয়ার মনস্থ করলে এবং নামাযের ইকামতও হতে থাকলে সে যেন প্রথমে পায়খানা সেরে নেয়।

৬১৭- حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ أَدَمَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِيَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ .

৬১৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

৬১৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ اِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَدَى .

৬১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নামাযে না দাঁড়ায়।

৬১৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ .

৬১৯। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন মুসলমানের পেশাব-পায়খানার বেগ হলে সে যেন তা থেকে হালকা না হয়ে নামাযে না দাঁড়ায়।

অনুচ্ছেদ : ১১৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عُدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُّ

ঋতুবর্তী নারীর হায়েযের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত নির্গত হলে।

৬২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ

أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتَ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاظْطَرِي إِذَا أَتَى قَرْوُكَ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ الْقَرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ .

৬২০। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) তাকে বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তার কাছে ঋতুস্রাব সম্পর্কে অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তা এক প্রকার শিরাজনিত রোগ। সুতরাং তুমি লক্ষ্য রাখবে যে, তোমার হায়েয শুরু হলে নামায পড়বে না। হায়েযকাল উত্তীর্ণ হলে পর তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে, অতঃপর দুই হায়েযের মধ্যবর্তী কালে নামায পড়বে।

٦٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْسَلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي هَذَا حَدِيثٌ وَكَيْعٍ .

৬২১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার অনবরত রক্তস্রাব হতেই থাকে এবং আমি পবিত্র হতে পারি না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন : না, বরং এটি হচ্ছে একটি শিরাজনিত রোগ এবং এটা হায়েযের রক্ত নয়। অতএব তোমার ঋতুস্রাব দেখা দিলে তুমি নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তুমি রক্ত ধুয়ে ফেলে নামায পড়বে।

٦٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اِمْلَاءٌ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ وَكَانَ السَّائِلُ غَيْرِي أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً قَالَتْ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ اسْتَفْتِيهِ وَأَخْبِرُهُ

قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَبَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَتْ
وَمَا هِيَ أَيُّ هُنْتَاهُ قُلْتُ إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً وَقَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ
وَالصَّوْمَ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَالَ أَنْعَتْ لِكَ الْكُرْسُفِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ الدَّمُ قُلْتُ هُوَ أَكْثَرُ
فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكَ .

৬২২। উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ইস্তিহাযার রক্ত খুব বেশি দিন ধরে নিগত হতো। আমি এ ব্যাপারে সমাধান জানতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। রাবী বলেন, আমি তাঁকে আমার বোন যয়নবের নিকট পেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনার সাথে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন : তা কি, হে আমার প্রিয় শ্যালিকা? আমি বললাম, আমার খুব বেশি পরিমাণে দীর্ঘ সময় ধরে ইস্তিহাযার রক্ত আসে, যা আমাকে নামায-রোযা থেকে বিরত রাখে। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? তিনি বলেন, আমি তোমাকে তুলার পট্টি ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা তা রক্ত প্রতিরোধক। আমি বললাম, তা পরিমাণে আরও বেশি।... পরবর্তী বর্ণনা শারীকের হাদীসের অনুরূপ।

٦٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أُسَامَةُ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ أَمْرَأَةَ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا وَلَكِنْ دَعِيَ
قَدَرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَدَرَهُنَّ مِنَ
الشَّهْرِ ثُمَّ اغْتَسَلِي وَاسْتَدْفِرِي (وَاسْتَدْفِرِي) بِثَوْبٍ وَصَلِي .

৬২৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমাধান জানতে চেয়ে বলেন, আমার অনবরত রক্তস্রাব হয়, আমি কখনো পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন : না, বরং তুমি তোমার হায়েযের মেয়াদে নামায ত্যাগ করো। আবু বাক্‌র (র)-এর রিওয়াযাতে আছে : প্রতি মাসে হায়েযের সমপরিমাণ মেয়াদ নির্ধারণ করো, অতঃপর গোসল করে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নামায পড়ো।

٦٢٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاءَتْ

فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُّ عَلَى الْحَصِيرِ .

৬২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবািশ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমার রক্তস্রাব হতেই থাকে এবং আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন : না, এটা এক প্রকার শিরাজনিত রোগ, এটা হায়েযের রক্ত নয়। তুমি তোমার হায়েযের মেয়াদকাল নামায থেকে বিরত থাকো, অতঃপর গোসল করো এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করে নামায পড়ো, যদিও নামাযের পাটিতে রক্ত পড়ে।

٦٢٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ لَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي

৬২৫। আদী ইবনে সাবিত (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইস্তিহাযায় (রক্তপ্রদরে) আক্রান্ত নারী তার হায়েযের মেয়াদকাল নামায ত্যাগ করবে। এরপর সে গোসল করবে এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে এবং নামায-রোযা করবে।

অনুবাদ : ১১৬

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُّ فَلَمْ تَقِفْ
عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

কোন নারীর ইস্তিহাযা ও হায়েযের রক্ত গোলমাল হয়ে গেলে হায়েযের মেয়াদের উপর নির্ভর করা যাবে না।

٦٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اسْتَحْيِضْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ

فَشَكَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَأِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ
بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّىٰ أَنْ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُوا الْمَاءَ .

৬২৬। উরওয়া ইবনুয যুবাইর ও আমরা বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্শ (রা)-র ইস্তিহাযা (রক্তপ্রদর) হলো। তিনি সাত বছর তার স্ত্রীতে ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে অভিযোগ করলে তিনি বলেন : এটা হায়েযের রক্ত নয়, বরং তা একটি শিরাজনিত রোগ। তোমার হায়েয শুরু হলে তুমি নামায ছেড়ে দিবে এবং হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে তুমি গোসল করে নামায পড়বে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করে নামায পড়তেন। তিনি তার বোন যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা)-এর পানির পাত্রে বসতেন, এমনকি রক্তের লাল রংয়ে পানি রঞ্জিত হয়ে যেত।

অনুচ্ছেদ : ১১৭

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتَدَّتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ
حَيْضٍ فَانْسَيْتَهَا

যে কুমারী মেয়ের প্রথমেই ইস্তিহাযা এসেছে অথবা সে তার হায়েযের মেয়াদ ভুলে গেছে।

٦٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَانَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ
طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتَحِضَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي اسْتَحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً قَالَ لَهَا
اِحْتَشِي بِكُرْسُفًا قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ أَشَدُّ مِن ذَلِكَ إِنِّي أَتُجُّ ثَجًّا قَالَ تَلْجُمِي وَتَحِيضِي
فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا فَصَلِّي

وَصَوْمِي ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَأَخْرِي الظُّهْرَ وَقَدَمِي الْعَصْرَ
وَأَغْتَسِلِي لهُمَا غُسْلًا وَأَخْرِي الْمَغْرِبَ وَعَجَلِي الْعِشَاءَ وَأَغْتَسِلِي لهُمَا غُسْلًا
وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ .

৬২৭। হামনা বিনতে জাহশ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তার ইস্তিহাযা শুরু হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আমার প্রচুর পরিমাণে হায়েযের রক্ত আসে। তিনি তাকে বলেন : তুমি তুলার পট্টি ব্যবহার করো। হামনা (রা) তাকে বলেন, তা অত্যধিক। আমার সারাশ্বক্ণই শ্রাব হতে থাকে। তিনি বলেন : তাহলে শ্রাব নির্গত স্থানে কাপড়ের পট্টি বাঁধো এবং প্রতি মাসের ছয় বা সাত দিন হায়েযের মেয়াদ গণ্য করো, যোহরের নামায বিলম্বে (ওয়াক্তের শেষ দিকে) ও আসরের নামায জলদি (ওয়াক্তের প্রথমভাগে) পড়ো এবং এই নামাযদ্বয়ের জন্য একবার গোসল করো। অনুরূপভাবে মাগরিবের নামায বিলম্বে ও এশার নামায জলদি পড়ো এবং এই দুই নামাযের জন্য একবার গোসল করো। এই পন্থা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

অনুচ্ছেদ : ১১৮

بَابُ فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

পরিধেয় বস্ত্রে হায়েযের রক্ত লাগলে।

৬২৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ تَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا
تَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزٍ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ
مِخْصَنٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِيهِ
بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحَكِيهِ وَكُوْ بِضَلْعٍ .

৬২৮। উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিধানের কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তুমি তা পানি ও বরই পাতা দিয়ে ধৌত করো এবং কাঠি দিয়ে হলেও তা খুঁচিয়ে পরিষ্কার করো।

৬২৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ أَفْرُصِيهِ وَأَغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ .

৬২৯। আসমা বিনতে আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পরিধানের কাপড়ে হয়েছে রক্ত লেগে গেলে তার বিধান জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : তা খুঁটে ফেলে ধৌত করো এবং তা পরেই নামায পড়ো।

৬৩. - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ أَحَدَانَا لَتَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طَهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضِجُ عَلَيَّ سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ .

৬৩০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো হয়েছে হওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় পৌছে সে তার পরিধেয় থেকে রক্তের দাগ খুঁটে তুলে রগড়িয়ে ধৌত করতো, অতঃপর গোটা কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিতো, অতঃপর সেই কাপড়ে নামায পড়তো।

অনুচ্ছেদ : ১১৯

بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

হায়েযগ্ধ নারী কাযা নামায আদায় করবে না।

৬৩১. - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أَحْرُورِيَّةُ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَطْهَرُ وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ .

৬৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী নারী কি কাযা নামায আদায় করবে? আয়েশা (রা) তাকে বলেন, তুমি কি হারুরিয়া (খারিজী) নারী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমাদের হয়েছে হতো, অতঃপর আমরা পবিত্র হতাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে কাযা নামায আদায় করার নির্দেশ দেননি।^{১৬}

১৬. নারীদের মাসিক ঋতুস্রাবকে হায়েয বলে। এ অবস্থায় নামায পড়া ও রোযা রাখা জায়েয নেই। পবিত্র হওয়ার পর রোযা কাযা করতে হবে এবং ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করতে হবে না। পবিত্র কুরআন মজীদও তিলাওয়াত করা যাবে না। তবে কুরআনের দোয়া সম্পর্কিত আয়াত ও দোয়া-দুরূদ পড়া যবে। ছাত্রীগণ, বিশেষত পরীক্ষার মৌসুমে, উক্ত অবস্থায় কুরআন থেকে তাদের পাঠ্যভূক্ত অংশ পড়তে পারবেন (অনুবাদক)।

بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

হায়েযখস্ত নারীর মসজিদ থেকে কিছু নেয়া ।

৬৩২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْبُهَيْ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاوَلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ أَنِّي حَائِضٌ فَقَالَ لَيْسَتْ حَيْضَتِكَ فِي يَدِكَ .

৬৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : মসজিদ থেকে চাটাইটি তুলে আমাকে এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো হায়েযখস্ত। তিনি বললেন : তোমার হায়েযের নাপাক তো আর তোমার হাতে লেগে নেই।

৬৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ مُجَاوِرٌ يَعْنِي مُعْتَكِفًا فَأَغْسِلُهُ وَأُجِلَّهُ .

৬৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাঁর মাথা আমার নিকট এগিয়ে দিতেন। আমি তখন ঋতুবতী ছিলাম। আমি তাঁর মাথা ধুয়ে চুল আঁচড়িয়ে দিতাম।

৬৩৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ .

৬৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়েযখস্ত থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা আমার কোলে রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

হায়েযখস্ত নারীর থেকে তার স্বামী সেবা গ্রহণ করতে পারে ।

৬৩৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أَحْدَانًا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتِرَ فِي فُورٍ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْتَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْتَهُ .

৬৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো হায়েয শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার লজ্জাস্থানে শক্ত করে পাজামা বাঁধার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তিনি তার সাথে আলিঙ্গন করতেন।^{১৭} তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে পারে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে সক্ষম ছিলেন!

৬৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أَحْدَانًا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتِرَ بِأَزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

৬৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ হায়েযখস্ত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার (লজ্জাস্থানে) পাজামা শক্তভাবে বাঁধার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তাকে আলিঙ্গন করতেন।

৬৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي لِحَافِهِ فَوَجَدْتُ مَا

১৭. 'তাকে আলিঙ্গন করতেন' মূলে আছে "ইউবাশিরুহা" তার অর্থ "তার সাথে একই বিছানায় ঘুমাতেন" হতে পারে অথবা সহবাস ব্যতীত অন্য কিছু করাও হতে পারে (অনুবাদক)।

تَجِدُ النِّسَاءَ مِنَ الْحَيْضَةِ فَانْسَلِكْتُمْ مِنَ اللَّحَافِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَفَسْتُ
قُلْتُ وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ قَالَ ذَلِكَ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
قَالَتْ فَانْسَلِكْتُمْ فَأَصْلَحْتُمْ مِنْ شَأْنِي ثُمَّ رَجَعْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَالَى
فَادْخُلِي مَعِيَ فِي اللَّحَافِ قَالَتْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ .

৬৩৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্রে তাঁর লেপের ভিতর ছিলাম। নারীদের যে হয়েয হয় আমার তা শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে, আমি লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েয হয়েছে? আমি বললাম, নারীদের যেরূপ হয়েয হয়, আমিও সেরূপ অনুভব করছি। তিনি বলেন : এটা তো এমন জিনিস, যা আল্লাহ আদম (আ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি বের হয়ে গিয়ে নিজের অবস্থা ঠিকঠাক করে ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন : এসো এবং আমার সংগে লেপের মধ্যে ঢোকো। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে লেপের মধ্যে ঢুকলাম।

৬৩৮ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ
بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي
سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَأَلْتُهَا كَيْفَ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فِي الْحَيْضَةِ قَالَتْ كَانَتْ أَحَدَانَا فِي فَوْرِهَا أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تُشَدُّ عَلَيْهَا
إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخَذِيهَا ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৬৩৮। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঋতুবর্তী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কিরূপ করো? তিনি বলেন, আমাদের কারো হয়েয শুরু হলে, তখনই তিনি তার পাজামা দুই উরুর মাঝ বরাবর শক্ত করে বেঁধে নিতেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শুয়ে পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : ১২২

بَابُ النَّهْيِ عَنْ اتِّبَانِ الْحَائِضِ

ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নিষেধ।

৬৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَلَاءُ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا حَمَادُ
بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمِ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرَهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

৬৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করলো অথবা গণকের নিকট গেলো এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত জিনিসের (আল্লাহর কিতাবের) বিরুদ্ধাচরণ করলো।

অনুচ্ছেদ : ১২৩

بَابُ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে তার জরিমানা (কাফফারা)।

৬৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبْنُ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَّصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

৬৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো, তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে এক দীনার বা অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করবে।

অনুচ্ছেদ : ১২৪

بَابُ فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْسِلُ

ঋতুবতী নারীর গোসলের নিয়ম।

৬৪১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا انْقُضِيَ شَعْرُكَ وَاعْتَسَلِي قَالَ عَلِيُّ فِي حَدِيثِهِ انْقُضِيَ رَأْسُكَ .

৬৪১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় বলেন : তোমার মাথার চুল খুলে গোসল করো। অধস্তন রাবী আলী (র)-এর বর্ণনায় আছে : তোমার মাথার চুল খুলে ফেলো।

৬৪২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ فَقَالَ تَأْخُذُ أَحْدَاكُنْ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلِكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى يَبْلُغَ شُنُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمْسَكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ أَسْمَاءُ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَبْتَغِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ قَالَتْ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ أَحْدَاكُنْ مَاءَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ حَتَّى تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلِكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُنُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ .

৬৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন : তোমাদের যে কোন নারী বড়ই পাতাযুক্ত পানি নিয়ে যেন উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে যতটা উত্তমরূপে সম্ভব; অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে তা মর্দন করবে, যেন তার চুলের গোড়ায় পানি পৌছে যায়, অতঃপর তার গোটা শরীরে পানি ঢেলে দিয়ে এক টুকরা সুগন্ধিযুক্ত পশমী কাপড় অথবা তুলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা (রা) বলেন, আমি তার সাহায্যে কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করবো? তিনি বলেন : সুবহানাল্লাহ! তার সাহায্যেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। আয়েশা (রা) চুপিসারে বলেন, তুমি তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন মুছে ফেলবে। আসমা (রা) বলেন, আমি তাঁকে নাপাকির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন : তোমাদের যে কোন নারী তার গোসলের পানি নিয়ে যেন যতটা সম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর তার মাথায় পানি ঢেলে তা উত্তমরূপে মর্দন করে, যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌছে যায়, অতঃপর গোটা দেহে পানি ঢালবে। আয়েশা (রা) বলেন, আনসার মহীলারা কতই না উত্তম। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে লজ্জা তাদের বিরত রাখে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُورِهَا

ঋতুবতী নারীর সাথে একত্রে পানাহার এবং তার উচ্ছিষ্ট।

৬৪৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعِظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي وَأَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي وَأَنَا حَائِضٌ .

৬৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় চুষতাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি নিয়ে আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ রেখে তা চুষতেন। আবার আমি ঋতুবতী থাকাকালে যে পাত্রে পানি পান করতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি নিয়ে আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন।

৬৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمَحِيضِ فِي الْبَيْتِ وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَسَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ .

৬৪৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। বাড়িতে ইহুদীরা ঋতুবতী মহিলাদের সাথে একত্রে বসতো না এবং পানাহার করতো না। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করা হলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “লোকে আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন : তা অশুচি। অতএব তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করো” (সূরা বাকারা : ২২২)।^{১৮} তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তাদের সাথে সঙ্গম ব্যতীত আর সবকিছুই করতে পারো।

১৮. এখানে “স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ” করার অর্থ যৌনসম্বোগ থেকে বিরত থাকা। উক্ত অবস্থায় এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম। এ ছাড়া যাবতীয় প্রকারের মেলামেশা, সেবা গ্রহণ ইত্যাদি বৈধ (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ : ১২৬

بَابُ فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدِ

হায়েযখস্ত নারী মসজিদে প্রবেশ করবে না ।

৬৪৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَمَا تَنَا أَبُو نَعِيمٍ تَنَا ابْنُ أَبِي غُنَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجْرِيِّ عَنْ مَحْدُوجِ الذُّهْلِيِّ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ .

৬৪৫। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদের বারান্দায় প্রবেশ করে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে, নাপাক ব্যক্তি ও হায়েযখস্ত নারীর মসজিদে প্রবেশ করা হালাল নয় ।

অনুচ্ছেদ : ১২৭

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكَدْرَةَ

হায়েযখস্ত নারী পবিত্র হওয়ার পর হলুদ বর্ণের ও মেটে বর্ণের রক্ত দেখলে ।

৬৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى تَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرَأَةِ تَرَى مَا يَرِيئُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى يُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ .

৬৪৬। আয়েশা (রা) বলেন, যে নারী (হায়েয থেকে) পবিত্র হওয়ার পর সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায় তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তা শিরাজনিত রোগ বা শিরাসমূহ থেকে নির্গত । মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া (র) বলেন, হাদীসে “পবিত্র হওয়ার পর” বলতে “গোসল করার পর” বুঝানো হয়েছে ।

৬৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى تَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكَدْرَةَ شَيْئًا .

৬৪৭। উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হলদে ও মেটে বর্ণের শ্রাব দেখলে তাকে কিছুই মনে করতাম না।

৬৪৭(১) - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكَدْرَةَ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهَيْبٌ أَوْلَاهُمَا عِنْدَنَا بِهَذَا .

৬৪৭(ক)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া-মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাকাশী-উহাইব-আইউব-হাফসা-উম্মু আতিয়া (রা) বলেন, আমরা হলদে ও মেটে বর্ণের শ্রাবকে হয়েয়ের মধ্যে গণ্য করতাম না। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া (র) বলেন, আমাদের কাছে এটাই গ্রহণযোগ্য।

অনুচ্ছেদ ৪১২৮

بَابُ النَّفْسَاءِ كَمَا تَجْلِسُ

নিফাসগ্রস্ত নারীরা কত দিন অপেক্ষা করবে।^{১৯}

৬৪৮ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مَسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وَجُوهَنَا بِالْوَرَسِ مِنَ الْكَلْفِ

৬৪৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নিফাসগ্রস্ত নারীরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। আমরা তখন আমাদের মুখমণ্ডলে ওয়ারস ঘাস থেকে নিসৃত হলদে বর্ণের রস কলপ হিসাবে ব্যবহার করতাম।

৬৪৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ سَلَامِ بْنِ سُلَيْمٍ أَوْ سَلَمَةَ شَكَّ أَبُو الْحَسَنِ وَأَطْنُهُ هُوَ أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِلنَّفْسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ .

১৯. স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর বেশ কিছু দিন ধরে যে রক্তশ্রাব হয় তাকে নিফাস বলে। এর সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন এবং সর্বনিম্ন মেয়াদ পনের দিন। এর বিধানও হয়েয়ের বিধানের অনুরূপ (অনুবাদক)।

৬৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিফাসগ্রস্ত নারীদের নিফাসকাল চল্লিশ দিন নির্ধারণ করতেন। এই মেয়াদের আগেই কেউ পবিত্র হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

অনুচ্ছেদ : ১২৯

بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

যে ব্যক্তি হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো।

৬৫০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ
أَنْ يَتَّصِدَّ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

৬৫০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি তার হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অর্ধ-দীনার সদাকা (দান-খয়রাত) করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৩০

بَابُ فِي مَوَاكِلَةِ الْحَائِضِ

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার।

৬৫১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ
بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ
قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَوَاكِلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ وَآكِلِهَا .

৬৫১। আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তুমি তার সাথে একত্রে পানাহার করতে পারো।

بَابُ فِي الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

হায়েযের কাপড় পরে নামায পড়া।^{২০}

৬৫২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلِيٌّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ .

৬৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন, আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর পাশে অবস্থান করতাম। আমার গায়ে পরিহিত পশমী চাদরের কিছু অংশ তাঁর উপর পতিত থাকতো।

৬৫৩- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ وَهِيَ حَائِضٌ .

৬৫৩। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী চাদর পরিহিত অবস্থায় নামায পড়লেন, যার কতকাংশ আমার দেহে এবং কতকাংশ তাঁর দেহে ছিল। তখন আমি হায়েযগ্রস্ত ছিলাম।

بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ الْأَبْخِمَارِ

বালগা মেয়ে ওড়না জড়িয়ে নামায পড়বে।

৬৫৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا

২০. শরীর নাপাক থাকলে এবং পরিধেয় বস্ত্র পাক থাকলে তা অপরের দেহে লাগলে তাতে তার ইবাদতের কোন ক্ষতি হয় না। এখানে হায়েযের কাপড় বলতে হায়েয অবস্থায় পরিহিত কাপড় বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

فَاخْتَبَاتُ مَوْلَاهُ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَاضَتْ فَقَالَتْ نَعَمْ فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ
فَقَالَ اخْتَمِرِي بِهَذَا .

৬৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট প্রবেশ করলেন। তার মুজুদাসী পর্দার আড়ালে চলে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেনঃ তার কি হয়েছে হয়েছে (বালেগ হয়েছে)? আয়েশা (রা) বলেন, হাঁ। তিনি তাঁর পাগড়ীর একাংশ ছিড়ে তাকে দিয়ে বলেন : এটা দিয়ে তোমার মাথা ঢেকে নাও।

٦٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا ثَنَا حَمَادُ بْنُ
سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ .

৬৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ প্রাণ্ডবয়স্কা নারীর নামায গুড়না পরা ব্যতীত কবুল করেন না।^{২১}

অনুচ্ছেদ : ১৩৩

بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

হায়েযগ্রস্ত নারীর কলপ ব্যবহার।

٦٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ثَنَا اَيُّوبُ عَنْ
مُعَاذَةَ اَنْ اِمْرَاةً سَالَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ
ﷺ وَنَحْنُ تَخْتَضِبُ فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ .

৬৫৬। মুআযা (র) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী নারী কি খেযাব লাগাতে পারে? তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থানকালে খেযাব লাগাতাম। তিনি আমাদের তা থেকে বিরত থাকতে বলেননি।

২১. মহিলাদের মাথাও সতরের অন্তর্ভুক্ত। মাহরাম পুরুষ আত্মীয় ব্যতীত অন্য সকল পুরুষের সামনে তা ঢেকে রাখা ফরয। তা উন্মুক্ত রাখলে কবীরা গুনাহ হবে। নামায পড়ার সময়ও তা ঢেকে নিতে হবে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ : ১৩৪

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

পট্টির উপর মাসেহ করা।

৬৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ زَنْدَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ .

৬৫৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাহুর একটি হাড় ভেঙে গেল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে পট্টির উপর মাসেহ করতে নির্দেশ দেন।

৬৫৭(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ أَنْبَأَنَا الدَّبْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ .

৬৫৭(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আদ-দাবারী-আবদুর রাযযাক (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৩৫

بَابُ اللَّعَابِ يُصِيبُ الثُّوبَ

কাপড়ে থুথু লাগলে।

৬৫৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حَامِلًا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَلِعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ .

৬৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুসাইন ইবনে আলী (রা)-কে তাঁর কাঁধে বহন করতে দেখেছি এবং তার মুখের লাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে গড়িয়ে পড়ছিল।

অনুচ্ছেদ : ১৩৬

بَابُ الْمَجِّ فِي الْإِنَاءِ

পাত্রের পানিতে মুখের লালা পড়লে ।

৬৫৯- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ وَحْدَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَأَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِدَلْوٍ فَمَضَمَ مِنْهُ فَمَجَّ فِيهِ مِسْكًَا أَوْ أَطِيبَ مِنَ الْمِسْكِ وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنَ الدَّلْوِ .

৬৫৯। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক বালতি পানি আনা হলো। তিনি তা থেকে কুলি করলেন এবং তাতে কস্তুরীসম বা কস্তুরীর চেয়েও সুঘাণযুক্ত তাঁর মুখের লালা নিক্ষেপ করলেন এবং নাকের ময়লা বালতির বাইরে ঝেড়ে ফেললেন।

৬৬০- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَلْوٍ مِنْ بَثْرِ لَهُمْ .

৬৬০। মাহমুদ ইবনুর রবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কূপ থেকে পানি তোলা বালতিটি তুলে রেখে দিলেন, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখের লালা নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : ১৩৭

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

অপরের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো নিষেধ।

৬৬১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا تَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ .

৬৬১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন নারী যেন অপর নারীর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। একইভাবে কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়।

৬৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ أَبُو نَعِيمٍ يَقُولُ عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ .

৬৬২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাইনি বা দেখিনি।

অনুচ্ছেদ : ১৩৮

بَابُ مَنْ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لِمَعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ
كَيْفَ يَصْنَعُ

কোন ব্যক্তির নাপাকির গোসলে তার শরীরের সামান্য কিছু অংশে পানি না পৌঁছলে তাকে যা করতে হবে।

৬৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحْبِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لِمَعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ بِجُمْتِهِ فَبَلَّهَا عَلَيْهَا قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا .

৬৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসল করলেন, তারপর দেখতে পেলেন যে, তাঁর শরীরের সামান্য অংশে পানি পৌঁছায়নি। তিনি এক আঁজলা পানি আনিয়ে তা সেই স্থানে প্রবাহিত করলেন। ইসহাক (র)-এর বর্ণনায় আছে : তিনি তাঁর পশম ভিজালেন।

৬৬৪- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي

اِغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظَّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مَسَحْتُ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْرَاكَ .

৬৬৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি নাপাকির গোসল করে ফজরের নামায পড়লাম। তারপর সকাল হলে আমি দেখতে পেলাম যে, নখ পরিমাণ স্থানে পানি পৌছায়নি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি স্থানটুকু তোমার হাত দিয়ে মাসেহ করলেই তোমার জন্য তা যথেষ্ট হতো।

অনুচ্ছেদ : ১৩৯

بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

কোন ব্যক্তি উযু করলো কিন্তু কোন স্থানে পানি পৌছেনি।

৬৬৫- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظَّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ .

৬৬৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উযু করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো, সে নখ পরিমাণ স্থান ছেড়ে দিয়েছিল, যেখানে পানি পৌছেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি ফিরে গিয়ে উত্তমরূপে উযু করো।

৬৬৬- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهَبٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَا ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظَّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوَضُوءَ قَالَ فَرَجَعَ .

৬৬৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উযু করার সময় তার পায়ের নখ পরিমাণ স্থান অধোত বা শুকনা ছেড়ে দিতে দেখলেন। তিনি তাকে পুনর্বার উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন। রাবী বলেন, সে ফিরে গেল (এবং উযু করে নামায পড়লো)।

كِتَابُ الصَّلَاةِ (নামায)

অনুচ্ছেদ : ১

أَبْوَابُ مَوَاقِيَتِ الصَّلَاةِ

নামাযের ওয়াক্তসমূহ।

৬৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ قَالَ تَنَا اسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ أَبَانَا سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيِّ تَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّى مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِإِلَاءٍ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُوتَفِعَةٌ بِيضَاءٍ نَقِيَّةٍ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ اليَوْمِ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَذَّنَ الظُّهْرَ فَأَبْرَدَ بِهَا وَأَنْعَمَ أَنْ يَبْرَدَ بِهَا ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخْرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ فَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى العِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الفَجْرَ فَاسْفَرَ بِهَا . ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ صَلَوَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ .

৬৬৭। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন : তুমি আমাদের সাথে এই দুই দিন নামায পড়ো। সূর্য ঢলে পড়লে তিনি বিলাল (রা)-কে

আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন। এরপর তিনি তাকে একামত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং যোহরের নামায পড়েন। এরপর তিনি তাকে আসরের নামাযের (আযান দেয়ার) নির্দেশ দেন এবং আসরের নামায পড়েন এবং সূর্য তখন অনেক উপরে সাদা, পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল ছিল। এরপর সূর্য অস্ত গেলে তিনি তাঁকে মাগরিবের আযান দেয়ার নির্দেশ দেন এবং মাগরিবের নামায পড়েন। অতঃপর পশ্চিম আকাশের সাদা আভা (শাফাক) অদৃশ্য হওয়ার পর তাকে এশার নামাযের আযান দেয়ার নির্দেশ দেন এবং এশার নামায পড়েন। অতঃপর ফজরের ওয়াক্ত হলে তিনি তাকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন এবং ফজরের নামায পড়েন।

দ্বিতীয় দিন তিনি বিলাল (রা)-কে আযানের নির্দেশ দিলে তিনি যোহরের আযান দেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলগে যোহরের নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আসরের নামায পড়েন, যখন সূর্য উপরে ছিল ঠিকই, কিন্তু প্রথম দিনের তুলনায় একটু বেশি ঢলে পড়েছিল। অতঃপর তিনি পশ্চিম আকাশের শুভ্র আভা অদৃশ্য হওয়ার আগে মাগরিবের নামায পড়েন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি এশার নামায পড়েন। পূর্বাকাশ পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি ফজরের নামায পড়েন, অতঃপর বলেন : নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? লোকটি বললো, এই যে আমি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তোমরা যেভাবে দেখতে পেলো তোমাদের নামাযের ওয়াক্তসমূহ তার মাঝখানে অবস্থিত।

٦٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى مِيَاثِرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنْ جِبْرِيلُ نَزَلَ فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسِبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

৬৬৮। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর গদীতে বসা ছিলেন, যখন তিনি মদীনার গভর্নর ছিলেন। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র)-ও তার সাথে ছিলেন। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আসরের নামায পড়তে কিছুটা বিলম্ব করলেন। উরওয়া (র) তাকে বলেন, জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমাম হিসাবে নামায আদায় করেন। উমার (র) তাকে বলেন, হে উরওয়া! আপনি কি বলছেন, তা ভেবে দেখুন। তিনি বলেন, আমি বাশীর ইবনে আবু

মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি আবু মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : জিবরাঈল (আ) নাযিল হয়ে আমার ইমামতি করলেন। এরপর আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম, অতঃপর আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম, অতঃপর আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম, অতঃপর আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম, অতঃপর আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম, অতঃপর আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম। এভাবে তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায গণনা করেন।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

ফজরের নামাযের ওয়াক্ত।

৬৬৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْ نِسَاءً الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ فَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ تَعْنِي مِنَ الْفَلَاسِ .

৬৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুমিন মহিলারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়তাম। অতঃপর তারা তাদের ঘরে ফিরে যেতেন এবং আবছা অন্ধকার থাকার দরুন তাদেরকে কেউ চিনতে পারতো না।

৬৭০- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) قَالَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

৬৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ): “এবং ফজরের নামায কায়েম করবে। কেননা ফজরের নামায বিশেষভাবে উপস্থিতির সময়” (১৭ : ৭৮)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ দিন ও রাতের ফেরেশতারা উপস্থিত হন।

৬৭১- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا نَهَيْكُ بْنُ يَرِيمَ الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَيٍّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحِ بَغْلَسٍ فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عَمَرَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ

الصَّلَاةُ قَالَ هَذِهِ صَلَاتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا طَعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ .

৬৭১। মুগীছ ইবনে সুমাই (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর সাথে আবছা অন্ধকারে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমি ইবনে উমার (রা)-র সামনে উপস্থিত হয়ে বললাম, এটা কোন ধরনের নামায? তিনি বলেন, এটা সেই নামায যা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র ও উমার (রা)-র সাথে পড়তাম। উমার (রা)-কে আহত করার পর থেকে উসমান (রা) অন্ধকার দূরীভূত হলে নামায পড়ার ব্যবস্থা করেন।

٦٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَجَدَهُ بَدْرِي يُخْبِرُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ أَوْ لِأَجْرِكُمْ .

৬৭২। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা প্রবাকাশ পরিষ্কার হলে ফজরের নামায পড়বে। কেননা তাতে রয়েছে অধিক পুরস্কার অথবা বলেছেন তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক বেশী সওয়াব।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

যোহরের নামাযের ওয়াক্ত।

٦٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

৬৭৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পশ্চিমাকাশে) সূর্য ঢলে পড়ার পর যোহরের নামায পড়তেন।

٦٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الْهَجِيرِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

৬৭৪। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়তেন।

৬৭৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبِ الْعَبْدِيِّ عَنْ خَبَابٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .

৬৭৫। খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রচণ্ড গরমের অভিযোগ করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেননি।

৬৭৫(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا عَوْنٌ نَحْوَهُ .

৬৭৫(ক)। আবুল হাসান আল-কাত্তান-আবু হাতেম-আল-আনসারী-আওন (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬৭৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ حَشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .

৬৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রচণ্ড গরমের অভিযোগ করলাম, কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ الْأَبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে পড়া।^১

৬৭৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

১. 'নামায ঠাণ্ডা করে পড়া'র অর্থ গ্রীষ্মকালে যোহরের নামায ওয়াক্তের প্রথমভাগে না পড়ে বরং বিলম্বে পড়া, যাতে গরমের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পায় (অনুবাদক)।

৬৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন প্রচণ্ড গরম অনুভূত হবে, তখন তোমরা যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে পড়বে। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের তাপ (উত্তাপ) বিশেষ।

৬৭৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أُنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ গরমের তীব্রতা বেড়ে গেলে তোমরা যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে (গরম কমলে) পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপবিশেষ।

৬৭৭ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬৭৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে।

৬৮০ - حَدَّثَنَا تَمِيمٌ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شَرِيكَ عَنِ بِيَّانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬৮০। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহরের নামায দুপুরের (প্রথমভাগে) পড়তাম। তিনি আমাদের বলেন : তোমরা ঠাণ্ডা করে নামায পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে।

৬৮১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ .

৬৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে (বিলম্বে) পড়ো।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

আসরের নামাযের ওয়াক্ত ।

৬৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيْثُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৬৮২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য উপরে পূর্ণ উজ্জ্বল থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়তেন। নামায শেষে কোন ব্যক্তি মদীনার উপকণ্ঠে পৌছে যেত এবং তখনও সূর্য উপরে থাকতো।

৬৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِهَا الْفَيْءُ بَعْدُ .

৬৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঘরে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত থাকা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়েন, তারপরও ছায়া বিস্তৃত হতো না।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

আসরের নামাযের হেফাজত করা ।

৬৮৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَأَ اللَّهُ بِيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوَسْطَى .

৬৮৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধের দিন বলেন : আল্লাহ তাদের ঘরসমূহ ও কবরসমূহ আগুন দিয়ে ভরে দিন। যেমন তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রেখেছে।

৬৮৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَفَوُّتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ .

৬৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যার আসরের নামায ছুটে গেল তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ধ্বংস হয়ে গেল।

৬৮৬- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبَيُوتَهُمْ نَارًا .

৬৮৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসরের নামায থেকে বিরত রাখলো, এমনকি সূর্য ডুবে গেল। তখন তিনি বলেন : যারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রাখলো, আল্লাহ তাদের ঘর-বাড়িগুলো ও কবরসমূহ আগুন দিয়ে ভরে দিন।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত।

৬৮৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا أَبُو النَّجَّاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا نَصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ .

৬৮৭। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মাগরিবের নামায পড়তাম, অতঃপর আমাদের কেউ ফিরে গিয়ে তার নিষ্কিণ্ড তীরের পতিত স্থান দেখতে পেত।

৬৮৭(১)- حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الزُّعْفَرَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى نَحْوَهُ .

৬৮৭(ক)। আবু ইয়াহুইয়া আয-যাফারানী-ইবরাহীম ইবনে মুসা (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬৮৮- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَاعِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ
إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

৬৮৮। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সূর্যাস্তের পরপর মাগরিবের নামায পড়েন।

৬৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنبَانَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ عَنْ
عَمْرِو ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤْخَرُوا
الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى
يَقُولُ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِيَعْدَادٍ فَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ الْأَعْيُنُ إِلَى
الْعَوَامِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَامِ فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا أَوَّلَ أَبِيهِ فَإِذَا الْحَدِيثُ فِيهِ .

৬৮৯। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাত যাবত বিলম্ব না করে এবং তারকারাজি চমকানোর পূর্বে মাগরিবের নামায পড়বে, তাবত তারা ফিতরাতের উপর স্থির থাকবে।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়াকে বলতে শুনেছি, লোকেরা বাগদাদে এই হাদীস সম্পর্কে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়। তখন আমি ও আবু বাক্র আল-আয়ান (র) আল-আওয়াম ইবনে আব্বাদ ইবনুল আওয়াম (র)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের সামনে তার পিতার লেখা মূল পাণ্ডুলিপি পেশ করলেন, যাতে উক্ত হাদীস বিদ্যমান ছিল।

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

এশার নামাযের ওয়াক্ত।

৬৯০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا أَبِي الزُّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ لَا أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ
بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ .

৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে তাদেরকে বিলম্বে এশার নামায পড়ার নির্দেশ দিতাম।

৬৯১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَخْرَتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ .

৬৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে অবশ্যই এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম।

৬৯২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ حَاتِمًا قَالَ نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَنَامُوا وَأَنْتُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ قَالَ أَنَسُ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى وَبَيْصِ حَاتِمِهِ .

৬৯২। হুমাইদ (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। একদা তিনি এশার নামায প্রায় অর্ধ-রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। নামাযশেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন : অন্য লোক এশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা যখন থেকে নামাযের জন্য অপেক্ষা করছো, তখন থেকে নামাযের মধ্যে আছো। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন তাঁর আংটির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি।

৬৯৩- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَنَامُوا وَأَنْتُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ وَلَوْلَا الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ أَحْبَبْتُ أَنْ أُؤَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ .

৬৯৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে মাগরিবের নামায পড়েন, অতঃপর অর্ধ-রাত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বাইরে আসেননি। অতঃপর তিনি বের হলেন এবং লোকদের নিয়ে নামায পড়েন, অতঃপর বলেন : লোকেরা নামায পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। আর তোমরা নামাযের জন্য যখন থেকে অপেক্ষা করছো তখন থেকে নামাযরত আছো। যদি দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোকেরা না থাকতো, তাহলে আমি এই নামায অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْمِ

মেঘাচ্ছন্ন দিনে নামাযের ওয়াস্ত।

৬৯৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ بَكْرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مِنْ فَاتَتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ .

৬৯৪। বুরাইদা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। তিনি বলেন : তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াস্তে) নামায পড়বে। কারণ যার আসরের নামায ছুটে যায়, তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا

যে ব্যক্তি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেল বা নামাযের কথা ভুলে গেল।

৬৯৫- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ سُنَيْلُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا قَالَ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .

৬৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এক ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেছে অথবা নামায না পড়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি বলেন : যখনই তার স্মরণে আসবে, তখনই সে ঐ নামায পড়বে।

৬৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেলো, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেয়।

৬৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেলো, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেয়।

৬৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেলো, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেয়।

৬৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সারারাত ধরে পথ চলতে থাকেন। অবশেষে তিনি ঘুমে কাতর হয়ে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বিলাল (রা)-কে বলেন : তুমি আমাদের জন্য রাতের হেফাজত করবে। অতএব বিলাল (রা) তার সাধ্যমত নামায পড়তে থাকেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়েন।

ফজরের সময় নিকটবর্তী হলে বিলাল (রা) তার সওয়ারীর শিবিকার সাথে হেলান দিয়ে পূর্ব আকাশের দিকে মুখ করে বসলেন। শিবিকার সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। বিলাল (রা) ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কেউই ঘুম থেকে জাগতে পারেননি, যাবত না তাদের উপর সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলেন : হে বিলাল! বিলাল (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। যেই সত্তা আপনার জান নিয়েছেন, তিনি আমার জানও নিয়েছেন। তিনি বলেন : তোমরা সামনে অগ্রসর হও। অতএব তারা তাদের সওয়ারী নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং বিলাল (রা)-কে ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়েন। নামায সমাপনাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন : “আমার স্মরণে তুমি নামায কয়েম করো” (সূরা তহা : ১৪)। রাবী বলেন, ইবনে শিহাব (র) তিলাওয়াত করতেন : **لِلذِّكْرِ** ('রা' অক্ষরের উপর মাদ্দ সহকারে)।

৬৯৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْمِ فَقَالَ نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلَوْ قَتَبَهَا مِنَ الْغَدِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أَحَدِيثُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ يَا فَتَى أَنْظِرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ فَإِنِّي شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَمَا أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا .

৬৯৮। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ তাদের ঘুমে বাড়াবাড়ির কথা আলোচনা করলেন। কেউ বলেন, লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, এমনকি সূর্য উঠে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঘুমে কোন বাড়াবাড়ি নেই, বাড়াবাড়ি হয় জাগ্রত অবস্থায়। সুতরাং তোমাদের কেউ নামাযের কথা ভুলে গেলে বা তা না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে সে যেন তা স্মরণে আসার সাথে সাথে পড়ে নেয় অথবা পরদিন স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়ে নেয়।

আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ (রা) বলেন, ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনে বলেন, হে যুবক! চিন্তা করে দেখো, তুমি কিভাবে হাদীস বর্ণনা করছো? এই ঘটনার সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। রাবী বলেন, ইমরান (রা) এই হাদীসের কিছুই অস্বীকার করেননি।

অনুচ্ছেদ ৪১১

بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ

ওজর ও জরুরী অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত।

৬৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا .

৬৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাকআত পেলো সে আসরের নামায পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকআত পেলো সে ফজরের নামায পেয়ে গেলো।

৭০০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا .

৭০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত পেলো, সে ফজরের নামায পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকআত পেলো, সে আসরের নামায পেয়ে গেলো।

৭০১- حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৭০০(ক)। জামীল ইবনুল হাসান-আবদুল-আলা-মামার-যুহরী-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :..... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ১২

بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا

এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং ঐ নামাযের পরে কথাবার্তা বলা।

৭০১। ৭.১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالُوا ثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا .

৭০১। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায বিলম্বে পড়তে পছন্দ করতেন। তিনি এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং ঐ নামাযের পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।

৭.২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا .

৭০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের পূর্বে ঘুমাননি এবং তারপরে নৈশ আলাপ করেননি।

৭.৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَأَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّمْرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَعْنِي زَجْرَنَا .

৭০৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের পর আমাদের নৈশালাপ নিষেধ করতেন অর্থাৎ কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ صَلَاةُ الْعَتَمَةِ

এশার নামাযকে আতামার নামায বলা নিষেধ ।

৭০৪ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا تَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَغْلِبْنَكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَإِنَّهُمْ لَيُعْتَمُونَ بِاللَّيْلِ .

৭০৪ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের নামাযের নামকরণের ব্যাপারে বেদুঈনরা যেন তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করে । কেননা এটা হলো এশা । এ সময় তারা উটের দুধ দোহন করে ।

৭০৫ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ تَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ تَنَا ابْنُ أَبِي حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَغْلِبْنَكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ زَادَ ابْنُ حَرْمَلَةَ فَإِنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ وَإِنَّمَا يَقُولُونَ الْعَتَمَةَ لِاعْتِمَائِهِمْ بِاللَّيْلِ .

৭০৫ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: বেদুঈনরা যেন তোমাদের নামাযের নামকরণের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে । ইবনে হারমালার রিওয়ায়াতে আরো আছে : এটা হলো এশা । লোকেরা অন্ধকারে উটের দুধ দোহন করায় একে ‘আতামা’ বলে ।

بِالصَّوْتِ فَخَرَجَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى . قَالَ أَبُو
عَبِيدٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَكَمِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ فِي ذَلِكَ :

أَحْمَدُ اللَّهِ ذَا الْجَلَالِ وَذَا الْإِ

كْرَامِ حَمْدًا عَلَى الْأَذَانِ كَثِيرًا

إِذَا أَتَانِي بِهِ الْبَشِيرُ مِنَ اللَّهِ

فَأَكْرَمَ بِهِ لَدَى بَشِيرًا

فِي لَيْالِي وَالِي بِهِ مِنْ ثَلَاثِ

كُلَّمَا جَاءَ زَادَنِي تَوْقِيرًا .

৭০৬। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গাধ্বনি করার মনস্থ করেন এবং ঢোল বাজিয়ে লোকদের (নামাযের জন্য) ডাকার নির্দেশ দেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা)-কে স্বপ্নে দেখানো হলো। তিনি বলেন, আমি সবুজ বর্ণের একজোড়া কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে একটি নাকুস বাহন করতে দেখলাম।^১ আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি নাকুস বিক্রয় করবে? সে বললো, তা দিয়ে তুমি কি করবে? আমি বললাম, আমি তা দিয়ে নামাযের জন্য ডাকবো। সে বললো, আমি কি তোমাকে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোন জিনিস সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম, তা কি? সে বললো, তুমি বলো :

“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। নামাযের দিকে এসো, নামাযের দিকে এসো। কল্যাণের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।”

রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বের হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন এবং যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি স্বপ্নযোগে একজোড়া সবুজ কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে নাকুস বহন করতে দেখলাম। এরপর তিনি তাঁর কাছে সব ঘটনা খুলে বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের এই সাথী একটি স্বপ্ন দেখেছে। তুমি বিলালের সাথে মসজিদে চলে যাও, তাকে এগুলো শিখিয়ে দাও এবং

১. বৃহদাকার কাঠের উপর ক্ষুদ্রাকার কাঠ দিয়ে আঘাত করলে যে শব্দ সৃষ্টি হয়, তাকে নাকুস বলে (অনুবাদক)।

বিলাল যেন আযান দেয়। কারণ বিলাল তোমার চাইতে উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী। রাবী বলেন, আমি বিলালের সাথে মসজিদে গেলাম। আমি তাকে শিখিয়ে দিলাম এবং তিনি তা উচ্চ স্বরে ঘোষণা দিলেন। রাবী বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এই বাক্যধ্বনি শুনে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আল্লাহ্র শপথ! আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি।

আবু উবাইদ (র) বলেন, আবু বাক্র আল-হাকামী (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল-আনসারী (রা) এ সম্পর্কে (কবিতা) বলেন : আমি মহামহিম গৌরবান্বিত আল্লাহ্র অশেষ প্রশংসা করছি আযান দেয়ার জন্য। যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা তা নিয়ে আমার নিকট এলো, আমাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য তাকে সম্মান করে, সে তিন রাত আমাকে আযান দিলো, যখনই সে এলো, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলো।

৭.৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا بِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَذَكَرُوا الْبُوقَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ ثُمَّ ذَكَرُوا النَّاقُوسَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى فَأَرَى النَّدَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ فَطَرَقَ الْأَنْصَارِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِلَاقِهِ بِهِ . فَأَذَّنَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَزَادَ بِإِلَاقِهِ فِي نِدَاءِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الصَّلَاةَ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي .

৭০৭। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য সমবেত করার ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। তারা শিকার উল্লেখ করেন, কিন্তু এটি ইহুদীদের যন্ত্র বলে তিনি অপছন্দ করেন। অতঃপর তারা নাকুসের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু এটি খৃষ্টানদের ঘণ্টা বলে তিনি অপছন্দ করেন। সেই রাতে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ নামক এক আনসারীকে স্বপ্নে আযানের পদ্ধতি দেখানো হলো এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও (রাতে একই স্বপ্ন দেখেন)। আনসারী সাহাবী রাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে আযানের নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন। যুহরী (র) বলেন,

ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْدِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ نَاصِيَةَ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ أَمَرَهَا عَلَيَّ وَجْهَهُ ثُمَّ عَلَيَّ تَدْيِيهِ ثُمَّ عَلَيَّ كَبِدِهِ ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (لَوْ) أَمَرْتَنِي بِالتَّأْدِينَ بِمَكَّةَ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَمَرْتُكَ فَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كِرَاهِيَةٍ وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدِمْتُ عَلَيَّ عَتَابُ بْنُ أُسَيْدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ فَأَذْنَتْ مَعَهَا بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَآخَبَرَنِي ذَلِكَ (بِذَلِكَ) مَنْ أَدْرَكَ أَبَا مَحْذُورَةَ عَلَيَّ مَا آخَبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ .

৭০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (র) ইয়াতীম হিসাবে আবু মাহযূরা (রা)-র তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় তিনি তাকে সিরিয়ার দিকে পাঠান। তখন আমি আবু মাহযূরা (রা)-কে বললাম, হে চাচাজান! আমি সিরিয়ায় যাচ্ছি। আমি আপনাকে আপনার আযান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, আবু মাহযূরা (রা) বলেন, আমি একটি দলের সাথে রওয়ানা হলাম এবং আমরা কোন এক রাস্তা অতিক্রম করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন তাঁর উপস্থিতিতে নামাযের আযান দেন। আমরাও মুয়াযযিনের আযান ধ্বনি শুনলাম। তা অপছন্দ হওয়ার কারণে আমরা তার শব্দাবলীর প্রতিধ্বনি করতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিধ্বনি শুনে আমাদের নিকট লোক পাঠান। আমাদেরকে তাঁর সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে কার কণ্ঠস্বর উচ্চ, যার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পেলাম? লোকেরা ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিল। তিনি সকলকে ছেড়ে দিলেন এবং আমাকে আটক রাখলেন। তিনি আমাকে বলেনঃ দাঁড়াও এবং আযান দাও। অতএব আমি দাঁড়ালাম। আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তিনি যার নির্দেশ দিয়েছেন তার চাইতে অধিকতর অপ্রিয় কোন কিছুই ছিল না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়ালাম এবং তিনি নিজে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। তিনি বলেন : তুমি বলো :

“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন : তুমি আরো উচ্চকণ্ঠে বলো :

“আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আমি

عَلَى الْفَلَاحِ حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

৭০৯। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরীয (র) থেকে বর্ণিত। আবু মাহযূরা (রা) তাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযানের উনিশটি এবং ইকামতের সতেরটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। আযানের বাক্যগুলো হলো :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهُ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

ইকামতের সতেরটি বাক্য হলো :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ
حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ
الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ

আযানের সূনাত।

৭১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ
مُؤَدِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِأَلَّا
أَنْ يُجْعَلَ اصْبَعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ أَنَّهُ أَرْفَعُ لَصَوْتِكَ .

৭১০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে তার দুই কানের ছিদ্রে তার দুই আঙ্গুল প্রবিষ্ট করার নির্দেশ দেন এবং বলেন : তাতে তোমার কণ্ঠস্বর আরো উচ্চ হবে।

৭১১- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ وَهُوَ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ وَجَعَلَ اصْبَعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ .

৭১১। আবু জুহাইফা (রা) বলেন, আমি আল-আবতাহু (মিনা) নামক উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি তখন একটি লাল তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। বিলাল বেরিয়ে এসে আযান দিলেন। আযান দেয়ার সময় তিনি এদিক-সেদিক তার মুখ ফিরান এবং তার দুই কানের ছিদ্রে তার দুই আঙ্গুল প্রবিষ্ট করান।

৭১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رُوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَصَلْتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَاتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ .

৭১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুয়াযযিনের কাঁধে মুসলমানদের দু'টি বিষয় অর্পিত : তাদের নামায ও রোযা।

৭১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ وَرُبَّمَا آخَرَ الْأِقَامَةَ شَيْئًا

৭১৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াসু হলে বিলাল (রা) কখনো আযান দিতে বিলম্ব করতেন না। তবে তিনি কখনো ইকামতে কিছুটা বিলম্ব করতেন।

৭১৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُسْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ كَانَ آخِرُ مَا عَاهَدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَا أُتَّخَذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا .

৭১৪। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে সর্বশেষ যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা হলো : আমি যেন বেতনভুক মুয়াযযিন নিয়োগ না করি।

৭১৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُتَوِّبَ فِي الْفَجْرِ وَنَهَانِي أَنْ أُتَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ .

৭১৫। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের নামাযে তাসবীব করার নির্দেশ দেন এবং এশার নামাযে তাবসীব করতে নিষেধ করেন।^২

৭১৬- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُؤَدِّئُهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ هُوَ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَتُ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ فَثَبَّتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

৭১৬। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ফজরের নামায সম্পর্কে অবহিত করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। তাকে বলা হলো যে, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন বিলাল (রা) বলেন, ঘুম থেকে নামায উত্তম; ঘুম থেকে নামায উত্তম।” এই বাক্য ফজরের আযানে যোগ করা হলো এবং তদনুযায়ী আমল চলে আসছে।

৭১৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبْدِ ثَنَا الْأَفْرِيقِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِي قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَمَرَنِي فَأَذَنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ .

৭১৭। যিয়াদ ইবনুল হারিস আস-সুদাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি আযান দিলাম। বিলাল (রা) ইকামত দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার ভাই সুদাই আযান দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি আযান দিবে সে-ই ইকামত দিবে।

২. ফজরের নামাযের আযানে “আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম” (ঘুম থেকে নামায উত্তম) বাক্যটি দুইবার বলাকে তাসবীব বলে (অনুবাদক)।

بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَذِنَ الْمُؤَدِّنُ

মুয়াযযিন যখন আযান দেয় তখন যা বলতে হবে ।

৭১৮- حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اسْحَاقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَذِنَ الْمُؤَدِّنُ فَقُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِ .

৭১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুয়াযযিন যখন আযান দেয়, তখন তোমরা তার কথার অনুরূপ বলো।

৭১৯- حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَاءَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَمَّتِي أُمُّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَدِّنَ يُؤَدِّنُ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ .

৭১৯। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তার পালার দিন ও রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার নিকট অবস্থান করতেন তখন তিনি তাঁকে মুয়াযযিনের আযান শুনে তার অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

৭২০- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ .

৭২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন আযান শুনে তা পাও, তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বলো।

৭২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَاءَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ .

৭২১। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি মুয়ায্বিনের আযান শোনার পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়লে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে : “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট”।

٧٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالُوا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْأَلْهَانِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْقَضِيَّةَ وَأَبْعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ الْأَحْلَى لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭২২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি মুয়ায্বিনের আযান শুনে নিম্নোক্ত দোয়া পড়লে তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত অবধারিত হবে : “হে আল্লাহ, এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করুন সুমহান মর্যাদা ও সম্মান এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে পৌছান, যার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন”।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

আযানের ফযীলাত ও মুয়ায্বিনদের সওয়াব।

٧٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ فِي حَجْرٍ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَسْمَعُهُ جَنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ .

৭২৩। আবু সাঈদ (রা)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত আবদুর রহমান ইবনে আবু সাসাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ (রা) আমাকে বলেছেন : যখন তুমি গ্রামে বা বন-জঙ্গলে থাকবে, তখন উচ্চস্বরে আযান দিবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : জিন, মানুষ, বৃক্ষলতা ও পাথর যে-ই এই আযান শুনবে, সে তার জন্য (আখেরাতে) সাক্ষ্য দিবে।

৭২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَذْيُ صَوْتِهِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدِ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكْفَرُ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا .

৭২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ মুখে বলতে শুনেছি : মুয়াযযিনের আযান ধ্বনি যত দূর পর্যন্ত পৌছবে, তত দূর তাকে ক্ষমা করা হবে এবং জীবিত ও নির্জীব সকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। নামাযে উপস্থিত লোকদের পঁচিশ নেকী লেখা হয় এবং তার দুই নামাযের মধ্যবর্তী কালের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

৭২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭২৫। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনগণ লোকদের মাঝে সুদীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হবে।

৭২৬- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى أَخُو سُلَيْمِ الْقَارِي عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُؤَذِّنَ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيُؤَمِّمَكُمْ قُرَاؤُكُمْ .

৭২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অবশ্যই তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার উত্তম কারী (কুরআন বিশেষজ্ঞ) ইমামতি করবে।

৭২৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَزْرَقِ
الْبُرْجُمِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا عَلِيُّ
بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدَّنَ مُحْتَسِبًا سَبْعَ سِنِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ .

৭২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় সাত বছর আযান দেয় আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেন।

৭২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
صَالِحٍ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ مَنْ أَدَّنَ ثِنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ
سِتُونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً .

৭২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি বারো বছর আযান দেয় তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। আর প্রতি দিনের আযানের বিনিময়ে তার জন্য ষাট নেকী এবং প্রতি ইকামতের জন্য তিরিশ নকী লেখা হয়।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ أَفْرَادِ الْإِقَامَةِ

ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা।

৭২৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ
عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ التَّمَسُّوْا شَيْئًا يُؤَدُّونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلَاةِ
فَأَمْرٌ بِلَالٍ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتَرَ الْإِقَامَةَ .

৭২৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ নামাযের ওয়াক্তের সংকেতবাহী কোন পছা খুঁজছিলেন। তখন বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দাবলী দু'বার করে এবং ইকামতের শব্দাবলী একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়।

৭৩০- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ بِلَالٍ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

৭৩০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দাবলী জোড় সংখ্যায় এবং ইকামতের শব্দাবলী বেজোড় সংখ্যায় বলার নির্দেশ দেয়া হয়।

৭৩১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ أَذَانَ بِلَالٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَأَقَامَتُهُ مُفْرَدَةً .

৭৩১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন আম্মার ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) আযানের শব্দাবলী দুইবার করে এবং ইকামতের শব্দাবলী একবার করে উচ্চারণ করতেন।

৭৩২- حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ عَبْدُ عِبَادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالَ يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيمُ وَاحِدَةً .

৭৩২। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আযানের প্রতিটি বাক্য দুইবার করে এবং ইকামতের প্রতিটি বাক্য একবার করে বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ إِذَا أُذِنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَخْرُجُ

তুমি মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হলে, সেখান থেকে বের হয়ে চলে যেও না।

৭৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَاتَّبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصْرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

৭৩৩। আবুস-শাছা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। মুয়ায্বিন আযান দিলে পর এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে থাকে। আবু হুরায়রা (রা)-র দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করতে থাকে। অবশেষে সে মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে যায়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, লোকটি তো আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করলো।

৭৩৪- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَنَّنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ
عَنِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ
لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ .

৭৩৪। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মসজিদে আযান হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে বেরিয়ে যাবে এবং তার ফিরে আসার ইচ্ছা নাই সে মোনাফিক।

كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ (মসজিদ ও জামাআত)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করলো ।

৭৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذَكِّرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

৭৩৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর নামের যিকিরের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন।

৭৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ .

৭৩৬। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ অনুরূপভাবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন।

৭৩৭- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

৭৩৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ সমপদ ব্যয়ে আল্লাহর জন্য একটি মসজিদস নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন।

৭৩৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য টিডির টিবির ন্যায় বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

মসজিদসমূহ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা।

৭৩৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা মসজিদের সৌন্দর্য ও সুসজ্জিতকরণ নিয়ে পরস্পর গর্ষ না করবে ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

৭৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার মনে হয়, তোমরা আমার পরে তোমাদের মসজিদসমূহকে ইহুদীদের সিনাগগ ও নাসারাদের গির্ঘার ন্যায় বিশালাকার প্রাসাদরূপে তৈরি করবে।

৭৪১- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا زَحْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ .

৭৪১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন জাতির মসজিদসমূহকে সোনা-রূপা খচিত করা কত মন্দ কাজ!

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

মসজিদসমূহ নির্মাণের বৈধ স্থান।

৭৪২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي النَّجَّارِ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَمَقَابِرُ لِلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ ثَامِنُونِي بِهِ قَالُوا لَا نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا أَبَدًا قَالَ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَهُمْ يَنَاقِلُونَهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِلَّا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ حَيْثُ أَدْرَكَتَهُ الصَّلَاةُ .

৭৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের স্থানটি ছিল নাজ্জার গোত্রের, সেখানে কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ এবং মুশরিকদের কবর ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন : তোমরা এই জমিখণ্ড আমার নিকট বিক্রয় করো। তারা বলেন, আমরা কখনো এর বিনিময় মূল্য গ্রহণ করবো না। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং সাহাবীগণ তাঁকে মাটি ও কাদা দিতে থাকেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকেন : “আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন”। ইতিপূর্বে যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যেতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই নামায পড়তেন।

৭৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَاعِبَتُهُمْ .

৭৪৩। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তায়েফবাসীদের জন্য তাদের মূর্তির পাদপিঠে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন।

۷۴۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيُنٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنِ الْحَيْطَانِ تَلَقَى فِيهَا الْعَذْرَاتُ فَقَالَ إِذَا سُقِيتَ مَرَارًا فَصَلُّوا فِيهَا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৭৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে বলেন, কয়েকবার পানি ঢেলে দেয়ার পর তথায় নামায পড়া যাবে।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

যেসব স্থানে নামায পড়া মাকরুহ।

۷۴۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

৭৪৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সকল (পবিত্র) জায়গাই মসজিদ।

۷۴۶- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْأَيْلِ وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ .

৭৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন : ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ স্থানে, কসাইখানায়, কবরস্থানে, রাস্তার মাঝখানে, গোসলখানায়, উটের খোঁয়াড়ে এবং কাবা ঘরের ছাদে।

৭৪৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَا تَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِیَ اللَّیْثُ حَدَّثَنِیَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ ظَاهِرُ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَرْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَامُ وَعَطْنُ الْأَيْلِ وَمَحْجَةُ الطَّرِيقِ .

৭৪৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সাত জায়গায় নামায পড়া জায়েয নয় : কাবা ঘরের ছাদে, কবরস্থানে, ময়লা ফেলার স্থানে, কসাইখানায়, গোসলখানায়, উটের খোঁয়াড়ে ও রাস্তার মাঝখানে।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

মসজিদসমূহ যেসব কাজ করা মাকরুহ।

৭৪৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَصِيِّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ تَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خِصَالٌ لَا يَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ لَا يَتَّخِذُ طَرِيقًا وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ وَلَا يُقْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ وَلَا يَنْتَشَرُ فِيهِ تَبَلٌ وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ فِيءٍ وَلَا يَضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ وَلَا يُفْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ وَلَا يَتَّخِذُ سَوْقًا .

৭৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কতিপয় আচরণ মসজিদে নিষিদ্ধ। মসজিদকে চলাচলের পথ বানানো যাবে না, সেখানে অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী করা যাবে না, তীর, বর্শা বা কামান বহন করা যাবে না, কাঁচা গোশত নেয়া যাবে না, হৃদয় কার্যকর করা যাবে না, কারো কিসাস কার্যকর করা যাবে না এবং একে বাজারে পরিণত করা যাবে না।^৩

৭৪৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ تَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبَيْعِ وَالْإِتِّبَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ .

৩. কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অপরাধ ও তার সুনির্দিষ্ট শাস্তিকে (যেমন চুরির শাস্তি হস্তকর্তন) 'হৃদয়' বলে। মানুষের জান ও দেহের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের শাস্তিকে 'কিসাস' বলে। যেমন নরহত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (অনুবাদক)।

৭৪৯। আমরা ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদসমূহ ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন।

৭৫০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السَّمِيُّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا عْتَبَةُ بْنُ يَقْظَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ جَبُّوا مَسَاجِدَكُمْ صَبِيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفَعَ أَصْوَاتِكُمْ وَأَقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سَيُوفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمُطَاهِرَ وَجَمَرُوهَا فِي الْجَمْعِ .

৭৫০। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তোমাদের মসজিদসমূহকে শিশু, পাগল, ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, হৈ-চৈ, হদ্দ কার্যকরকরণ ও উনুজ্ঞ অস্ত্র বহন থেকে হেফাযত করো। তোমরা তার দরজাসমূহের কাছে শৌচকর্মের জন্য টিলা রাখো এবং জুমুআর দিন তাকে সুগন্ধময় করো।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে ঘুমানো।

৭৫১ - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ أَتَانَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৭৫১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদে ঘুমানাম।

৭৫২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ يَعْشَرَ بْنَ قَيْسٍ بْنَ طَخْفَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظِقُوا فَاَنْظِقْنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ وَآكَلْنَا وَشَرَبْنَا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ شِئْتُمْ نَمْتُمْ هَاهُنَا وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْظِقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَقُلْنَا بَلْ نَنْظِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ .

৭৫২। কায়েস ইবনে তিখফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আসহাবে সুফফার অন্যতম সদস্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন : তোমরা যাও। অতএব আমরা আয়েশা (রা)-র ঘরে গেলাম এবং পানাহার করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা ইচ্ছা করলে এখানেও ঘুমাতে পারো, আর চাইলে মসজিদেও যেতে পারো। রাবী বলেন, আমরা বললাম, বরং আমরা মসজিদেই চলে যাই।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوْلُ

সর্বপ্রথম যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

৭৫৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوْلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مُصَلَّى فَصَلِّ حَيْثُ مَا أَدْرَكْتِكَ الصَّلَاةُ .

৭৫৩। আবু যার আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন : মসজিদুল হারাম। রাবী বলেন, আমি আবার বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন : তারপর মসজিদুল আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বলেন : চল্লিশ বছরের।^২ এখন তোমার জন্য সমগ্র পৃথিবীই মসজিদ। অতএব যেখানেই তোমার নামাযের ওয়াক্ত হয়, সেখানেই তুমি নামায পড়তে পারো।

২. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল জাওযী (র) বলেন, কাবা ঘরের নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং বাইতুল মাকদিসের নির্মাতা হযরত সূলায়মান (আ)-এর যুগের মধ্যে হাজার বছরাধিক কালের ব্যবধান। উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, এখানে দুই মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁহার বংশধরের জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের কোন ব্যক্তি হয়ত কাবা ঘর নির্মাণের চল্লিশ বছর পর বাইতুল মাকদিসের ভিত্তি স্থাপন করে থাকবেন। পরে হযরত ইবরাহীম (আ) কাবা ঘর এবং হযরত সূলায়মান (আ) বাইতুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করেন। খাতাবী (র) বলেন, আল্লাহর কোন সৎকর্মপরায়ণ বান্দা হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সূলায়মান (আ)-এর পূর্বে হয়ত বাইতুল মাকদিস নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) কাবা ঘর এবং হযরত সূলায়মান (আ) বাইতুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করেন। পুনর্নির্মাণ হিসাবে তাদের দু'জনকে দুই মসজিদের নির্মাতারূপে অভিহিত করা হয়েছে (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আশিয়া, ১খ, পৃ. ১৩৮)। কারণ পূর্ব-নির্মাণের কোন চিহ্নই বাকি ছিল না। তাঁরা সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন (অনুবাদক)।

بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ

গোত্রের এলাকায় বা মহল্লায় নির্মিত মসজিদসমূহ।

৭৫৪- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَلْوٍ فِي بَثْرِ لَهُمْ عَنْ عَتْبَانَ بْنِ مَالِكِ السَّالِمِيِّ وَكَانَ إِمَامٌ قَوْمِهِ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ شَهِدًا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ إِذْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَصْرَى وَإِنَّ السَّيْلَ يَأْتِي فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازَهُ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَأَفْعَلْ قَالَ أَفْعَلْ فَعَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ وَاسْتَأْذَنَ فَأَذْنَتْ لَهُ وَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ آيُنْ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشْرَتْ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُمْ .

৭৫৪। ইতবান ইবনে মালেক আস-সালিমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন তাঁর গোত্র বনু সালিমের মসজিদের ইমাম এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং সয়লাবের কারণে আমার ঘর ও আমার গোত্রের মসজিদের মধ্যকার নালাটি পানিপূর্ণ হয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। তা পার হয়ে আসা-যাওয়া আমার জন্য বেশি কষ্টকর। আপনি যদি মনে করেন, আমার বাড়িতে এসে আপনি একটা স্থানে নামায পড়বেন, যাকে আমি নামাযের স্থান বানাতে পারি, তাহলে তাই করুন। তিনি বলেন : আচ্ছা! তাই করবো। পরের দিন দুপুরের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকর (রা) আমার বাড়িতে আসেন এবং ভিতরে আসার অনুমতি চান। আমি তাঁকে ভিতর বাড়িতে আসার অনুমতি দিলাম। কিন্তু তিনি না বসে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার ঘরের কোন জায়গায় তোমার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমার নামায পড়া তুমি পছন্দ করো? আমি ঘরের যে স্থানে আমার নামায পড়া পছন্দ করি সেই জায়গাটি তাঁকে ইশারায় দেখি দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়েন। এরপর আমি তাঁকে খায়ীরা (এক প্রকার খাদ্য) খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করালাম, যা তাঁদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

৭৫৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْمُقْرِيُّ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَعَالَ فَحُطُّ لِي مَسْجِدًا فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا عَمِيَ فَبَاءَ فَفَعَلَ .

৭৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন, আপনি এসে আমার বাড়ির একটি স্থান আমার নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে দিন। যাতে সেখানে আমি নামায পড়তে পারি। ঘটনাটি ছিল তার অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরের। অতএব তিনি এসে তাই করলেন।

৭৫৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُثَنَّرِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أَحْبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ فَاتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ هَذِهِ الْفُحُولِ فَأَمَرَ بِنَاحِيَةِ مِنْهُ فَكُنَسَ وَرُشَّ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ الْفَحْلُ هُوَ الْحَصِيرُ الَّذِي قَدْ اسْوَدَّ .

৭৫৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কোন এক ফুফু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার তৈরি করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে এসে পানাহার করুন এবং তাতে নামায পড়ুন। অতএব তিনি এলেন। ঘরে একটি কালো চাটাই ছিল। তিনি ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করেন। আমরা চাটাইয়ে পানি ছিটিয়ে (তা পরিষ্কার করে লেছে) দিলাম। তিনি নামায পড়লেন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, যে চাটাই পুরানো হয়ে কালো হয়ে যায় তাকে 'ফাহল' বলে।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

মসজিদসমূহ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তাকে সুগন্ধিযুক্ত করা।

৭৫৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَخْرَجَ آذَى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

৭৫৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে ময়লা দূর করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন।

৭৫৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ .

৭৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে খোশবু ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

৭৫৯ - حَدَّثَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ .

৭৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

৭৬০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَوْلَى مَنْ أَسْرَجَ فِي الْمَسَاجِدِ تَمِيمُ الدَّارِيُّ .

৭৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামীম আদ-দারী (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মসজিদে আলো-বাতির ব্যবস্থা করেন।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে থুথু ফেলা মাকরুহ।

৭৬১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ أَبُو مَرْوَانَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ

حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ فِجْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ
وَالْيَبْرُوقَ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْبُسْرَى .

৭৬১। আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দেয়ালে থুথু বা কফ দেখতে পেলেন। তিনি একটি কাঁকর তুলে নিয়ে তা দিয়ে থুথু (কফ) মুছে ফেলেন, অতঃপর বলেনঃ তোমাদের কেউ থুথু ফেলতে চাইলে সে যেন তা তার সামনের দিকে এবং তার ডান দিকে না ফেলে, রবৎ তার বাম দিকে বা তার বাম পায়ের নীচে ফেলে।

٧٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ثَنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَعَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهَهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِّنَ
الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا حَلُوقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْسَنَ هَذَا .

৭৬২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কেবলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে খুবই রাগান্বিত হন, এমনকি তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। এক আনসারী মহিলা এসে তা মুছে ফেলে এবং সেই স্থানে সুগন্ধি লাগিয়ে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এটা কত উত্তম!

٧٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ
يَدَيْ النَّاسِ فَحَتَّتْهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي
الصَّلَاةِ كَانَ اللَّهُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ .

৭৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কিবলার দিকে থুথু দেখতে পান। তখন তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তিনি তা মুছে ফেলেন। অতঃপর নামাযশেষে তিনি বলেনঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযে রত থাকে, তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন। অতএব তোমাদের কেউ যেন নামাযরত অবস্থায় তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে।

٧٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَكَ بُرَاقًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ .

৭৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কিবলার দিকে (নিষ্কিণ্ড) থুথু মুছে ফেলেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ انْشَادِ الضَّلَالِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে হারানো জিনিস খুঁজে বেড়ানো নিষেধ।

৭৬৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَجَدْتُهُ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ .

৭৬৫। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, কে লাল উটের খোঁজ দিতে পারে (আমার লাল উটটি হারিয়ে গেছে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি যেন তা না পাও। মসজিদ যে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে।

৭৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ انْشَادِ الضَّلَالَةِ فِي الْمَسْجِدِ .

৭৬৬। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়েক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজার ঘোষণা দিতে নিষেধ করেছেন।

৭৬৭- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ تُبْنَ لَهُذَاكَ

৭৬৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজার ঘোষণা দিতে শুনলে সে যেন বলে, আল্লাহ তোমাকে যেন তা ফিরিয়ে না দেন। কারণ এজন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি।

بَابُ الصَّلَاةِ فِيْ اَعْطَانِ الْاَيْلِ وَمَرَاكِحِ الْغَنَمِ

উট ও বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া ।

৭৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ ابْنِ خَلْفٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَا ثَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الْاَيْلِ فَصَلُّوا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تَصَلُّوا فِيْ اَعْطَانَ الْاَيْلِ .

৭৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা বকরী বা উটের খোঁয়াড় ব্যতীত নামায পড়ার জায়গা না পেলে, বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়তে পারো কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে পড়বে না।

৭৬৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تَصَلُّوا فِيْ اَعْطَانَ الْاَيْلِ فَانْهَآ خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ .

৭৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়তে পারো কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ো না। কেননা তা শয়তানদের থেকে সৃষ্ট।

৭৭০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ ابْنِ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الرَّبِيعِ ابْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَصَلِّي فِيْ اَعْطَانَ الْاَيْلِ وَيُصَلِّي فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ .

৭৭০। সাবরা ইবনে মাবাদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া যাবে না, তবে বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া যাবে।

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

মসজিদে প্রবেশের দোয়া ।

৭৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ .

৭৭১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশকালে বলতেনঃ “আল্লাহর নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহর রাসূলকে সালাম। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার দয়ার দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন”। তিনি (মসজিদ থেকে) বের হওয়ার সময় বলতেনঃ “আল্লাহর নামে (প্রস্থান) এবং সালাম আল্লাহর রাসূলকে। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন”।

৭৭২- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَاصِيِّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضُّحَّاكِ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُؤَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

৭৭২। আবু হুমাঈদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের যে কেউ মসজিদে প্রবেশকালে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করে, তারপর যেন বলেঃ “হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন” এবং বের হওয়ার সময় যেন বলেঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি”।

৭৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ تَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ تَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ
ثَنِي سَعِيدَ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ
الْمَسْجِدَ فَلْيَسَلِمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا
خَرَجَ فَلْيَسَلِمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

৭৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের যে কেউ মসজিদে প্রবেশকালে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করে, অতঃপর বলেঃ “হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন” এবং বের হওয়ার সময়ও যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করে, অতঃপর বলেঃ “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করুন”।

অনুচ্ছেদ : ১৪

بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

পদব্রজে নামায পড়তে যাওয়া।

৭৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ
ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ
اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ
كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ .

৭৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উষু করার পর কেবল নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, আল্লাহ তার প্রতি কদমের বিনিময়ে তার একটি ধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেন যাবত না সে মসজিদে প্রবেশ করে। মসজিদে প্রবেশ করার পর সে যতক্ষণ নামাযের জন্য সেখানে অবস্থান করে, ততক্ষণ নামাযরত হিসাবেই গণ্য হয়।

৭৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ ابْنُ عُثْمَانَ تَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتَوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتَوْهَا تَمَشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا .

৭৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযের ইকামত শুরু হলে তোমরা তার জন্য দ্রুত বেগে আসবে না, বরং ধীরে সুস্থে হেঁটে আসবে। এরপর নামাযের যতটুকু পাও তা পড়ো এবং যতটুকু ছুটে যায় তা পূর্ণ করো।

৭৭৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷻ يَقُولُ إِلَّا أَدْلَكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطِيَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

৭৭৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের কথা বলে দিবো না, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদের গুনাহরাশি ক্ষমা করবেন এবং সওয়াবের পরিধিও বাড়িয়ে দিবেন? তারা বলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : কষ্টের সময় পূর্ণরূপে উষু করা, মসজিদসমূহের দিকে বেশি বেশি কদম রাখা এবং এক নামাযের পর অপরা নামাযের অপেক্ষায় থাকা।

৭৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَرَهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷻ سُنَنَ الْهُدَى وَلِعُمْرِي لَوْ أَنَّ كُلَّكُمْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ فَيَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي فِيهِ فَمَا يَخْطُو خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيبَةٌ .

৭৭৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগামীতে (কিয়ামতে) মুসলিম হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এই পাঁচ ওয়াজ্জ নামাযের প্রতি যত্নবান হয়, যেখানে তার জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা এটাই হলো হেদায়াতের উত্তম পন্থা। আর আল্লাহ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হেদায়াতের পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমার জীবনের শপথ! তোমাদের সকলে যদি নিজ নিজ বাড়িতে নামায পড়ে, তবে তোমরা অবশ্যই তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে। আর তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে। অবশ্যই আমরা প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত অপর কাউকে নামাযের জামাআত ত্যাগ করতে দেখতাম না। আমি এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি, যিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে জামাআতের কাতারে শরীক হতেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায পড়ে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তার এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেন।

৭৭৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ أَبُو الْجَهْمِ ثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَانِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاسْأَلُكَ أَنْ تُعِينَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ .

৭৭৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশ্যে তার ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বলে : “হে আল্লাহ! তোমার নিকট প্রার্থনাকারীদের যে অধিকার আছে তার উসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, এই পদব্রজের অধিকারের উসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। কেননা গৌরব, অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা, প্রসিদ্ধি লাভ ইত্যাদির জন্য আমি মোটেই বের হইনি। আমি বের হয়েছি তোমার অসন্তোষের ভয়ে এবং তোমার সন্তুষ্টির অন্বেষণে। অতএব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, তুমি আশুন থেকে আমাকে বাঁচাবে এবং আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করবে। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই”, আল্লাহ তার প্রতি রহমাতের দৃষ্টি দেন এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৭৭৯- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدِ الرَّمْلِيِّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ اسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سُمِّيَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَشْأُؤُنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلْمِ أَوْلَتْكَ الْخَوَاضُونَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ .

৭৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতের অন্ধকারে মসজিদসমূহে যাতায়াতকারীরাই আল্লাহর রহমতের অবেশী।

৭৮০- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَلْبِيِّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الشِّيرَازِيُّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُبَشِّرَ الْمَشْأُؤُونَ فِي الظُّلْمِ بِنُورِ تَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭৮০। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতের অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দেয়া হোক।

৭৮১- حَدَّثَنَا مَجْزَاءُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ مَوْلَى ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الصَّائِغِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشِّرِ الْمَشَائِينَ فِي الظُّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতের অন্ধকারে মসজিদসমূহে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও।

অনুচ্ছেদ : ১৫

بَابُ الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا

মসজিদ থেকে দূরে আরো দূরে বসবাসকারীর জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।

৭৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا .

৭৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মসজিদ থেকে দূরে আরো দূরে বসবাসকারীর জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

৭৮৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ تَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ الْمُهَلْبِيُّ تَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَا تُحْطُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَتَوَجَّعْتُ لَهُ فَقُلْتُ يَا فُلَانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقْبِكَ الرَّمْضَ وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْوَقْعِ وَيَقْبِكَ هَوَامُّ الْأَرْضِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَحَبُّ أَنْ بَيْتِي بَطْنُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَّى آتَيْتُ بَيْتَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاَهُ فَسَأَلَهُ فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُو فِي آثَرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ .

৭৮৩। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তির বাড়ি ছিল মদীনার শেষ প্রান্তে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে উপস্থিত হতে কখনো ভুল করতো না। রাবী বলেন, তার জন্য আমার মনে কষ্ট অনুভব করলাম। তাই আমি বললাম, হে অমুক! একটি গাধা কিনে নিলে তা তোমাকে গরম থেকে, পথের কষ্ট-কাঠিন্য থেকে এবং মাটির কীট-পতঙ্গ থেকে রেহাই দিত। লোকটি বললো, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের লাগোয়া আমার ঘর হোক, এটাও আমার পছন্দনীয় নয়। রাবী বলেন, আমি তার কষ্টে ব্যথিত হলাম, অবশেষে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একই কথা ব্যক্ত করে। সে আরো উল্লেখ করে যে, সে তার পদক্ষেপসমূহের সওয়াব আশা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি যে রূপ আশা করছো তদ্রূপই পাবে।

৭৮৪- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى تَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ تَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَرَادَتْ بَنُو سَلْمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلْمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ أَثَارَكُمْ فَأَقَامُوا .

৭৮৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সালিমার লোকেরা তাদের বাড়িঘর মসজিদে নববীর নিকটে স্থানান্তরিত করার ইচ্ছা করলো। কিন্তু নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার প্রান্ত এলাকা জনশূন্য হওয়া অপছন্দ করলেন। তাই তিনি বলেন : হে বনু সালিমা! তোমরা কি তোমাদের পদক্ষেপের সওয়াব আশা করো না? অতএব তারা স্বস্থানেই থেকে গেলো।

৭৮৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ بَعِيدَةً مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادُوا أَنْ يُفْتَرِبُوا فَنَزَلَتْ (وَنَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَأَثَارَهُمْ) قَالَ فَتَبَتُوا .

৭৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের বসতি মসজিদে নববী থেকে দূরে ছিল। তারা মসজিদের কাছাকাছি বসতি স্থানান্তরিত করতে চাইলে এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) : “আমি লিখে রাখি যা তারা অগ্রে পাঠায় এবং যা তারা পিছনে রেখে যায়” (সূরা ইয়াসীন : ১২)। রাবী বলেন, তখন তারা তাদের অবস্থানে বহাল থাকেন।

অনুচ্ছেদ : ১৬

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

জামাআতে নামায পড়ার ফযীলাত।

৭৮৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتُهُ فِي سُوْقِهِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

৭৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির জামাআতে নামায তার ঘরে বা বাজারে পড়া নামায অপেক্ষা বিশ গুণের অধিক মর্যাদাপূর্ণ।

৭৮৭ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا .

৭৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জামাআতের ফযীলাত তোমাদের কারো একাকী নামায পড়ার তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি।

৭৮৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

৭৮৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির জামাআতের নামায তার বাড়িতে পড়া নামায অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

৭৮৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَهُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

৭৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির জামাআতের নামায তার একাকী পড়া নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

৭৯০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

৭৯০। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির জামাআতে নামায তার একাকী পড়া নামায অপেক্ষা চব্বিশ কিংবা পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخْلُفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

নামাযের জামাআত ত্যাগ করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি।

৭৯১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ

ثُمَّ امْرُؤٌ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حَزْمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقُوا عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ بِالنَّارِ .

৭৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি নামায কায়েমের নির্দেশ দেই এবং এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে আদেশ করি। অতঃপর আমি লাকড়িসহ একদল লোককে নিয়ে বেরিয়ে যাই সেইসব লোকের নিকট যারা জামাআতে উপস্থিত হয়নি, অতঃপর তাদেরসহ তাদের বসতি আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে দেই।

৭৯২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي كَبِيرٌ ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ وَكَيْسَ لِي قَائِدٌ يَلَاؤُمْنِي فَهَلْ تَجِدُ مِنِّي رُخْصَةً قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً .

৭৯২। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমি বৃদ্ধ ও অন্ধ, আমার বসতিও দূরে এবং আমার সাহায্যকারী কোন পরিচালকও নেই। সুতরাং আপনি কি (আমাকে জামাআতে হাযির না হওয়ার ব্যাপারে) অবকাশ (অনুমতি) দিবেন? তিনি বলেন : তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন : আমি তোমার জন্য অবকাশ পাচ্ছি না।

৭৯৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ أَنبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ .

৭৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং তার কোন ওয়র না থাকা সত্ত্বেও জামাআতে উপস্থিত হলো না, তার নামায নাই।

৭৯৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِهِ لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدِّهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ .

৭৭৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ عَمَّارَةَ بْنِ غَرِيْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ .

৭৭৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : যে ব্যক্তি মসজিদে এসে জামাআতের সাথে চল্লিশ রাত তাকবীরে উলাসহ এশার নামায পড়বে, তার বিনিময়ে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির সনদ লিখে দেন।

অনুচ্ছেদ : ১৯

بَابُ لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَأَنْتِظَارِ الصَّلَاةِ

মসজিদসমূহে যাতায়াত বাধ্যতামূলক করে নেয়া এবং নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকা।

৭৭৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ .

৭৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে এবং যতক্ষণ নামায তাকে আটক রাখে, ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যে থাকে। তোমাদের কেউ যে মজলিসে নামায পড়েছে তাতে যতক্ষণ সে অবস্থান করে ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। তারা বলেন, “হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! তাকে অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ! তার তওবা কবুল করুন”। যতক্ষণ না তার উয়ু ছুটে যায়, যতক্ষণ না সে কাউকে কষ্ট দেয় (ততক্ষণ এই দোয়া চলতে থাকে)।

৮০০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشَّشَ اللَّهُ كَمَا يَتَبَشَّشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ .

৮০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে নামায ও যিকিরে রত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তার প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তার পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়।

৪-১-৮০১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا النُّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ ثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ ابْشُرُوا هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ أَنْظِرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى .

৮০১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়লাম। তারপর যার চলে যাওয়ার চলে গেলেন এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দ্রুতবেগে এলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হতে লাগলো। তিনি তাঁর দুই হাঁটুর উপর ভর করে বসে বলেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নিকট তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেন : তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা এক ফরয আদায়ের পর পরবর্তী ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

৪-১-৮০২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا رِشْدِينَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمَنِ بِاللَّهِ الْآيَةُ .

৮০২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে যাতায়াত করতে দেখলে তার ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য দিও। মহান আল্লাহ বলেন : “তারাই তো আল্লাহর মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে.....” (সূরা তওবা : ১৮)।

كِتَابُ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا

(নামায কায়েম করা এবং তার
নিয়ম-কানুন)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ اِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

নামায শুরু করা ।

৪০৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِيسِيُّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ .

৪০৩। আবু হুমাঈদ আস-সাইদী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে কিবলামুখী হতেন তখন তাঁর দুই হাত উত্তোলন করে আল্লাহ আকবার (তাকবীরে তাহরীমা) বলতেন ।

৪০৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبُعِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الرَّفَاعِيُّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

৪০৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করে (তাকবীরে তাহরীমার পর) বলতেন : “সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা” (হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বরকতপূর্ণ, আপনার মাহাত্ম্য সুউচ্চ এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই”) ।

৪০৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ

سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فَأَحْبَرْنِي مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي
وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ
كَالثُّوبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .

৮০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা বলার পর, তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে চুপ থাকেন কেন? তখন আপনি কি বলেন আমাকে বলুন! তিনি বলেন : আমি বলি : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا

بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثُّوبِ الْأَبْيَضِ مِنْ
الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .

হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গুনাহের মাঝে এরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যে রূপ আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপরাশি থেকে পবিত্র করুন, যেমন ময়লা থেকে ধবধবে সাদা কাপড় পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ হিমশীতল পানি দিয়ে ধৌত করুন”।

٨٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا
حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ
قَالَ (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ) .

৮০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করে বলতেন :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

“হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনার নাম বরকতময় এবং আপনার মাহাত্ম্য সুউচ্চ। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ الْأَسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ

নামাযের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা।

٨٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْة
عَنْ عَاصِمِ الْعَنْزِيِّ عَنْ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ (اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا) ثَلَاثًا (الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا) ثَلَاثًا (سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) قَالَ عَمَرُو هَمَزَهُ الْمَوْتَةَ وَنَفْثَهُ الشَّعْرُ وَنَفْخَهُ الْكَبِيرُ .

৮০৭। জুবাইর ইবনে মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি নামাযে প্রবেশ করে বলতেন : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا : তিনবার; سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا তিনবার এবং الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا : তিনবার। অতঃপর তিনি বলতেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ (“হে আল্লাহ! আমি বিভাড়ািত শয়তানের শয়তানী, তার অশ্লীল কবিতা এবং তার অহংকার হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই”) ‘আমর (র) বলেন, هَمَزُهُ অর্থ তার শয়তানী وَنَفْثُهُ অর্থ তার অশ্লীল কবিতা এবং نَفْخُهُ অর্থ তার অহমিকা।

৪. ৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) . قَالَ هَمَزُهُ الْمَوْتَةَ وَنَفْثَهُ الشَّعْرُ وَنَفْخَهُ الْكَبِيرُ .

৮০৮। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) . -এর অর্থ, তার শয়তানী, نَفْثُهُ অর্থ, তার অশ্লীল কবিতা এবং نَفْخُهُ -এর অর্থ, তার অহমিকা।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

নামাযের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা।

৪. ৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .

৮০৯। কাবীসা ইবনে হুব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন।

৪১০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ قَالَا ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .

৮১০। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে তাঁর বাম হাত ধরেন।

৪১১ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبرَاهِيمُ بْنُ حَاتِمِ أَنْبَاءَا هُشَيْمِ أَنْبَاءَا الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَأَضَعُ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَيَّ الْيُسْرَى .

৮১১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি আমার বাম হাত ডান হাতের রেখেছিলাম। তিনি আমার ডান হাত ধরে বাম হাতের উপর রাখেন।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

কিরআত শুরু করা।

৪১২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .

৮১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন” (সূরা ফাতেহা) দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

৪১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَانَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .

৪১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ও উমার (রা) “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন” দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

৪১৪- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَبَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مَكْرَمٍ قَالُوا ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى ثَنَا بَشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ (عُبَيْدِ) اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .

৪১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন” দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

৪১৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ قَيْسِ ابْنِ عَبَّايَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغْفَلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَلَّمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشَدَّ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ حَدِيثًا مِنْهُ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقْرَأُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَقَالَ أَيُّ بُنَى إِيَّاكَ وَالْحَدِيثُ فَنَانِي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عَثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ رَجُلًا مِنْهُمْ يَقُولُهُ فَاذَا قَرَأَتْ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

৪১৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা)-র পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামে নতুন কিছু উদ্ভাবন বা প্রচলনের বিরুদ্ধে আমার পিতার চাইতে অধিক কঠোর মনোভাবাপন্ন লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি আমাকে (নামাযের মধ্যে) “বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম” পড়তে শুনে বলেন, প্রিয় বৎস! বিদআত থেকে বিরত থাকো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর সাথে নামায পড়েছি, কিন্তু আমি তাদের কাউকে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনি নি। অতএব তুমি “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন” দ্বারাই কিরাআত শুরু করবে।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

ফজরের নামাযের কিরাআত ।

৪১৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ (وَالنَّخْلَ بِاسِقَاتٍ لَهَا طَلَعُ نَضِيدٍ) .

৪১৬। কুতবা ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের নামাযে “ওয়ান-নাখলা বাসিকাতিল লাহা তালউন নাদীদ” (সূরা কাফ থেকে) তিলাওয়াত করতে শুনেছেন।

৪১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَصْبَغِ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ كَأَنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ (فَلَا أُفْسِمُ بِالْخُنُسِ الْجَوَارِ الْكُنُسِ) .

৪১৭। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম এবং তিনি ফজরের নামাযে فَلَا أُفْسِمُ بِالْخُنُسِ الْجَوَارِ الْكُنُسِ (সূরা তাকবীর) পড়লেন। আমি যেন (এখনো) তার কিরাআত পাঠ শুনছি।

৪১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ ح وَحَدَّثَنَا سُؤْدَةُ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَهُ أَبُو الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السَّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ .

৪১৮। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে ষাট থেকে এক শত আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।

৪১৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٌ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوْفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيُطِيلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ .

৮১৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়তেন। তিনি যোহরের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফজরের নামাযেও এরূপ করতেন।

۸۲- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِ (الْمُؤْمِنُونَ) فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ عَيْسَى أَصَابَتْهُ شَرْقَةٌ فَرَكَعَ يَعْنِي سَعَلَهُ .

৮২০। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে “সূরা মুমিনুন” তিলাওয়াত করলেন। তিনি তিলাওয়াত করতে করতে ঙসা (আ)-এর প্রসঙ্গ পর্যন্ত উপনীত হলে তাঁর হাঁচি (বা কফ) আসে। তিনি তখন রুকুতে চলে গেলেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমুআর দিন ফজরের নামাযের কিরাআত।

۸۲۱- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ .

৮২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা আলিফ-লাম-মীম তানখীল আস-সাজদা এবং ওয়াহাল আতা আলাল ইনসানে (সূরা আদ-দাহর) তিলাওয়াত করতেন (মু)।

۸۲۲- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَوْرَانَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ .

৮২২। মুসআব ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।

৪২৩- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ آيَةَ تَنْزِيلٍ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ .

৮২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে আলিফ-লাম-মীম-তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।

৪২৪- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَأَنَا اسْحَاقُ بْنُ سَلِيمَانَ أَنبَأَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ آيَةَ تَنْزِيلٍ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ . قَالَ اسْحَاقُ هَكَذَا ثَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَا أَشْكُ فِيهِ .

৮২৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।

ইসহাক (র) বলেন, আমর (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আমি এতে কোন সন্দেহ পোষণ করি না।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

যোহর ও আসর নামাযের কিরাআত।

৪২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا رَيْبَعَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ قُلْتُ لَهُ بَيْنَ رَحِمِكَ اللَّهُ قَالَ كَأَنَّ الصَّلَاةَ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَجِيءُ فَتَوَضَّأَ فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ .

৮২৫। কায'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এতে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই। আমি বললাম, আপনি স্পষ্ট করে বলুন, আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহ করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যোহর নামাযের ইকামত দেয়া হতো। আমাদের কেউ আল-বাকী নামক স্থানে গিয়ে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে এসে উযু করতো, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যোহরের প্রথম রাক'আতেই পেতো।

৪২৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِحَبَابٍ بَابِي شَيْءٌ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ بِاضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ .

৮২৬। আবু মামার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোহর ও আসর নামাযের কিরাআত কিসের মাধ্যমে বুঝতেন? তিনি বলেন, তাঁর দাঁড়ি নড়াচড়ার মাধ্যমে।

৪২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ قَالَ وَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيْيْنَ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ .

৮২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে অমুকের নামাযের চাইতে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কারো নামায় দেখিনি। রাবী বলেন, তিনি যোহরের প্রথম দুই রাক'আত দীর্ঘ করতেন এবং পরবর্তী দুই রাক'আত সংক্ষেপ করতেন এবং আসরের নামায় সংক্ষেপ করতেন।

৪২৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ثَنَا زَيْدُ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ بَدْرِيًّا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الرُّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدَرَ النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ وَقَاسُوا ذَلِكَ فِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ .

৮২৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তিরিশজন সাহাবী সমবেত হয়ে বলেন : আসুন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীরবে পঠিত (যোহর ও আসর) নামাযের কিরাআত সম্পর্কে অনুমান করি। তাদের মধ্যে দু'জন সাহাবীও তাদের এ অনুমানে মতভেদ করেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম রাকআতে তিরিশ আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে তার অর্ধেক সংখ্যক আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এভাবে তারা অনুমান করলেন যে, তিনি আসরের নামাযে যুহরের দ্বিতীয় রাকআতে পঠিত কিরাআতের সমপরিমাণ কিরাআত পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

যোহর ও আসরের নামাযে কখনো কখনো কুরআন তিলাওয়াত।

৪২৭- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوْفِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَنُسَمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا .

৮২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরসহ যোহরের নামায পড়াকালে প্রথম দুই রাকআতে কখনো কখনো আমাদের শুনিয়ে কিরাআত পাঠ করতেন।

৪৩- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ثَنَا سَلْمُ بْنُ قَتَيْبَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ فَتَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ .

৮৩০। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে যোহরের নামায পড়তেন। আমরা সূরা লুকমান ও সূরা যারিয়াত থেকে তাঁর পঠিত আয়াতের পর আয়াত শুনতে পেতাম।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের নামাযের কিরাআত।

৪৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَيْشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّهِ (حَدَّثَنَا

أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هِيَ لِبَابَةِ) أَنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ
بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْقًا .

৮৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তার মাতা লুবাবা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে “ওয়াল মুরসালাতে উরফান” সূরা থেকে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন।

۸۳۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ
ابْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ . قَالَ جُبَيْرٌ
فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
الْخَالِقُونَ إِلَى قَوْلِهِ فَلَيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) كَادَ قَلْبِي يَطِيرُ .

৮৩২। মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর থেকে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। জুবাইর (রা) অন্য হাদীসে বলেন, আমি যখন তাঁকে তিলাওয়াত করতে শুনলাম (অনুবাদ) : “তারা কি সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা?..... তাহলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করুক” (সূরা তুর : ৩৫-৩৮), তখন আমার অন্তর উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

۸۳۳- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَدِيلٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ .

৮৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

এশার নামাযের কিরাআত।

۸۳۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَانَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَامِرٍ بِنِ زُرَّارَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

৮৩৪। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়েন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সূরা ওয়াত-তীন ওয়ায-যাইতুন পড়তে শুনেছি।

৮৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَانَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ
زُرَّارَةَ ثنا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ حَمِيْعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ مِثْلَهُ
قَالَ فَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ .

৮৩৫। আল-বারাআ (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমি তাঁর চাইতে উত্তম ও সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত আর কোন মানুষের নিকট শুনিনি।

৮৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَانَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (اقْرَأْ
بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى وَقِرْأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৮৩৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) তার সংগীদের নিয়ে এশার নামায পড়লেন এবং তাদের নামাযকে দীর্ঘায়িত করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি সূরা ওয়াশ-শামস, সূরা আলা, সূরা লাইল ও সূরা আলাক ইত্যাদি (ক্ষুদ্র সূরা) পাঠ করবে।

অনুচ্ছেদ : ১১

بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْأَمَامِ .

ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া।

৮৩৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا
ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৮৩৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি, তার নামায হয়নি।

৪৩৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَإِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَعَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ .

৮৩৮। আবুস সাইব (র) আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি কোন নামায পড়লো এবং তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়েনি তার নামায অসম্পূর্ণ। আবুস সাইব (র) বলেন, আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমি কখনো কখনো ইমামের সাথে নামায পড়ি। তিনি আমার বাহুতে খোঁচা দিয়ে বলেন, হে ফারিসী! তুমি তা মনে মনে পড়ো।

৪৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ح وَحَدَّثَنَا سُؤدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) وَسُورَةٌ فِي قَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا .

৮৩৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ফরয অথবা অন্য সব নামাযে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা পড়েনি তার নামায হয়নি।

৪৪০ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ .

৮৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে কোন নামাযে সূরা ফাতিহা না পড়া হলে তা অসম্পূর্ণ।

৪৪১- حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سُكَيْنٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّلْعِيُّ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ .

৪৪১। আমার ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে কোন নামাযে সূরা ফাতিহা না পড়লে তা অসম্পূর্ণ তা অসম্পূর্ণ।

৪৪২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسِرَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَقْرَأُ وَالْأَمَامُ يَقْرَأُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ أَفَى كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجَبَ هَذَا .

৪৪২। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, ইমামের কিরাআত পড়ার সাথে সাথে আমিও কি কিরাআত পড়বো? তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, প্রত্যেক নামাযেই কি কিরাআত আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হ্যাঁ। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বললো, এটি বাধ্যতামূলক হয়ে গেলো।

৪৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْأَمَامِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৪৪৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যোহর ও আসর নামাযের প্রথম দুই রাকআতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা এবং শেষ দুই রাকআতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তাম।

১. ইমাম মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে, ইমামের ফাতিহা পাঠের শব্দ মোকতাদীদের কানে আসলে তারা ফাতিহা পড়বে না; কিন্তু শুনা না গেলে পড়বে। ইমাম শাফিঈর মতে সর্বাবস্থায় মোকতাদীকে ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে কোন অবস্থায়ই মোকতাদীকে ফাতিহা পাঠ করতে হবে না। তিনি প্রথম দিকে নিঃশব্দে কিরাআত পাঠ করা নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পক্ষপাতী ছিলেন। হানাফী আলেম মোস্তা আলী কারী, আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী, আবদুল হাই লাখনাবী ও রশীদ আহমাদ গাংগোহী (র) সালাতে সিরসির মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী মরহুম বলেন, ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ

সম্পর্কে আমি যতটুকু অনুসন্ধান করেছি তার আলোকে অধিকতর সঠিক পন্থা এই যে, ইমাম যখন উচ্চস্বরে ফাতিহা পাঠ করবেন তখন মোকতাদীগণ চুপ থাকবে, আর ইমাম যখন অনুচ্চ স্বরে পাঠ করবেন তখন মোকতাদীরাও সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এই পন্থায় কুরআন ও হাদীসের কোন নির্দেশের বিরোধিতা করার কোন সন্দেহ থাকে না এবং যাবতীয় দলীল সামনে রেখে এরূপ একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ (র) এ পন্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ করে না অথবা সর্বাবস্থায় ফাতিহা পাঠ করে, আমরা এটা বলতে পারি না যে, তার নামায হয় না। কেননা উভয় মতের সপক্ষে দলীল বিদ্যমান রয়েছে এবং এই ব্যক্তি জেনেবুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্দেশের বিরোধিতা করছে না, বরং তার কাছে দলীলের ভিত্তিতে যে মত প্রমাণিত তার উপর আমল করছে (রাসায়েল-মাসায়েল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯, ১৮৯)।

“যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায হয়নি” এ হাদীসের ভিত্তিতে সূরা ফাতিহাকে কেন্দ্র করে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিঈর মধ্যে দুইটি বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

এক : নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয না ওয়াজিব না সূনাত? ইমাম আবু হানীফার মতে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের দৃষ্টিতে ইমাম শাফিঈ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফা তার মতের পক্ষে দলীল দিয়ে বলেন, এ হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ। আর খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস দিয়ে কুরআনের অধিক বা সম-পর্যায়ের হুকুম (ফরয) প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

দুই : সূরা ফাতিহা পড়া ইমাম, মোকতাদী এবং একাকী নামায আদায়কারী সকলের জন্য ওয়াজিব কি না? ইমাম শাফিঈর মতে সকলের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। তিনি হাদীসে উল্লেখিত “মান” (যে কোন ব্যক্তি) শব্দের শ্রেণিতে মোকতাদীর উপরও ফাতিহা পড়া অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করেন। কেননা শব্দটি সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক। এ শব্দের মধ্যে ইমাম, মোকতাদী নির্বিশেষে সবাই অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু হানীফার মতে ফাতিহা পড়ার নির্দেশ মোকতাদীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। তিনি কুরআনের আয়াত, রাসূলের হাদীস এবং এ সম্পর্কে যে সকল ভীতি এসেছে তার শ্রেণিতে ফাতিহা পড়ার সাধারণ নির্দেশ থেকে মোকতাদীকে বাদ দিয়েছেন। নির্দেশসমূহ এই :

এক : আল্লাহ তাআলা বলেন : “যখন কুরআন পড়া হয়, তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং নীরবতা অবলম্বন করো” (সূরা আরাফ : ২০৪)।

ইমাম শাফিঈর মতেও এ আয়াত ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অবশ্য তার মতে পরবর্তী সময়ে এ আয়াতের হুকুম মানসূখ হয়ে যায়। কারো কারো মতে এ আয়াত খুবতাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অপর একদল আলেমের মতে এ আয়াত অন্য বিষয়ে নাযিল হয়েছে। তবে প্রথম মতটিই সর্বাধিক সহীহ।

দুই : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “যে ব্যক্তি নামায পড়েছে, অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পড়েনি, সে নামাযই পড়েনি, তবে ইমামের পেছনে নামায পড়ে থাকলে স্বতন্ত্র কথা”।

তিন : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, “যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ে তার জন্য বড়ই পরিতাপ, তার মুখে যেন মাটি পড়ে”।

উপরে উল্লেখিত দলীলসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোকতাদীকে ফাতিহা পড়ার সাধারণ নির্দেশ থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। তাছাড়া আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, “যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আর একটি সূরা পড়েনি তার নামায হয়নি” (ইবনে মাজা, ৮৩৯ নং হাদীস)।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, সূরা ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা পড়তে হবে। অথচ ইমাম শাফিঈ ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা পড়া ফরয মনে করেন না। বরং তার মতে ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা মিলানো মুস্তাহাব। ইমাম শাফিঈ এ হাদীসে উল্লেখি “লা সালাতা”-এর অর্থ করেন,

بَابُ فِي سَكَتِي الْأَمَامِ

ইমামের নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান ।

৪৪৪ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جَمِيلِ الْعَتَكِيِّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ سَكَتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ كَرَّ ذَلِكَ عَمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَكَتَبْنَا إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ فَكَتَبَ أَنْ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ . قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السُّكَّتَانِ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ وَإِذَا فَرَعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَإِذَا قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ إِذَا فَرَعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفْسُهُ .

৮৪৪ । সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কণ্ঠস্থ করেছি । ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) তা অস্বীকার করেন (এবং বলেন, আমরা একটি স্থান জানি) । আমরা বিষয়টি মদীনাতে উবাই ইবনে কাব (রা)-কে লিখে জানালাম । তিনি লিখেন, সামুরা (রা) বিষয়টি স্মরণ রেখেছেন । অধস্তন রাবী সাঈদ (র) বলেন, আমরা কাতাদা (রা)-কে বললাম, সেই নীরবতা অবলম্বনের স্থান দু'টি কি কি? তিনি বলেন, যখন তিনি তাঁর নামাযে প্রবেশ করতেন এবং যখন তিনি কিরাআত শেষ করতেন, অতঃপর তিনি বলেন, যখন তিনি

নামায পরিপূর্ণ হয় না । সুতরাং ইমাম শাফিঈ যে দলীলের ভিত্তিতে ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা পড়া ফরয নয় বলেন, আমরাও সেই প্রমাণের ভিত্তিতেই বলি যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়াও ফরয নয় । ইমাম আবু হানীফার মতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব । ইমাম শাফিঈর মতে নামাযে সূরাত ছেড়ে দিলে অর্থাৎ ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা না পড়লে নামায অপরিপূর্ণ থেকে যায় । অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানীফার মতেও নামাযে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে অর্থাৎ সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায অবশ্যই অপরিপূর্ণ থেকে যাবে । এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে । তিনি বলেন : “যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামায অপূর্ণ হয়ে গেলো” ।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সূরা ফাতিহা পরিত্যাগ করলে নামাযে অপূর্ণতার কারণ ঘটে, নামায না হওয়ার কারণ ঘটে না । সুতরাং এ হাদীসের সারকথা হচ্ছে, ইমামের কিরাআত মোকতাদীর কিরাআত । কাজেই মোকতাদী নামাযে সূরা ফাতিহা না পড়লেও তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে । কারণ ইমামের অনুসরণকারী হিসাবে মোকতাদীও ইমামের পাঠের অন্তর্ভুক্ত (শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান) ।

“গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন” পড়তেন। রাবী বলেন, কিরাআত পাঠ শেষ করে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন, এটা লোকদের ভালো লাগতো।

৪৬৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَشْكَابٍ قَالَا
ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ يُوْتُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمْرَةُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ
فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَسَكْتَةٌ عِنْدَ الرَّكُوعِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ
الْحُسَيْنِ فَكَتَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فَصَدَّقَ سَمْرَةَ .

৮৪৫। আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরা (রা) বলেছেন, আমি নামাযের মধ্যে নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান স্মৃতিতে ধরে রেখেছি : একটি কিরাআত শুরু করার পূর্বে এবং অপরটি রুকূর সময়। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) তা অস্বীকার করেন। তারা বিষয়টি সম্পর্কে মদীনাতে উবাই ইবনে কাব (রা)-কে লিখেন। তিনি সামুরা (রা)-র মত সমর্থন করেন।

অনুচ্ছেদ : ১৩

بَابُ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

ইমাম যখন কিরাআত পড়েন তখন তোমরা নীরব থাকো।

৪৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ
الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمَدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا
فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ .

৮৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো। যখন তিনি কিরাআত পড়েন তখন তোমরা নীরব থাকো। যখন তিনি “গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দোয়াল্লীন” বলেন, তখন তোমরা ‘আমীন’ বলো। যখন তিনি রুকূ করেন, তখন তোমরাও রুকূ

করো। আর যখন তিনি “সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ” বলেন, তখন তোমরা “আল্লাহুমা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ” বলো। যখন তিনি সিজদা করেন, তখন তোমারাও সিজদা করো। তিনি বসা অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও সকলে বসা অবস্থায় নামায পড়ো।

৪৬৭- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمْ التَّشَهُدُ .

৮৪৭। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমামের কিরাআত পাঠের সময় তোমরা নীরব থাকবে। তিনি তাশাহুদ পাঠের জন্য বসলে তোমাদের যে কোন মুসল্লীর প্রথম যিকির যেন হয় তাশাহুদ।

৪৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً نَظَنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَالِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ .

৮৪৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়লেন, আমাদের মতে তা ছিল ফজরের নামায। নামাযশেষে তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ কি কিরাআত পড়েছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি পড়েছি। তিনি বলেন : তাই তো (মনে মনে) বলছিলাম, আমার কুরআন পাঠে বিশ্ব ঘটছে কেন!

৪৬৯- حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ فَسَكْتُوا بَعْدُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ .

৮৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে : যে নামাযে ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন, তখন থেকে সেই নামাযে তারা কিরাআত পাঠ ত্যাগ করেন।

১৫০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قَرَأَهُ .

৮৫০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাদের ইমাম আছে (যারা ইমামের সাথে নামায পড়ে), তার কিরাআতই তাদের কিরাআত।

অনুচ্ছেদ : ১৪

بَابُ الْجَهْرِ بِأَمِينٍ

সশব্দে আমীন বলা।

১৫১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا تَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ فَمَنْ وُافِقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَةُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৮৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা ফেরেশতাগণও তখন আমীন বলেন। অতএব যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে হয় তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করা হয়।

১৫২ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا تَنَا مَعْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِنُوا فَمَنْ وُافِقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَةُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৮৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) 'আমীন' বলে, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে হয়, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

৪৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُوسَى ثَنَا بَشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّامِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيُرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ .

৮৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা ‘আমীন’ বলা ত্যাগ করেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন’ বলার পর ‘আমীন’ বলতেন, এমনকি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনে পেতো এবং এতে মসজিদে প্রতিধ্বনি হতো।

৪৫৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيْبَةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ .

৮৫৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘ওয়ালাদ দোয়াল্লীন’ বলার (পড়ার) পর ‘আমীন’ বলতে শুনেছি।

৪৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيِّ قَالَا ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ فَسَمِعْنَاهَا مِنْهُ .

৮৫৫। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। তিনি “ওয়ালাদ দোয়াল্লীন” বলার পর “আমীন” বলেছেন। আমরা তা তাঁকে বলতে শুনেছি।

৪৫৬- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ ثَنَا سَهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَسَدْتُكُمُ الْيَهُودَ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدْتُكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّامِينَ .

৮৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ইহুদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এত বেশী ঈর্ষান্বিত নয় যতটা তারা তোমাদের সালাম ও আমীনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত।

৪৫৭- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُسْهَرٍ قَالَا ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَبِيحِ الْمُرِّيُّ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى أَمِينٍ فَاكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ أَمِينٍ .

৮৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইহুদীরা তোমাদের আমীন বলায় যত বেশী ঈর্ষান্বিত হয়, আর কোন জিনিসে তত ঈর্ষান্বিত হয় না। তাই তোমরা অধিক পরিমাণে আমীন বলাও।

অনুচ্ছেদ ৪ ১৫

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

রুকূতে যেতে ও রুকূ থেকে মাথা তুলতে রাকফউল ইয়াদাইন করা।^২

৪৫৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السُّجُودَيْنِ .

৮৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি নামায শুরু করতে তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন, তিনি রুকূতে যেতে এবং রুকূ থেকে মাথা তুলতেও তাই করতেন কিন্তু দুই সিজদার মাঝখানে হাত উত্তোলন করতেন না।

২. রুকূর সময় রফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী হাদীস রয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাযহাব মতে রফউল ইয়াদাইন করতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে এ সম্পর্কিত হাদীস মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। তাই হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ রফউল ইয়াদাইন করেন না। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলবী (র) বলেন, “মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও রফউল ইয়াদাইন করতেন, কখনও করতেন না। সুতরাং উভয়টাই সূনাত। এর প্রত্যেকটিই সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তী লোকদের এক এক দল গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকের পক্ষেই দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং কোন সূনাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে পরস্পর ঝগড়ায লিপ্ত হওয়া শরীআতের বিধান নয় (অনুবাদক)।

রুকূতে যাওয়ার সময় রফউল ইয়াদাইন করা : ইমাম মালেক (র) নামাযে সব সময় হাত ছেড়ে রাখেন। তিনি শুধুমাত্র নামায শুরু করার সময় হাত তোলেন, ইমাম মালেকের অপর একটি মত ইমাম শাফিঈর মতের অনুরূপ। ইমাম শাফিঈর মতে রুকূ করার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার

সময় রফউল ইয়াদাইন (দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উত্তোলন) করতে হবে। তিনি ইবনে উমার (রা)-র হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে নামায শুরু করার সময় ব্যতীত আর কোন সময় রফউল ইয়াদাইন করবে না। কেননা রফউল ইয়াদাইন ইসলামের শুরুতে ছিল। অতঃপর নামাযের শুরু ছাড়া অন্য সময়ে রফউল ইয়াদাইন করার হুকুম ক্রমান্বয়ে মানসূখ হয়ে যায়, শুধু নামায শুরু করার সময় রফউল ইয়াদাইন করার হুকুম বহাল থাকে। হানাফী আলেমরা ইমাম শাফিঈর জবাবে বলেন, ইমাম শাফিঈ শুধুমাত্র রুকু করা এবং রুকু থেকে উঠার সময় রফউল ইয়াদাইনের হুকুম গ্রহণ করেছেন। অথচ হাদীসে আর যে সকল সময়ে রফউল ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ আছে তিনি তাতে তা করেন না। তাহলে প্রশ্ন উঠে, ইমাম শাফিঈ নামাযের দুইটি অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় কেন রফউল ইয়াদাইন করেন না? অথচ ইমাম শাফিঈ বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র হাদীসের উপর আমল করেন। কারণ ইবনে উমার (রা)-র হাদীস সনদের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী। ইবনে উমারের হাদীস বুখারী শরীফে আনা হয়েছে। তার সনদও সহীহ এবং নির্ভুল। কিন্তু এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময়ও রফউল ইয়াদাইন করতে হবে। তাছাড়া অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক উঠা, বসা এবং নামাযের এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সময় রফউল ইয়াদাইন করতেন”। কিন্তু ইমাম শাফিঈ এসব হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। তার এই বর্জনের কারণই বা কি এবং এর জবাব বা কি? তিনি এ হাদীসমূহের যে জবাব দিবেন, আমরাও রুকু এবং রুকু থেকে উঠার সময় রফউল ইয়াদাইন না করার জবাব তাই দিবো। তাছাড়া মুজাহিদ (র) সাহাবী ইবনে উমার (রা)-র নিজস্ব আমলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ইবনে উমার (রা) তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় রফউল ইয়াদাইন করতেন না। ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) এ প্রসঙ্গে বলেন, যে সকল রাবী থেকে রফউল ইয়াদাইন করার হাদীস বর্ণিত আছে, তাদের থেকে রফউল ইয়াদাইন না করার হাদীসও বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু হানীফার দলীল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) মৃত্যু পর্যন্ত নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কোন সময়ে রফউল ইয়াদাইন করেননি। যদি রফউল ইয়াদাইন করা জরুরী হতো, তবে ইবনে মাসউদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর অন্তত এক বা দু'বার অবশ্যই রফউল ইয়াদাইন করতেন। অথচ ইবনে মাসউদ (রা) হাদীসের একজন হাফেয এবং মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও রফউল ইয়াদাইনের হাদীস ত্যাগ করেছেন। আর হাদীসবিদগণ ইবনে মাসউদ (রা)-কে জ্ঞান ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আবু বাকর (রা) ও উমার ফারুক (রা)-র উপর ফযীলাত দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-র মাযহাবের আর একটি দলীল এই যে, ইবনে মাসউদ (রা)-র প্রশংসায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন সাবধানী ও সতর্ক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন হাদীসের উপর আমল করা ত্যাগ করতেন না যতক্ষণ দিবালোকের ন্যায় তা মানসূখ হওয়ার ব্যাপারটি তার নিকট সাব্যস্ত না হতো। এ কারণেই তিনি রুকুতে তাতবীক করা ত্যাগ করেননি (তাতবীক অর্থ : দুই হাতের আংগুলগুলো একত্র করে রুকু এবং তাশাহুদদের সময় দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখা)। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ইবনে মাসউদ (রা)-র রফউল ইয়াদাইনের আমল ছেড়ে দেয়া এবং ইবনে উমার (রা)-র রফউল ইয়াদাইন করার পর পুনরায় ছেড়ে দেয়া প্রমাণ করে যে, রফউল ইয়াদাইনের হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। ইবনে উমার (রা) এ সম্পর্কে আরও বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফউল ইয়াদাইন করেছেন এবং আমরাও তা করেছি। এরপর তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন এবং আমরাও ছেড়ে দিয়েছি। ইমাম আওয়ানি (র) একদা ইমাম আবু হানীফার সাথে রফউল ইয়াদাইন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন। ইমাম আওয়ানি ইমাম আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কেন রফউল ইয়াদাইন করেন না? তিনি উত্তরে বলেন, এটা আমার নিকট প্রমাণিত হয়নি বলে আমি তা করি না। ইমাম আওয়ানি বলেন, কি করে এটা আপনার নিকট প্রমাণিত হয়নি? অথচ ইবনে শিহাব যুহরী (র) আমাকে সালেম (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু

৪৫৯- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِّنْ أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ .

৮৫৯। মালেক ইবনুল ছয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর উভয় কানের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি রুকুতে যেতেও তাই করতেন এবং রুকু থেকে মাথা তুলতেও অনুরূপ করতেন।

৪৬০- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوً مِّنْكَبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ .

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফউল ইয়াদাইন করতেন”। এর উত্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) বললেন, আমাকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহীম আন-নাখঈ থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফউল ইয়াদাইন করেননি”। ইমাম আওযাঈ বলেন, আপনার ও ইবনে মাসউদের মাঝে রাবীদের তিনটি স্তর রয়েছে। আর আমার ও ইবনে উমার (রা)-র মাঝে মাত্র দুইটি স্তর আছে। ইমাম আবু হানীফা (র) ইমাম আওযাঈকে বলেন, হাঁ। কিন্তু আমার সনদের রাবীগণ আপনার সনদের রাবীদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। কেননা হাম্মাদ যুহরীর তুলনায় অধিক ফযীলাতের অধিকারী। ইবরাহীম নাখঈ সালেম অপেক্ষা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সম্পর্কে আমি বলবো, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের কারণে সাহাবীদের অধিক ফযীলাত না হতো তাহলে ইবনে উমার (রা)-র তুলনায় আলকামা (র) অধিক মর্যাদার অধিকারী হতেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তো সকলেরই জানা ব্যক্তি। এমনকি লোকেরা তাকে আবু বাক্বর (রা) ও উমার (রা)-র তুলনায় অধিক ফযীলাত দান করেছেন। উমার (রা) ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে বলেন, “তিনি হচ্ছেন জ্ঞানের ঘর”। উবাই (রা) তার সম্পর্কে বলেন, “অভিজ্ঞ ব্যক্তি যতদিন তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন ততদিন আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না”। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। ইমাম আবু হানীফার উত্তর শুনে ইমাম আওযাঈ নীরব হয়ে যান। ইমাম আবু হানীফার এই যুক্তিসংগত বক্তব্য আর ইবনে মাসউদ (রা)-র বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে যে, ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস অধিক শক্তিশালী (শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান)।

৮৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি নামায শুরু করতে, রুকুতে যেতে এবং সিজদায় যেতে তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন।

৪৬১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ ثَنَا الْأَرْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمِعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ .

৮৬১। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযের প্রতিটি তাকবীরের সাথে তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন।

৪৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رَبِيعٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُرْمِعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَاعْتَدَلَ فَإِذَا قَامَ مِنَ الثَّنَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ .

৮৬২। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু কাতাদা (রা)-সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক অবগত। তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর আল্লাহ আকবার বলতেন। তিনি যখন রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন। অতঃপর তিনি যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতে দুই সিজাদা থেকে যখন দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দুই হাত তার কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমনটি তিনি নামায শুরু করার সময় করতেন।

৪৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حَمِيدٍ وَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ.

৮৬৩। আল-আব্বাস ইবনে সাহল আস-সাইদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ আস-সাইদী, সাহল ইবনে সাদ ও মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) একত্র হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে আলোচনা করেন। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত উপরে উঠাতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকুতে যাওয়ার সময়ও হাত উপরে উঠাতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন এবং তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন ও সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, যাতে সকল প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে এসে স্থির হয়।

৪৬৪- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوً مِنْكَبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودَيْنِ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ .

৮৬৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন। যখন তিনি রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনও অনুরূপ করতেন, যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। যখন তিনি দুই রাকআত শেষ করে দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপ করতেন।

৪৬৫- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ رِيَّاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ .

৮৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি তাকবীরের সময় তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন।

৪৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا رَكَعَ .

৮৬৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় এবং রুকুতে যাওয়ার সময় তাঁর দুই হাত (উপরে) উঠাতেন।

৪৬৭- حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ ثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّيُ فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا بِأُذُنَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ .

৮৬৭। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়েন তা অবশ্যই দেখবো। তিনি দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হলেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান বরাবর উঠালেন। তিনি রুকুতে যাওয়ার সময়ও তাঁর দুই হাত অনুরূপভাবে উঠালেন। তিনি যখন রুকু থেকে তাঁর মাথা উঠালেন তখনও তাঁর উভয় হাত অনুরূপভাবে উঠালেন।

৪৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو حُدَيْفَةَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ .

৮৬৮। আবুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) যখন নামায শুরু করতেন, তখন তার উভয় হাত উপরে উঠাতেন। তিনি যখন রুকু করতেন এবং রুকু থেকে তার মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। অধস্তন রাবী ইবরাহীম ইবনে তাহ্মান (র) তার দুই হাত তার দুই কান পর্যন্ত উঠালেন।

بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

নামাযে রুকু ।

৪৬৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّتْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ .

৮৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন, তখন তাঁর মাথা উচুও করতেন না, নিচুও করতেন না, বরং সোজা রাখতেন।

৪৭০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُجْزِئُ صَلَاةً لَا يَقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

৮৭০। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদা করে তার পিঠ সোজা করে না, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না।

৪৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُلَازِمُ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعَنَاهُ وَصَلَيْنَا خَلْفَهُ فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ رَجُلًا لَا يَقِيمُ صَلَاتَهُ يَعْنِي صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقِيمُ صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

৮৭১। আলী ইবনে শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন প্রতিনিধি দলের সদস্য। তিনি বলেন, আমরা রওনা হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম, তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম এবং তাঁর পিছনে নামায পড়লাম। তিনি এক ব্যক্তির

দিকে হালকা দৃষ্টিতে তাকান যে রুকু ও সিজদায় তার পিঠ সমতল রাখেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বলেন : হে মুসলিম সমাজ! যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদায় তার পিঠ সমতল করে না তার নামায হয় না।

৪৭২- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوْسُفَ الْفَرِيَابِيِّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ وَاِبَصَةَ بْنَ مَعْبُدٍ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فَكَانَ اِذَا رَكَعَ سَوَى ظَهْرَهُ حَتّٰى لَوْ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ .

৮৭২। ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি যখন রুকু করতেন তখন তাঁর পিঠ এমনভাবে সমতল করতেন যে, তার উপর পানি ঢাললে অবশ্যি তা স্থির থাকতো।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ وُضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

দুই হাঁটুর উপর দুই হাত রাখা।

৪৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ اِلَى جَنْبِ اَبِيْ فُطْبُقْتُ فَضْرَبَ يَدِيْ وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ اَمَرْنَا اَنْ نَرْفَعَ اِلَى الرُّكْبِ .

৮৭৩। মুসআব ইবনে সাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার পাশে রুকুতে গেলাম এবং উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করে তা দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি আমার হাতে আঘাত করে বলেন, আমরা (প্রথমে) এরূপ করতাম, অতঃপর আমাদেরকে হাঁটুর উপর হাত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪৭৪- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ اَبِي الرَّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بَعْضُ دَيْهِ .

৯৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করার সময় তাঁর দুই হাত তাঁর দুই হাঁটুতে রাখতেন এবং তাঁর বাহুদ্বয় তাঁর বগল থেকে আলাদা রাখতেন।

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

রুকু থেকে মাথা তোলার সময় যা বলবে ।

৪৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الْعُثْمَانِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

৮৭৫। আবু ছরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “সামিআল্লাহ লিমান হামিদা” বলার পর বলতেন “রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ” ।

৪৭৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

৮৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইমাম যখন “সামিআল্লাহ লিমান হামিদা” বলেন তখন তোমরা বলবে “রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ” (হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমার জন্য) ।

৪৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

৮৭৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : ইমাম যখন ‘সামিআল্লাহ লিমান হামিদা’ বলে তখন তোমরা বলবে, ‘আল্লাহুমা রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ’ ।

৪৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

৮৭৮। ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন বলতেন (অনুবাদ) : “যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনে। আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আকাশমণ্ডলী, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও সব কিছুই তোমার প্রশংসায় পূর্ণ”।

৪৭৭- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ ثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ ذُكِرَتِ الْجُدُودُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ جَدُّ فَلَانُ فِي الْخَيْلِ وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فَلَانُ فِي الْإِبِلِ وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فَلَانُ فِي النَّعَمِ وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فَلَانُ فِي الرَّقِيقِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرُّكْعَةِ قَالَ (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) وَطَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَهُ بِالْجَدِّ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ .

৮৭৯। আবু জুহাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত থাকা অবস্থায় তার নিকটেই ধন-সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এক ব্যক্তি বলেন, অমুকের অনেক ঘোড়া আছে। আরেকজন বলেন, অমুকের অনেক উট আছে। আর একজন বলেন, অমুকের অনেক বকরী আছে। অন্যজন বলেন, অমুকের অনেক দাস- দাসী আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাকআতের রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! তোমার জন্য সকল প্রশংসা, আসমান, জমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও সব কিছুই তোমার প্রশংসায় পূর্ণ। হে আল্লাহ! তুমি কাউকে দান করলে তার কোন প্রতিরোধকারী নাই এবং তুমি কাউকে দান না করলে কেই তাকে দান করতে পারে না। সম্পদশালীকে তার সম্পদ তোমার বিপরীতে উপকৃত করতে পারে না”। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘সম্পদ’ শব্দটি উচ্চস্বরে বললেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, তারা যা বলছে তা অনুরূপ নয়।

بَابُ السُّجُودِ

সিজদা করা।

৪৪০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ فَلَوْ أَنَّ بَهْمَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

৪৮০। মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সিজদাতে তাঁর দুই হাত (বগল থেকে) এতটা বিস্তার (ফাঁকা) করে রাখতেন যে, বকরীর বাচ্চা যেতে চাইলে তাঁর দুই হাতের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে পারতো।

৪৪১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ فَلَوْ أَنَّ بَهْمَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

৪৮১। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আকরাম আল-খুযাঈ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উবাইদুল্লাহ) বলেন, আমি আমার পিতার সংগে নামিরা এলাকায় এক সমতল ভূমিতে ছিলাম। আমাদের নিকট দিয়ে কতক আরোহী অতিক্রম করে এবং তারা রাস্তার এক প্রান্তে তাদের উট বসায়। আমার পিতা আমাকে বলেন, তুমি তোমার বকরীর পালের সাথে থাকো যাবত না আমি তাদের জিজ্ঞেস করে আসি যে, তারা কারা। রাবী বলেন, এরপর তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং আমিও তার কাছে পৌঁছলাম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইত্যবসরে নামাযের ওয়াক্ত হলো। আমি তাদের সাথে নামায পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই সিজদা করেছেন, আমি তাঁর দুই বগলের গুত্রতার দিকে দৃষ্টিপাত করেছি।

ইমাম ইবনে মাজা (র) বলেন, কতক লোক তাকে (রাবীর নাম) উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন। আবু বাকর ইবনে আবু শাইবা (র) বলেন, কতক লোক তাকে আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ বলেন।

৪৪১(১) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَصَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৮৮১(ক)। মুহাম্মাদ ইবনে বাশার-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী, সাফওয়ান ইবনে ইসা ও আবু দাউদ-দাউদ ইবনে কায়স-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪৪২ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

৮৮২। ওয়াইল ইবনে হুজুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি সিজদায় দুই হাতের আগে দুই হাঁটু রাখতেন। তিনি সিজদা থেকে দাঁড়াতে তাঁর দুই হাঁটুর আগে দুই হাত উঠাতেন।

৪৪৩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ .

৮৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি সাত অঙ্গে সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি।

৪৪৪ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا . قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَاحِدًا .

৮৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি সাত অঙ্গে সিজদা করতে এবং চুল ও পরিধেয় বস্ত্র না গুঁটাতে

আদিষ্ট হয়েছি। ইবনে তাউস (র) বলেন, আমার পিতা বলতেন, (সাত অংগ হলো) দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা এবং কপাল ও নাক। তিনি নাক ও কপালকে একটি অংগ গণ্য করতেন।

৪৪৫- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةٌ أَرَابٍ
وَجْهَهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ .

৮৮৫। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে তার সাতটি অঙ্গ সিজদা করে—তার মুখমণ্ডল, তার দুই হাতের তালু, তার দুই হাঁটু ও তার দুই পা।

৪৪৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ
ثَنَا أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَاوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يُجَافِي
بِيَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ .

৮৮৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আহমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদারত অবস্থায় তাঁর বাহুদ্বয় (বগল থেকে) এতটা পৃথক করে রাখতেন যে, তাঁর অত্যধিক কষ্টে আমাদের মনে সহানুভূতি জাগতো।

অনুচ্ছেদ : ২০

بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

রুকু ও সিজদার তাসবীহ।

৪৪৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ الْبَجَلِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ
أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَمِيَّ إِيَّاسَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ
الْجُهَنِيَّ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ .

৮৮৭। উক্বা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) বলেন, যখন নাযিল হয় (অনুবাদ), “অতএব তুমি তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো” (সূরা ওয়াকিআ : ৭৪ ও ৯৬ এবং আল-হাক্কাহ : ৫২), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেনঃ একে তোমাদের রুকুতে স্থাপন করো। আবার যখন নাযিল হয় (অনুবাদ) : “তুমি তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো” (সূরা আল-আলা : ১), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেনঃ একে তোমাদের সিজদায় স্থাপন করো।

৪৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَيْبَانًا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ عَنْ حَدِيثِ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

৮৮৮। ছায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকুতে “সুবহানা রব্বিয়াল আযীম” তিনবার বলতে এবং সিজদায় “সুবাহানা রব্বিয়াল আলা” তিনবার বলতে শুনেছেন।

৪৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

৮৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকু ও সিজদায় প্রায়ই বলতেন : “সুবাহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুমাগফির লী” (হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা করো)। তিনি কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তা করতেন।

৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهَدَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَذْنَاهُ .

৮৯০। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কেউ রুকুতে গিয়ে যেন তার রুকুতে “সুবহানা রব্বিয়াল আযীম” তিনবার বলে। সে তাই করলে তার রুকু পূর্ণ হলো। তোমাদের যে কেউ তার সিজদায় গিয়ে যেন “সুবহানা রব্বিয়াল আলা” তিনবার বলে। সে তাই করলে তার সিজদা পূর্ণ হলো। আর এটা হল তার ন্যূনতম সংখ্যা।

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ الْأَعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

সুষ্ঠুভাবে সিজদা করা।

৪৯১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ .

৮৯১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কেউ সুষ্ঠুভাবে যেন তার সিজদা করে। সে যেন কুকুরের ন্যায় তার বাহুদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে না দেয়।

৪৯২- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ سَابِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ .

৮৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা সুষ্ঠুভাবে সিজদা করো। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের ন্যায় তার বাহুদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে সিজদা না করে।

অনুচ্ছেদ : ২২

بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

দুই সিজদার মাঝখানে বসা।

৪৯৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ بَدِيلٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ

الرُّكُوعَ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى .

৮৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু' থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সিজদায় যেতেন না। তিনি এক সিজদা থেকে তাঁর মাথা তুলে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না এবং তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে বসতেন।

৪৯৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُفْعَ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ .

৮৯৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : তুমি দুই সিজদার মাঝে (কুকুরের ন্যায়) বসো না।

৪৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ النَّخَعِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَآبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ لَا تُفْعَ إِفْعَاءَ الْكَلْبِ .

৮৯৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আলী! তুমি কুকুরের ন্যায় বসো না।

৪৯৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُفْعَ كَمَا يُفْعَى الْكَلْبُ ضَعِ الْيَتِيكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَالرِّقَ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ .

৮৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : তুমি সিজদা থেকে তোমার মাথা তুলে কুকুরের মত বসো না। তোমার উভয় নিতম্ব তোমার দুই পায়ের পাতার মাঝখানে রাখো এবং তোমার দুই পায়ের পিঠ মাটির সাথে স্থাপন করো।

অনুচ্ছেদ : ২৩

بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

দুই সিজদার মাঝখানে পড়ার দোয়া ।

৪৯৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُقَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي) .

৪৯৭। হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে বসে বলতেন : “রবিগফির লী রবিগফির লী” (প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন, প্রভু আমায় ক্ষমা করুন”)।

৪৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي تَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْقِنِي) .

৪৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাযে দুই সিজদার মাঝখানে (বসে) বলতেন : “রবিগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়ারযুকনী ওয়ারফানী” (হে প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমার বিপদ দূর করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বর্ধিত করুন)।

অনুচ্ছেদ : ২৪

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْهُدِ

তাশাহুদ সম্পর্কে ।

৪৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى

بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَعَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ يَعْنُونَ الْمَلَائِكَةَ فَسَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

৮৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ার সময় বলতাম, “আল্লাহর উপর সালাম শ্তার বান্দাদের পক্ষ থেকে, জিবরাঈল, মীকাঈল ও অমুক অমুক ফেরেশতার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা “আসসালামু আলাল্লাহ” বলো না। আল্লাহই তো সালাম (শান্তিদাতা)। অতএব তোমরা বসে বলবে : “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি--- আবদুল্লাহ ওয়া রাসূলুল্লাহ” অর্থাৎ “সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমত ও প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক”। সে এ কথা বললে আসমান ও জমীনের সকল নেক বান্দার নিকট তা পৌছে যায়। “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল”।

৮৯৯ (১) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَتْبَانَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَحُصَيْنٍ وَأَبِي هَاشِمٍ وَحَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৮৯৯ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া-আবদুর রায়যাক-সুফিয়ান সাওরী-মানসূর, আমাশ, হুসাইন, আবু হাশেম ও হাম্মাদ-আবু ওয়াইল-আবু ইসহাক-আসওয়াদ-আবুল আহওয়াস-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৮৯৯ (২) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا قَبِيصَةُ أَتْبَانَا سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৮৯৯(খ)। মুহাম্মাদ ইবনে মামার-কাবীসা-সুফিয়ান-আমাশ, মানসূর ও হুসাইন-আবু ওয়াইল-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), (পুনরায়) সুফিয়ান-আবু ইসহাক-আবু উবায়দা-আসওয়াদ ও আবুল আহওয়াস-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৯০০ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا
السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

৯০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিখাতেন। তিনি বলতেন : আত্তাহিয়াতুল মুবারাকাতু.... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু”। (“সমস্ত বরকতময় সন্মান, ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমাত ও করুণা বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল”)।

৯০১ . حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَمْرٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهَشَامُ بْنُ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حَطَّانِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَظَبَنَا وَبَيْنَ لَنَا سُنَّتَنَا
وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ
التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَبْعَ كَلِمَاتٍ هِيَ تَحِيَّةُ الصَّلَاةِ .

৯০১। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন, আমাদের জন্য আমাদের পালনীয় সুন্নাতসমূহ

স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আমাদেরকে আমাদের নামায শিক্ষা দেন। তিনি বলেন : তোমরা যখন নামায পড়বে এবং বৈঠকে বসবে তখন তোমাদের প্রথম কথা হবে : “আত্তাহিয়্যাতে তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু.... ওয়া রাসূলুহ”। (“সমস্ত প্রশংসা, পবিত্রতা ও ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমাত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল”)। এই সাতটি বাক্যই নামাযের আত্তাহিয়্যাতু (যু)।

৯.২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ نَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا نَنَا أَيُّمَنُ بْنُ نَاجِلٍ نَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ .

৯০২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন : “বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি.... আউযু বিল্লাহি মিনান নার” (“আল্লাহর নামে ও আল্লাহর তৌফীকে শুরু করছি। সমস্ত সম্মান, ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমাত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহর নিকট বেহেশতের প্রার্থনা করি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় চাই”)।

অনুচ্ছেদ : ২৫

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দূরুদ পাঠ।

৯.৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَنَا خَالِدٌ مَخْلَدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ

قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ .

৯০৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! এই হলো আপনার প্রতি সালাম, যা আমরা জেনে নিয়েছি। অতএব দুরূদ কিরূপ? তিনি বলেন : তোমরা বলো (অনুবাদ) : “হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর রহমাত বর্ষণ করুন, যেরূপ রহমাত নাযিল করেছেন ইবরাহীমের প্রতি। আপনি মুহাম্মাদের উপর বরকত নাযিল করুন, যেরূপ বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীমের উপর”।

৯. ৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ
عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ
قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مُجِيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ .

৯০৪। ইবনে আবু লাইলা (র) বলেন, কাব ইবনে উজরা (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি উপহার দিবো না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসলে আমরা বললাম, আমরা আপনার প্রতি সালাম পেশের নিয়ম জেনে নিয়েছি। আপনার প্রতি দুরূদ কিভাবে পড়তে হবে? তিনি বলেন : তোমরা বলো (অনুবাদ) : “হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমাত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করুন, যেমন আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (আ)-কে। নিশ্চয় আপনি পরম প্রশংসিত মহিমান্বিত”।

৯. ৫ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ طَالُوتَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ ثَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَمَرْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

৯০৫। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি দুরুদ পাঠের জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছি। অতএব আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরুদ পাঠ করবো? তিনি বলেন : তোমরা বলো (অনুবাদ) : “হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর উপর এবং আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি এ বিশ্বজগতে বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রশংসিত মহিমাম্বিত”।

৯. ৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَيَانَ بْنِ زِيَادٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَوْنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالُوا لَهُ فَعَلِمْنَا قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ اَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغِيبُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

৯০৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পেশ করবে, তখন তোমরা তাঁর প্রতি উত্তমরূপে দুরুদ পেশ করবে। কেননা তোমাদের জানা নেই যে, নিশ্চয় তা তাঁর সামনে পেশ করা হয়। রাবী বলেন, সাহাবীগণ তাঁকে বললেন, আপনি আমাদের শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, তোমরা বলো (অনুবাদ) :

“হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল, প্রেরিত রাসূলগণের নেতা, মুত্তাকীগণের ইমাম, সর্বশেষ নবী, কল্যাণের উৎস, কল্যাণের দিকে পরিচালনাকারী ও দয়ার নবী মুহাম্মাদের উপর আপনার রহমাত, আপনার দয়া ও আপনার প্রাচুর্য নাযিল করুন। হে আল্লাহ! তাঁকে সেই সুপ্রশংসিত স্থানে পৌছিয়ে দিন, যার প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ

ঈর্ষান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের উপর রহমাত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমাত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত”।

৯.৭- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفِ أَبُو بَشْرِ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيَقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ .

৯০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে এবং যতক্ষণ সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। অতএব বান্দা চাইলে তার পরিমাণ (দুরূদ পাঠ) কমাতেও পারে বা বাড়াতেও পারে।

৯.৮- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِيءٌ طَرِيقَ الْجَنَّةِ .

৯০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার প্রতি দুরূদ পাঠাতে ভুলে গেলো সে জান্নাতের পথই ভুলে গেলো।

অনুচ্ছেদ : ২৬

بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُدِ وَالصَّلَاةِ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ

তাশাহুদ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদদের মধ্যে যা বলতে হবে।

৯.৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَاهِمٍ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَعْتَ أَحَدَكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ

بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ .

৯০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কেউ শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে অবসর হয়ে যেন চারটি বিষয়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে : দোযখের শাস্তি থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয়কর পরিস্থিতি থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে ।

৯১. - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَتَشْهَدُ
ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ أَمَا وَاللَّهِ مَا أَحْسَنُ دُنْدَنْتَكَ وَلَا دُنْدَنَةَ
مُعَاذٍ فَقَالَ حَوْلَهَا نُدْنَدُنُ .

৯১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি নামাযে কি পড়ো? সে বললো, আমি তাশাহুদ পড়ার পর আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই। তবে আল্লাহর শপথ! আপনার ও মুআযের নীরব দোয়া কতই না উত্তম। তিনি বলেনঃ আমরা নীরবে জান্নাতের পরিবেশ লাভের দোয়া করি।

অনুচ্ছেদ : ২৭

بَابُ الْأَشَارَةِ فِي التَّشْهَدِ

তাশাহুদের মধ্যে (আঙ্গুলে) ইশারা করা।

৯১১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَصَامِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَالِكِ
بْنِ نُمَيْرٍ الْخَزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَضَعَا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ
الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ وَيُشِيرُ بِإصْبَعِهِ .

৯১১। মালেক ইবনে নুমাইর আল-খুযায়ঈ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে তাঁর ডান হাত তাঁর ডান উরুর উপর রাখতে এবং তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতে দেখেছি।

৯১২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ حَلَقَ الْإِبْهَامَ وَالْوَسْطَى وَرَفَعَ
الَّتِي تَلِيهِمَا يَدْعُو بِهَا فِي التَّشْهَدِ .

৯১২। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাশাহুদে) বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা বৃত্তাকার করতে এবং তর্জনী উঁচু করতে দেখেছি। তিনি তা দিয়ে তাশাহুদে মধ্য দোয়া করতেন।

৯১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَاسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَيَدْعُو بِهَا وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِاسْنِطِهَا عَلَيْهَا .

৯১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের (তাশাহুদে) বৈঠকে বসে তাঁর দুই হাত তাঁর হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখতেন এবং ডান হাতের তর্জনী উঁচু করতেন ও তার দ্বারা দোয়া করতেন। বাম হাত তাঁর হাঁটুর উপর বিছানো থাকতো।

অনুচ্ছেদ : ২৮

بَابُ التَّسْلِيمِ

সালাম ফিরানো।

৯১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ حَدِّهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ .

৯১৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন, এমনকি তাঁর দুই গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। (তিনি বলতেন): “আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” (আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক)।

৯১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ .

৯১৫। আমের ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান দিকে ও বাঁম দিকে সালাম ফিরাতেন।

৯১৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

৯১৬। আন্নার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডানে ও বামে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর দুই গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। (তিনি বলতেন) : “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহ”।

৯১৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ صَلَّى بِنَا عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلَاةً ذَكَرْنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَهَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكْنَاهَا فَسَلِّمْ عَلِيَّ يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ .

৯১৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) উটের যুদ্ধের দিন আমাদেরসহ নামায পড়েন। তার নামায আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। জানি না, আমরা কি সেই পদ্ধতি ভুলে গিয়েছি, না আমরা তা ত্যাগ করেছি। তিনি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন।

অনুচ্ছেদ : ২৯

بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

যে ব্যক্তি একবার সালাম উচ্চারণ করে।

৯১৮- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ثَنَا عَبْدُ الْمُهِمِّنِ بْنُ عَبَّاسِ ابْنِ سَهْلٍ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تَلْقَاءَ وَجْهِهِ .

৯১৮। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনের দিকে একবার সালাম ফিরান।

৯১৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّغَانِيُّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تَلْقَاءَ وَجْهِهِ .

৯১৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাতেন।^৩

৯২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ عَنْ زَيْدِ مَوْلَى سَلْمَةَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً .

৯২০। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি একবার সালাম বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ৪ ৩০

بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْأِمَامِ

ইমামের সালামের জবাব দেয়া।

৯২১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهَدَلِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا سَلَّمَ الْأِمَامَ فَرُدُّوْا عَلَيْهِ .

৯২১। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইমাম যখন সালাম ফিরান, তোমরা তখন তার জবাব দিও।

৯২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ أَنْبَاءًا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أئِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ .

৯২২। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামগণকে এবং আমাদের একে অপরকে সালাম দেয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

৩. ইমাম মালেক (র)-এর মতে সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাতে হবে। হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবমতে ডানে ও বামে দুইবার সালাম ফিরাতে হবে (অনু.)।

بَابُ وَلَا يَخُصُّ الْأِمَامُ نَفْسَهُ بِالِدُّعَاءِ

ইমাম যেন শুধু নিজের জন্য দোয়া না করে ।

৯২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَاصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَدِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَوْمُ عَبْدٌ فَيُخْصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ .

৯২৩। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন বান্দা ইমামতি করলে সে যেন অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দোয়া না করে। সে যদি তাই করে, তবে সে মুকতাদীদের সাথে প্রতারণা করলো।

بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

সালাম ফিরানোর পর যা বলতে হয়।

৯২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشُّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

৯২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়ার অতিরিক্ত সময় বসতেন না : “হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি বিধাতা এবং আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি আসে। হে মহিমাভিত ও গৌরবময় সত্তা! আপনি প্রাচুর্যময়”।

৯২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَيْبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ مَوْلَى لِأَمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا .

৯২৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক ও এবং কবুল হওয়ার যোগ্য কর্মতৎপরতা প্রার্থনা করি”।

৯২৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ وَأَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ وَأَبُو الْأَجْلَحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَصَلْتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَالْفُ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمَدَ وَكَبَّرَ مِائَةَ فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَالْفُ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةَ سَيِّئَةً قَالُوا وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا قَالَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَنْفِكَ الْعَبْدَ لَا يَعْقِلُ وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ .

৯২৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলিম ব্যক্তি দু’টি অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই দু’টি অভ্যাস আয়ত্ত করাও সহজ, কিন্তু এ দু’টি অভ্যাস অনুশীলনকারীর সংখ্যা কম। প্রতি ওয়াস্ত নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আল্লাহ আকবর এবং দশবার আলহামদু লিল্লাহ বলা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এগুলো তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে গণনা করতে দেখেছি। তিনি বলেন : তা মুখে পড়লে হয় এক শত পঞ্চাশ এবং মীযানে হয় এক হাজার পাঁচ শত। সে শয্যা গ্রহণকালে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহ আকবর এক শতবার পড়লে তা তার মুখে হয় এক শত এবং মীযানে হয় এক হাজার। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে প্রতিদিন দুই হাজার পাঁচ শত গুনাহ করবে? তারা বলেন, কেউ এ দু’টি অভ্যাস কেন অনুশীলন করবে না। তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার নিকট এসে বলে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো, এমনকি বান্দা (নামায থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বুঝতে পারে না (যে, সে কত রাকআত পড়ছে)। অনুরূপভাবে সে

তার বিছানায় অবস্থানকালেও শয়তান সেখানে আসে এবং তাকে ঘুম পারাতে থাকে, অবশেষে সে ঘুমিয়ে যায়।

৯২৭- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بَشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ وَالذُّثُورِ بِالْأَجْرِ يَقُولُونَ كَمَا نَقُولُ وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ قَالَ لِي الْآخِرُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ وَفُتُّمْ مَنْ بَعْدَكُمْ تَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُسَبِّحُونَهُ وَتُكَبِّرُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِينَ وَآرُبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي أَيُّهُنَّ أَرْبَعٌ .

৯২৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো (সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে, আমি বললাম), ইয়া রাসূল্লাহ! বিস্তান লোকেরা পুরস্কার লাভে আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে। আমরা যা বলি, তারাও তা বলে এবং তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে, কিন্তু আমরা তা পারি না। তিনি আমাকে বলেন : আমি কি তোমাদের এমশ বিষয় বলে দিবো না, যা করলে তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের ধরতে পারবে এবং তোমরা যাদের অগ্রবর্তী হতে পারবে, তারা তোমাদের অতিক্রম করতে পারবে না? তোমরা প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর আলহামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ এবং আল্লাহ আকবার ৩৩ বার, ৩৩ বার এবং ৩৪বার পাঠ করবে। সুফিয়ান (র) বলেন, আমার মনে নেই যে, কোন কলেমাটি ৩৪ বার পাঠ করতে হবে।

৯২৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَدَادُ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ حَدَّثَنِي ثُوْبَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

৯২৮। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপনান্তে তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, অতঃপর বলতেন : “হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা এবং আপনার পক্ষ থেকে শান্তি পাওয়া যায়। হে মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী! আপনি বরকতময় প্রাচুর্যময়”।

بَابُ الْأَنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

নামায শেষে ফিরে বসা ।

৯২৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ قَبِيصَةَ ابْنِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمَّا النَّبِيُّ ﷺ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا .

৯২৯। কাবীসা ইবনে হুব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন এবং (সালাম ফিরিয়ে) তাঁর উভয় দিকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর চেহারা ঘুরাতেন।

৯৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْأً يَرَى أَنْ حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ أَنْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ .

৯৩০। আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন নিজের মধ্যে শয়তানের জন্য অংশ নির্ধারিত না করে। সে মনে করে যে, তার প্রতি আল্লাহর অধিকার হলো, কেবল তার ডান দিকে মোড় ঘোরা। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায়ই তাঁর বাম দিকে ঘুরে বসতে দেখেছি।

৯৩১ - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ .

৯৩১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযশেষে তাঁর ডান দিকে ও বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতে দেখেছি।^৪

৪. এসব হাদীসে সালাম ফিরানোর পর ইমামের নামাযীদের দিকে ঘুরে বসার কথা বলা হয়েছে (অনুবাদক)।

৯৩২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَقْدٍ حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضَى تَسْلِيمَهُ ثُمَّ يَلْبَثُ فِي مَكَانِهِ
يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ .

৯৩২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে সালাম ফিরানোর পর মহিলারা উঠে চলে যেতেন। অতঃপর তিনি উঠে যাওয়ার আগে নিজ জায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوَضِعَ الْعِشَاءُ

নামাযের সময় রাতের আহার পরিবেশন করা হলে।

৯৩৩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْعِشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاْبَدُؤْا بِالْعِشَاءِ

৯৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বলেন : (একই সময়) নামাযের ইকামত ও আহার দেয়া হলে, তোমরা আগে আহার করো।

৯৩৪- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضِعَ الْعِشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاْبَدُؤْا بِالْعِشَاءِ
قَالَ فَتَعَشَى ابْنُ عُمَرَ لَيْلَهُ وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ .

৯৩৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতের খাবার উপস্থিত করা হলে এবং (একই সময়) নামাযের ইকামত দেয়া হলে তোমরা প্রথমে আহার করো। রাবী বলেন, ইবনে উমার (রা) এক রাতে ইকামত পশ্চবণরত অবস্থায় আহার করেন।

৯৩৫- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاْبَدُؤْا بِالْعِشَاءِ .

৯৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রাতের খাবার উপস্থিত হলে এবং নামাযের ইকামতও দেয়া হলে তোমরা আগে আহার করো।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

বৃষ্টিমুখর রাতে নামাযের জামাআত।

৯৩৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ فَقَالَ أَبِي مَنْ هَذَا قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَتُنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبَلُ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ .

৯৩৬। আবুল মালীহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক বৃষ্টিমুখর রাতে বের হলাম। আমি ফিরে এসে ঘরের দরজা খুলতে বললাম। আমার পিতা বলেন, কে? আমি বললাম, আবু মালীহ। তিনি বলেন, আমরা হৃদয়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদেরকে বৃষ্টিতে পেলো, যাতে আমাদের জুতার তলাও সিক্ত হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ডেকে বলেন, তোমাদের শিবিকায় নামায পড়ে নাও।

৯৩৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ .

৯৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বৃষ্টিপাতের রাতে অথবা শীতের রাতে বায়ু প্রবাহ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ডেকে বলতেন, তোমরা তোমাদের আবাসস্থলে নামায পড়ে।

৯৩৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يَوْمَ مَطَرٍ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ .

৯৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টিমুখর জুমুআর দিনে বলেনঃ তোমারা তোমাদের নিজ নিজ আবাসে নামায পড়ো।

৯৩৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلْبِيُّ ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْقَلٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ الْمُؤَدِّنَ أَنْ يُؤَدِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ يَوْمَ مَطِيرٍ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي تَأْمُرْنِي أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ بُيُوتِهِمْ فَيَأْتُونِي يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكْبِهِمْ .

৯৩৯। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) জুমুআর দিন মুয়াযযিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। দিনটি ছিল বৃষ্টিমুখর। মুয়াযযিন বলেন, আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অতঃপর তিনি বলেন, লোকদের মাঝে ঘোষণা দাও যে, তারা যেন তাদের আবাসে নামায পড়ে। লোকেরা তাকে বললো, আপনি একি করলেন? তিনি বলেন, আমার চেয়ে মহান ব্যক্তি এটাই করেছেন। তোমরা কি আমাকে নির্দেশ দাও যে, আমি লোকদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করি, আর তারা হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে আমার নিকট উপস্থিত হোক?

অনুচ্ছেদ : ৩৬

بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

নামাযী যা দিয়ে সূতরা বানাবে।

৯৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ عُبَيْدٍ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالِدُوَابُ تَمْرٌ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مِثْلُ مُوَحَّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَلَا يَضُرُّهُ مِنْ مَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

৯৪০। মুসা ইবনে তালহা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামায পড়তাম, আর চতুর্দিক জন্তু আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতো। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করা হলে তিনি বলেনঃ তোমাদের কারো সামনে শিবিকার খুঁটির ন্যায় কিছু থাকলে তার সামনে দিয়ে যে কেউ অতিক্রম করলে তা তার কোন ক্ষতি করবে না।

৯৪১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَخْرُجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِي السَّفَرِ فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّيُ فِيهَا .

৯৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরকালে তাঁর জন্য একটি বর্শা সাথে নেয়া হতো। তিনি তা মাটিতে গেড়ে তার দিকে ফিরে নামায পড়তেন।

৯৪২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَصِيرٌ يُسَطُّ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ يُصَلِّيُ إِلَيْهِ .

৯৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চাটাই ছিল, যা দিনের বেলা বিছানো হতো এবং রাতে তিনি তা দিয়ে ঘের তৈরি করে সেদিকে মুখ করে নামায পড়তেন।

৯৪৩- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشْرٍ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةَ حَدَّثَنَا عَمَارُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

৯৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের যে কেউ নামায পড়ার সময় যেন তার সামনে কিছু রেখে দেয়। সে কিছু না পেলে যেন একটি লাঠি তার সামনে স্থাপন করে। যদি সে তাও না পায় তাহলে যেন (জমীনের উপর) রেখা টেনে দেয়, অতঃপর তার সামনে দিয়ে কিছু অতিক্রম করলে তা তার কোন ক্ষতি করবে না।^৫

৫. উন্মুক্ত স্থানে অথবা লোক চলাচলের স্থানে নামায পড়তে দাঁড়ালে নামাযী তার সামনে একটি লাঠি বা অনুরূপ কিছু গেড়ে দাঁড় করিয়ে দিবে, যাতে অন্যদের যাতায়াতে বিঘ্ন না ঘটে। জামাআতের নামাযে শুধু ইমামের সামনে এরূপ কিছু রাখলেই চলবে। এই জিনিসটিকে বলা হয় সুতরা (অনুবাদক)।

بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা ।

৯৪৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ فَأَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ فَلَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ صَبَاحًا أَوْ سَاعَةً .

৯৪৪। বুসর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য সাহাবীগণ আমাকে যায়েদ ইবনে খালিদ (রা)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে “চল্লিশ” পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। সুফিয়ান (র) বলেন, চল্লিশ দ্বারা তিনি চল্লিশ বছর না মাস না দিন, না ঘণ্টা বুঝিয়েছেন তা আমি অবগত নই।

৯৪৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يُمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّيُّ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ أَنْ يُمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّيُّ كَانَ لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ قَالَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ .

৯৪৫। বুসর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) আবু জুহাইম আল-আনসারী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে পাঠান : নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কি শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের যে কেউ তার নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার পরিণতি সম্পর্কে যদি জানতো, তাহলে অবশ্য সে ‘চল্লিশ’ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম ভাবতো। রাবী বলেন, তিনি কি চল্লিশ বছর অথবা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ দিন বলেছেন তা আমি অবগত নই।

৯৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي
أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرًا لَهُ مِنْ
الْخُطُوبَةِ الَّتِي خَطَاهَا .

৯৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কেউ যদি জানতো যে, তার নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে তার অতিক্রম করার পরিণতি কি, তাহলে সে এ ধরনের পদক্ষেপ ফেলার চাইতে এক শত বছর দাঁড়িয়ে থাকাকে অবশ্যি অধিক উত্তম মনে করতো।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

যা নামায নষ্ট করে।

৯৬৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِعِرْفَةَ فَجِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى
أَتَانٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَتَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا ثُمَّ دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ .

৯৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে নামায পড়ছিলেন। আমি ও ফাদল গাধায় চড়ে নামাযের একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম। আমরা গাধার পিঠ থেকে নেমে সেটিকে ছেড়ে দিয়ে নামাযের কাতারে शामिल হলাম।

৯৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
ابْنِ قَيْسٍ هُوَ قَاصُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ
ﷺ يُصَلِّي فِي حُجْرَةٍ أَمْ سَلْمَةَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ
فَقَالَ بِيَدِهِ فَرَجَعَ فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلْمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ فَلَمَّا صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هُنَّ أَغْلَبُ .

৯৪৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে নামায পড়ছিলেন। আবদুল্লাহ অথবা উমার ইবনে আবু সালামা তাঁর সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হলে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলে তিনি ফিরে যান। তারপর যখন বিনতে উম্মু সালামা (রা) যেতে চাইলে তাকেও তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি অতিক্রম করে চলে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে বলেন : নারীরা (পুরুষের উপর) বিজয়ী।

৯৪৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا قَتَادَةَ ثَنَا جَابِرٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ .

৯৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কালো বর্ণের কুকুর ও ঋতুবতী নারী নামায নষ্ট করে।

৯৫০- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلبُ وَالْحِمَارُ .

৯৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নারী, কুকুর ও গাধা নামায নষ্ট করে।

৯৫১- حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلبُ وَالْحِمَارُ .

৯৫১। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নারী, কুকুর ও গাধা নামায নষ্ট করে।

৯৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ مِثْلُ مُوَجَّرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلبُ الْأَسْوَدُ قَالَ قُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ .

৯৫২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নামাযীর সামনে শিবিকার খুঁটির ন্যায় কোন জিনিস না থাকলে নারী, গাধা ও কালো বর্ণের কুকুর তার নামায নষ্ট করে। অধস্তন রাবী বলেন, আমি বললাম, লাল বর্ণের কুকুর থেকে কালো বর্ণের কুকুরের পার্থক্য কি? তিনি বলেন, তুমি আমাকে যেরূপ জিজ্ঞেস করলে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তদ্রূপ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন : কালো কুকুর হলো শয়তান। ৬

অনুচ্ছেদ : ৩৯

بَابُ ادْرَأَ مَا اسْتَطَعْتَ

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে যথাসাধ্য বাধা দাও।

৯৫৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ أَنْبَاءَ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا يَحْيَى أَبُو الْمُعَلَّى عَنِ الْحَسَنِ الْعُرْنِيِّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدْيِ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ .

৯৫৩। আল-হাসান আল-উরানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিসে নামায নষ্ট করে তা ইবনে আব্বাস (রা)-র উপস্থিতিতে আলোচিত হলো। লোকেরা কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করলো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ছয়-সাত মাসের বকরীর বাচ্চা সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামায পড়ছিলেন। তাঁর সামনে দিয়ে ছয়-সাত মাসের একটি বকরীর বাচ্চা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটিকে কিবলার দিক থেকে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন।

৯৫৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى

৬. নামাযীর সামনে দিয়ে নারী, গাধা, কুকুর অথবা অন্য কিছু অতিক্রম করলে তাতে নামায নষ্ট হয় না। ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফিঈ (র)-সহ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের এই মত। ৯৪৭ ও ৯৪৮ নং হাদীস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১ ও ৯৫২ নং হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কোন কিছু নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তাতে নামাযীর মনোনিবেশ ও আত্মনিবিষ্ট অবস্থার ব্যাঘাত ঘটায়। এখানে নামায নষ্ট হওয়া বলতে এই ব্যাঘাত ঘটা বুঝানো হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাতের বেলা মহানবী (স) নামায পড়তেন। আমি তাঁর এবং কিবলার মাঝখানে মৃতের লাশের মত আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকতাম (৯৫৬ নং হাদীস)। অতএব নামাযীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে তাতে নামায নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু অতিক্রমকারীর মারাত্মক গুনাহ হয় (অনুবাদক)।

أَحَدِكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ .

৯৫৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কেউ নামায পড়তে চাইলে যেন সুতরা সামনে রেখে নামায পড়ে এবং তার নিকটবর্তী হয়। সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ সে একটা শয়তান।

৯৫৫ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَالْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَا تَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضُّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ وَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ فَإِنَّ مَعَهُ الْعَزَى .

৯৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। যদি সে অস্বীকার করে তবে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা তার সাথে তার সহযোগী (শয়তান) রয়েছে। আল-হাসান ইবনে দাউদ আল-মুনকাদিরী (র) বলেন, নিশ্চয় তার সাথে উয্যা (প্রতিমা) রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৪০

بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

কোন ব্যক্তি তার ও কিবলার মাঝখানে কিছু থাকা অবস্থায় নামায পড়লে।

৯৫৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ .

৯৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তেন এবং আমি তখন তাঁর ও কিবলার মাঝখানে জানাযার লাশের ন্যায় আড়াআড়িভাবে শোয়া থাকতাম।

৯৫৭- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدُ
الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا
بِحَيْالٍ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৯৫৭। যয়নব বিনতে আবু সালামা (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার বিছানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁজদার স্থানের দিকে ছিল।

৯৫৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يُصَلِّي وَأَنَا بِحَدَائِهِ وَرِيْمًا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ .

৯৫৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর সামনে থাকতাম। তিনি সিঁজদায় গেলে কখনো কখনো তাঁর পরিধেয় বস্ত্র (কাপড়) আমার শরীরে লাগতো।

৯৫৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُقَدَّامِ عَنْ
مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ
الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ .

৯৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাক্যালাপে রত ব্যক্তি ও ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪১

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبِقَ الْأِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

ইমামের আগে রুকু ও সিঁজদায় যাওয়া নিষিদ্ধ।

৯৬০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَنْ لَا نُبَادِرَ الْأِمَامَ بِالرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا .

৯৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, আমরা যেন ইমামের আগে রুকু ও সিজদায় না যাই। তিনি আরো বলেন : ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলো এবং তিনি যখন সিজদা করেন, তোমরাও তখন সিজদা করো।

৯৬১- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ .

৯৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের আগে (রুকু-সিজদা থেকে) মাথা তোলে সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দিবেন?

৯৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ دَارِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي قَدْ بَدَنْتُ فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا وَلَا أَلْفِينَ رَجُلًا يَسْبِقُونِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُودِ .

৯৬২। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি এখন ভারী হয়ে গেছি। অতএব আমি যখন রুকু করি, তোমরাও তখন রুকু করো এবং আমি যখন মাথা উঠাই, তোমরাও তখন মাথা উঠাও। আমি যখন সিজদা করি, তোমরাও তখন সিজদা করো। আমি যেন কোন ব্যক্তিকে আমার আগে রুকু ও সিজদায় যেতে না দেখি।

৯৬৩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَمَهْمَا أَسْبَقَكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تَدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ وَمَهْمَا أَسْبَقَكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تَدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَنْتُ .

৯৬৩। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার আগে রুকু-সিজদায় যাবে না। যখনই আমি তোমাদের আগে রুকুতে যাই, তোমরা আমাকে মাথা তোলার পূর্বেই পেয়ে যাও। আবার যখনই আমি তোমাদের আগে সিজদায় যাই, তোমরা আমাকে মাথা তোলার পূর্বেই পেয়ে যাও। নিশ্চয় এখন আমি (বয়সের কারণে) ভারী হয়ে গেছি।

অনুচ্ছেদ : ৪২

بَابُ مَا يَكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

নামাযের মাকরুহসমূহ।

৯৬৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ فُؤَادٍ ثَنَا هَارُونَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدَيْرِ التَّمِيمِيُّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَغِ مِنْ صَلَاتِهِ .

৯৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তির তার নামায থেকে অবসর না হয়েই অধিক বার তার কপাল মোছা রুঢ় আচরণের অন্তর্ভুক্ত।

৯৬৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَغْفَعُ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ .

৯৬৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি নামাযেরত অবস্থায় তোমার আঙ্গুলগুলো মটকাবে না।

৯৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ سَفْيَانَ بْنُ زَيْدٍ الْمُؤَدَّبِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُغْفَى الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ .

৯৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে নামাযেরত অবস্থায় তার মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন।

৯৬৭- حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

৯৬৭। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযরত অবস্থায় তার এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করাতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা (পৃথক) করে দিলেন।

৯৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَشَابَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَلَا يَعْوَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ .

৯৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন তার হাত তার মুখের উপর রাখে এবং সজোরে শব্দ না করে। কেননা তাতে শয়তান হাসে।

৯৬৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبُزَاقُ وَالْمَخَاطُ وَالْحَيْضُ وَالنُّعَاسُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ .

৯৬৯। আদী ইবনে সাবিত (র) থেকে তার পিতা, অতঃপর তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নামাযরত অবস্থায় থুথু, নাকের শ্লেষ্মা, হায়েয ও তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

লোকজন অপছন্দ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাদের ইমামতি করে।

৯৭০- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ مَسْلُيْمَانَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ

الرَّجُلُ يَوْمَ الْقَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دَبَّارًا (يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ) وَمَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا .

৯৭০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না : যে ব্যক্তি লোকেদের ইমামতি করে তাকে তারা অপছন্দ করা সত্ত্বেও, যে ব্যক্তি নামাযের ওয়াস্তা চলে যাওয়ার পর নামায পড়ে এবং যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস বানায়।

৯৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شَبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرُؤُوسُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ .

৯৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথার এক বিঘত উপরেও উঠে না : যে ব্যক্তি জনগণের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করে, যে নারী তার স্বামীর অসন্তুষ্টিসহ রাত যাপন করে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দুই ভাই।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

بَابُ الْأَثْنَانِ جَمَاعَةً

দুই ব্যক্তির জামাআত।

৯৭২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرٍو بْنِ جَرَادٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ .

৯৭২। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি জামাআত হতে পারে।

৯৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

৯৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-র এখানে রাত কাটালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালে তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।

৯৭৪ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفِ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا الضَّحَّاكُ ابْنُ عُثْمَانَ ثَنَا شُرْحَبِيلٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

৯৭৪। জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়ছিলেন। আমি এসে তাঁর বাঁপাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।

৯৭৫ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا .

৯৭৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রী ও আমাকে নিয়ে নামায পড়েন। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান এবং মহিলাটি আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

بَابُ مَنْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَلِيَ الْأِمَامَ

যে ব্যক্তি ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াতে পছন্দ করে।

৯৭৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ لَا تَخْتَلَفُوا فَتَخْتَلَفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ .

৯৭৬। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন : তোমরা (কাতারে আঁকাবাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে) বিশৃঙ্খল হয়ে না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরসমূহ

বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারা (কাতারে) আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে, অতঃপর (যোগ্যতায়) তাদের নিকটতর লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটতর লোকেরা দাঁড়াবে।

৯৭৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّهَابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَلْبِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ .

৯৭৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের (নামায়ে) তাঁর কাছাকাছি দাঁড়ানো পছন্দ করতেন, যাতে তারা তাঁর নিকট থেকে শিখে নিতে পারেন।

৯৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ تَقَدَّمُوا فَاتَّمُوا بِي وَلِيَأْتِمَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ .

৯৭৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের পেছনে হটতে দেখে বলেন : তোমরা সামনের কাতারে এগিয়ে আসো এবং আমার অনুসরণ করো, যাতে তোমাদের পরবর্তী লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে। লোকেরা যখন পেছনেই হটতে থাকে, তখন আল্লাহও তাদের পেছনেই হটিয়ে দেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৬

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

যোগ্যতর ব্যক্তি ইমাম হবে।

৯৭৯- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوْفِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِنْصِرَافَ قَالَ لَنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلِيَوْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

৯৭৯। মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক সঙ্গী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। যখন আমরা ফিরে যেতে মনস্থ করলাম, তখন তিনি আমাদের বলেন : নামাযের ওয়াস্তা উপস্থিত হলে তোমরা আযান দিবে, অতঃপর ইকামত দিবে এবং তোমাদের দু'জনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠজন তোমাদের ইমামতি করবে।

৯৮০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَقْدَمُهُمْ هَجْرَةً فَإِنْ كَانَتْ الْهَجْرَةُ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا وَلَا يَوْمَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَيَّ تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بَاذِنٌ أَوْ بَاذِنَةٌ .

৯৮০। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন অধিক জানে সে লোকদের ইমামতি করবে। তারা যদি কুরআনে সমকক্ষ হয়, তবে তাদের মধ্যে হিজরতে অগ্রগামী ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি হিয়রতেও তারা সমান হয়, তবে তাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির বাড়িতে বা তার প্রভাবাধীন এলাকায় তার সম্মতি ছাড়া ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে তার সম্মতি ছাড়া না বসে।

অনুচ্ছেদ : ৪৯

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأِمَامِ

ইমামের যা কর্তব্য।

৯৮১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخُو فُلَيْحٍ ثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ يُصَلُّونَ بِهِمْ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلْ وَلَكَ مِنَ الْقَدَمِ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْأِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ يَعْنِي فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ .

৯৮১। আবু হাযিম (র) বলেন, সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) তার গোত্রের যুবকদেরকে (ইমামতির জন্য) এগিয়ে দিতেন। তারা তাদের ইমামতিতে নামায পড়তেন। তাকে বলা হলো, আপনি এরূপ করছেন, অথচ আপনি (ইসলাম গ্রহণে) প্রবীণ। আপনার তা করার কারণ কি? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ইমাম হলেন যিম্বাদার। তিনি উত্তম করলে (সুচারুরূপে নামায পড়লে) তার জন্যও উত্তম এবং মোক্তাদীদের জন্যও উত্তম (পুরস্কার)। তিনি খারাপ করলে তার দায় তার উপর বর্তাবে, মোক্তাদীদের উপর নয়।

৯৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أُمِّ غُرَابٍ عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا عَقِيلَةُ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ أَمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ .

৯৮২। খারাশা (রা)-র বোন সালামা বিনতুল হুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : লোকের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও তাদের (নামায়ে) ইমামতি করার মত যোগ্য লোক পাবে না।

৯৮৩- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجَهَنِيُّ فَحَانَتْ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَأَمَرْتَاهُ أَنْ يُؤْمِنَا وَقُلْنَا لَهُ إِنَّكَ أَحَقُّنَا بِذَلِكَ أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ فَالصَّلَاةُ لَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلِيهِ وَلَا عَلَيْهِمْ .

৯৮৩। আবু আলী আল-হামদানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নৌভ্রমণে বের হন, তাতে উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা)-ও ছিলেন। কোন এক নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে আমরা তাকে আমাদের ইমামতি করতে অনুরোধ করলাম এবং তাকে বললাম, নিশ্চয় আমাদের মধ্যে আপনিই এর যোগ্য। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। কিন্তু তিনি (ইমামতি করতে) অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করলো এবং সঠিকভাবে নামায পড়লো, তাতে তার ও মোক্তাদীদের নামায হয়ে গেলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে কোন ত্রুটি করলো, তার দায় তার উপর বর্তাবে, তাদের উপর নয়।

অনুচ্ছেদ : ৪৮

بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ

যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে সে যেন (নামায) সহজ (সংক্ষিপ্ত) করে।

৯৮৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا تَأْخُرُ فِي صَلَاةٍ

الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فَلَانَ لِمَا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطُّ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ بِأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُجَوِّزُوا فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَّةِ .

৯৮৪। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ফজরের নামাযের জামাআতে অমুকের কারণে দেবীতে উপস্থিত হই। কারণ তিনি আমাদের নামাযে দীর্ঘ কিরাআত পড়েন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে দিনের চাইতে আর কোন দিন অধিক রাগান্বিত হয়ে খুতবা দিতে দেখিনি : “হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে লোকদের ঘৃণা উদ্বেককারী ব্যক্তিও আছে। অতএব তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে তখন সে যেন সৎক্ষিপ্ত কিরাআত পড়ে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোকও রয়েছে”।

৯৮৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَحْمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوجِزُ وَيُتِمُّ الصَّلَاةَ

৯৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে অথচ পূর্ণরূপে নামায পড়তেন।

৯৮৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَأَنْصَرَفَ رَجُلٌ مِّنَّا فَصَلَّى فَأَخْبَرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ لَهُ مُعَاذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فِتْنَانًا يَا مُعَاذُ إِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَأَقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضَحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَأَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৮৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবনে জাবাল আল-আনসারী (রা) তার সাথীদের নিয়ে এশার নামায পড়লেন। তিনি তাদের নামায দীর্ঘ করলেন। ফলে আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (নামায থেকে) পৃথক হয়ে একাকী নামায পড়ে। মুআয (রা)-কে তার সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, নিশ্চয় সে মোনাফিক। লোকটি তা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তার সম্পর্কে মুআয (রা)-র মন্তব্য তাঁকে অবহিত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে মুআয! তুমি কি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হতে চাও? তুমি যখন লোকদের নিয়ে

নামায পড়বে, তখন সূরা আস-শামসি ওয়া দুহাহা, সূরা আল-আলা, সূরা আল-লাইল ও সূরা ইকরা বিস্মি রবিবকা পাঠ করবে।

৯৮৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ يَقُولُ كَانَ آخِرَ مَا عَاهَدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَمَرَنِي عَلَى الطَّائِفِ قَالَ لِي يَا عُثْمَانُ تَجَاوَزْ فِي الصَّلَاةِ وَأَقْدِرِ النَّاسَ بِأَعْفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالْبَعِيدَ وَذَا الْحَاجَةَ .

৯৮৭। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুস শিখখীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আবুল আস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তায়েফের আমীর নিয়োগ করাকালে আমার থেকে সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে বলেন : হে উসমান! তুমি নামায সংক্ষেপ করবে এবং লোকদের মধ্যকার দুর্বলদের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, নাবালেগ, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, দূরের পথের পথিক এবং কর্মব্যস্ত লোক আছে।

৯৮৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا يَحْيَى ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ آخِرَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفْ بِهِمْ .

৯৮৮। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ আমাকে যা বলেছেন তা হলো : যখন তুমি লোকদের ইমামতি করবে, তখন তাদের নামায সংক্ষেপ করবে।

অনুচ্ছেদ : ৪৯

بَابُ الْأِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَّثَ أَمْرًا

উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ইমামের নামায সংক্ষিপ্ত করা।

৯৮৯- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْتِي أُرِيدُ إِطْلَاقَهَا فَاسْمَعْ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزْ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ لَوْجَدُ أُمَّهُ بِبُكَائِهِ .

৯৮৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি নামায শুরু করে তা দীর্ঘায়িত করার সংকল্প করি। কিন্তু আমি শিশুদের কান্না শুনতে পাই এবং তাতে তার মায়ের বিচলিত হওয়ার কথা চিন্তা করে আমার নামায সংক্ষিপ্ত করি।

৯৯০ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَاءَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ .

৯৯০। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আমি শিশুর কান্না শুনতে পাই এবং আমার নামায সংক্ষিপ্ত করি।

৯৯১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَيَشْرُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّهِ .

৯৯১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আমি নামাযে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে নামায সংক্ষিপ্ত করি, তার মায়ের তাতে কষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়।

অনুচ্ছেদ : ৫০

بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

নামাযের কাতার ঠিকঠাক করা।

৯৯২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَهُ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتَمُونَ الصُّفُوفَ الْأَوَّلَ وَيَتَرَاوُونَ فِي الصَّفِّ .

৯৯২। জাবির ইবনে সামুরা আস-সুওয়াঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাবধান! তোমরা এমনভাবে কাতারবন্দী হও যেভাবে ফেরেশতাগণ তাদের প্রভুর নিকট কাতারবন্দী হন। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ফেরেশতার তাদের প্রভুর সামনে কিভাবে কাতারবন্দী হন? তিনি বলেন : তারা প্রথম সারিগুলো আগে পূর্ণ করেন এবং সারিতে গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়ান।

৯৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنِ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِي وَيَشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

৯৯৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো। কারণ কাতার সোজা করা নামায পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত।

৯৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا سَمَّاكُ بْنُ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّىٰ يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمْحِ أَوْ الْقِدْحِ قَالَ فَرَأَىٰ صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِتًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ .

৯৯৪। নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্শা অথবা তীরের মত নামাযের কাতার সোজা করতেন। রাবী বলেন, তিনি এক ব্যক্তির বুক একটু বাইরে অগ্রসর দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

৯৯৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةَ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً .

৯৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যারা কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

সামনের কাতারের ফযীলত ।

৯৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَرِيَّاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً .

৯৯৬। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতারের লোকের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকের জন্য একবার।

৯৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ مَرْصَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ .

৯৯৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকের উপর রহমত বর্ষণ করেন।

৯৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا أَبُو قَطَنِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةً .

৯৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকেরা যদি জানতো যে, প্রথম কাতারে কি (মর্যাদা) আছে, তাহলে (প্রথম কাতারে দাঁড়াতে) লটারীর ব্যবস্থা করতে হতো।

৯৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ .

৯৯৯। ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকদের উপর রহমত নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ : ৫২

بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

মহিলাদের কাতার।

১০০০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَخْرَهَا وَشَرُّهَا أَوْلَهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَهَا وَشَرُّهَا أَخْرَهَا.

১০০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহিলাদের কাতারগুলোর মধ্যে (সওয়াবের দিক থেকে) উত্তম হলো শেষ কাতার এবং তাদের জন্য মন্দ কাতার (কম সওয়াবের) হলো তাদের প্রথম কাতার। পুরুষদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো প্রথম কাতার এবং তাদের জন্য মন্দ হলো তাদের শেষ কাতার।

১০০১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمَهَا وَشَرُّهَا مُؤَخَّرَهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُؤَخَّرَهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمَهَا .

১০০০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পুরুষদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো তাদের সামনের (প্রথম) কাতার এবং মন্দ হলো তাদের পেছনের (শেষ) কাতার। মহিলাদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো তাদের পেছনের (সর্বশেষ) কাতার এবং মন্দ হলো তাদের সামনের কাতার।

অনুচ্ছেদ : ৫৩

بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

দুই খুঁটি বা খামের মাঝখানের কাতারে নামায পড়া।

১০০২ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو فُتَيْبَةَ قَالَا ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طُرْدًا .

১০০২। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমাদেরকে দুই খুঁটির মাঝখানে কাতারবন্দী হতে নিষেধ করা হতো এবং আমাদেরকে কঠোরভাবে বিরত রাখা হতো।^৭

অনুচ্ছেদ : ৫৪

بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدُّهُ

কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়া।

১০০৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى فَقَضَى الصَّلَاةَ فَرَأَى رَجُلًا فَرَدًّا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ فَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ اسْتَقْبِلْ صَلَاتِكَ لَا صَلَاةَ لِلذِّي خَلْفَ الصَّفِّ .

১০০৩। আলী ইবনে শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক প্রতিনিধি দল রওয়ানা হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর নিকট বাইআত (ইসলাম) গ্রহণ করলাম এবং তাঁর পিছনে নামায পড়লাম, অতঃপর তাঁর পিছনে আরো এক ওয়াজের নামায পড়লাম। তিনি নামাযশেষে এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখলেন। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থামলেন এবং সে নামায শেষ করলে তিনি তাকে বলেন : তুমি পুনরায় নামায পড়ো। কারণ যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়ায় তার নামায হয় না।

১০০৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ اخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَأَوْقَفَنِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ وَاِبْصَةُ بْنُ مَعْبُدٍ فَقَالَ صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدُّهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَعْبُدَ .

৭. কারণ তাতে কাতার খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, তাই নিষেধ করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, খুঁটিসমূহের সারি হলো জুতা রাখার স্থান, তাই এই নিষেধাজ্ঞা। তবে এটা মাকরুহ তানযিহী পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা (অনুবাদক)।

১০০৪। হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিয়াদ ইবনে আবুল জাদ (র) আমার হাত ধরে আর-রাঙ্কা নামক স্থানে ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ (রা) নামক এক প্রবীণ ব্যক্তির নিকট নিয়ে যান। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা পুনর্বীর পড়ার নির্দেশ দেন।^৮

অনুচ্ছেদ : ৫৫

بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানোর ফযীলাত।

১০০৫- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ .

১০০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারসমূহের ডান দিকের (মুসল্লীদের) উপর রহমত বর্ষণ করেন।

১০০৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِسْعَرٌ مِمَّا نَحِبُّ أَوْ مِمَّا أَحِبُّ أَنْ نُقُومَ عَنْ يَمِينِهِ .

১০০৬। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তাম তখন (কাতারের) ডান দিকে দাঁড়াতে পছন্দ করতাম।

১০০৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ أَبُو جَعْفَرٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرِّقِيُّ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ مَيْسِرَةَ الْمَسْجِدِ تَعَطَّلَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ عَمَرَ مَيْسِرَةَ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ كِفْلَانٍ مِنَ الْأَجْرِ .

৮. অধিকাংশ আলেমের মতে একা এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়া মাকরুহ, তাতে নামায বাতিল হবে না। অবশ্য ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে নামায বাতিল হবে (অনু.)।

১০০৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, মসজিদের বাম দিক খালি হয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি মসজিদের বাম দিকের খালি জায়গা পূর্ণ করবে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার লিপিবদ্ধ করা হয়।

অনুচ্ছেদ : ৫৬

بَابُ الْقِبْلَةِ

কিবলার বর্ণনা।

১০০৮ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَقَامُ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ أَهْكَذَا قَرَأَ وَاتَّخِذُوا قَالَ نَعَمْ .

১০০৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ (কাবা ঘর) তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে আসেন। তখন উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা তো আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মাকাম, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন (অনুবাদ) : “তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো” (সূরা বাকারা : ১২৫)। ওলীদ ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমি ইমাম মালেক (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি এভাবে “ওয়াত্তখিযু” পড়েছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

১০০৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَزَرَكْتُ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) .

১০০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করতেন! তখন নাযিল হলো : “তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো” (সূরা বাকারা : ১২৫)।

১.১. حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ
عَنِ الْبِرَاءِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَمَانِيَةَ عَشْرٍ شَهْرًا
وَصُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِشَهْرَيْنِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِذَا صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَكْثَرَ تَقَلُّبَ وَجْهِهِ فِي السَّمَاءِ وَعَلِمَ اللَّهُ مِنْ
قَلْبِ نَبِيِّهِ ﷺ أَنَّهُ يَهْوَى الْكَعْبَةَ فَصَعِدَ جِبْرِيلُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُهُ
بَصْرَهُ وَهُوَ يَصْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ قَدْ نَرَى
تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ الْآيَةَ . فَآتَانَا أَنْ فَقَالَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ إِلَى
الْكَعْبَةِ وَقَدْ صَلَّيْنَا رَكَعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَنَحْنُ رُكُوعٌ فَتَحَوَّلْنَا فَبَيْنَمَا عَلَى
مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا جِبْرِيلُ كَيْفَ حَالُنَا فِي صَلَاتِنَا
إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ .

১০১০। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আঠার মাস যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ি। তাঁর হিজরত করে মদীনায় আসার দুই মাস পর কাবা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, তখন অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর মুখমণ্ডল আকাশের দিকে ফিরাতেন। আল্লাহ তাঁর নবীর মনের আকাঙ্ক্ষা জানতেন যে, তিনি কাবাকে পছন্দ করেন। জিবরাঈল (আ) আরোহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি তাঁর অনুসরণ করে। তিনি আসমান ও যমীনের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করেন, তিনি কি হুকুম নিয়ে আসেন তাঁর জন্য। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি...” (সূরা বাকারা : ১৪৪)। এরপর আমাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলেন, নিশ্চয় কিবলা তো কাবার দিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বায়তুল মাকদিসকে কিবলা করে আমাদের দুই রাকআত নামায পড়া হয়েছে। আমরা রুকুতে থাকা অবস্থায় (নতুন) কিবলার দিকে ঘুরে গেলাম এবং আমাদের অবশিষ্ট নামায বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে জিবরাঈল! আমাদের বাইতুল মাকদিসের দিকের নামাযের অবস্থা কি? তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন” (সূরা বাকারা : ১৪৩)।

১০১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا ثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ .

১০১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা অবস্থিত।

অনুচ্ছেদ : ৫৭

بَابُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكِعَ

যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো, সে নামায না পড়া পর্যন্ত বসবে না।

১০১২- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَعَقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ قَالَا ثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكِعَ رُكْعَتَيْنِ .

১০১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুই রাকআত নামায না পড়া পর্যন্ত না বসে।

১০১৩- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ .

১০১৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দুই রাকআত নামায পড়ে।

بَابُ مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلَا يَقْرَنَ الْمَسْجِدَ

যে ব্যক্তি রসুন খেয়েছে সে যেন মসজিদে প্রবেশ না করে।

১০১৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيبًا أَوْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الثُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُوْجَدُ رِيْحُهُ مِنْهُ فَيُوْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ أَكَلَهَا لَا بُدَّ فَلَيْمَتَهَا طَبْحًا .

১০১৪। মাদান ইবনে আবু তালহা আল-ইয়ামারী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জুমুআর খুতবা দিতে দাঁড়ান অথবা তিনি জুমুআর দিন খুতবা দেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন, হে লোকসকল! তোমরা দুইটি গাছ খেয়ে থাকো, আমার দৃষ্টিতে তা নিকৃষ্ট : এই রসুন ও এই পিয়াজ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দেখতাম, যার মুখ থেকে এর দুর্গন্ধ পাওয়া যেতো, তার হাত ধরে তাকে আল-বাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেয়া হতো। অতএব যে ব্যক্তি তা খেতেই চায়, সে যেন তা রান্না করে খায়।

১০১৫ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الثُّومِ فَلَا يُؤْذِنَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا . قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ الْكُرْثُ وَالْبَصَلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثُّومِ .

১০১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এই গাছ অর্থাৎ রসুন খায়, সে যেন তার দ্বারা আমাদের এই মসজিদে (এসে) আমাদের কষ্ট না দেয়। ইবরাহীম ইবনে সাদ (র) বলেন, আমার

পিতা এর সাথে দুর্গন্ধযুক্ত তরকারী ও পিঁয়াজকে শামিল করতেন। অর্থাৎ তিনি রসুন সম্পর্কিত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের সাথে ঐগুলোকেও যোগ করতেন।

১০১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ .

১০১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এই গাছের কিছু খায়, সে যেন মসজিদে না আসে।

অনুচ্ছেদ : ৫৯

بَابُ الْمُصَلِّيِ يَسَلِّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ

নামাযরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে সে কিভাবে উত্তর দিবে।

১০১৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِيسِيُّ قَالَ سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ فَجَاءَتْ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ .

১০১৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য কুবা মসজিদে আসেন। তখন একদল আনসারী তাঁকে সালাম দিতে আসেন। আমি তাঁর সঙ্গী সুহাইব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তাদের সালামের জবাব দিতেন? তিনি বলেন, তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করতেন।

১০১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمَحٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ أَنْفًا وَأَنَا أُصَلِّي .

১০১৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিশেষ কাজে আমাকে পাঠান। আমি ফিরে এসে তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম।

আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার দিকে ইশারা করেন। তিনি নামায শেষ করে আমাকে ডেকে বলেন : তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম দিয়েছো এবং আমি তখন নামায পড়ছিলাম?

১০১৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقِيلَ لَنَا إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا .

১০১৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম। আমাদের বলা হলো : নামাযের মধ্যে অবশ্যই একটা ব্যস্ততা আছে।

অনুচ্ছেদ : ৬০

بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত কিবলার ভিন্ন দিকে নামায পড়ে।

১০২০ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَأَشْكَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةَ فَصَلَّيْنَا وَأَعْلَمْنَا فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ .

১০২০। আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় কিবলা নির্ণয় করা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো। আমরা নামায পড়লাম এবং একটি চিহ্ন রাখলাম। এরপর সূর্য উদ্ভাসিত হলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমরা কিবলা ছাড়া অন্যদিকে নামায পড়েছি। আমরা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করলাম। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহর দিক” (সূরা বাকারা : ১১৫)।

بَابُ الْمُصَلِّيِ يَتَنَحَّمُ

নামাযরত ব্যক্তির থুথু ফেলা ।

১.২১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ أَبْزُقْ عَنْ يَسَارِكَ أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ .

১০২১। তারিক ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি নামাযরত অবস্থায় তোমার সামনে ও ডানে থুথু ফেলবে না, বরং তোমরা বামে অথবা তোমার পায়ের নিচে থুথু ফেলবে।

১.২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُكَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَهُ يَعْنِي رَبَّهُ فَيَتَنَحَّعُ أَمَامَهُ أَيُّحِبُّ أَحَدِكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيَتَنَحَّعُ فِي وَجْهِهِ إِذَا بَزَقَ أَحَدِكُمْ فَلْيَبْزُقَنَّ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ لِيَقُلْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ارْأِنِي إِسْمَاعِيلُ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَدْلُكُهُ .

১০২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কিবলার দিকে থুথু পতিত দেখতে পেয়ে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন : তোমাদের কারো কি হলো যে, তার রবের সামনে দাঁড়ায় এবং তার সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে? তোমাদের কেউ কি তার সামনে থেকে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ্ত হওয়া পছন্দ করে? অতএব তোমাদের কেউ যখন থুথু ফেলবে, তখন সে যেন তা তার বাম দিকে ফেলে অথবা এভাবে তার কাপড়ে ফেলে। অতঃপর ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা তার থুথু নিক্ষেপ করে তা রগড়িয়ে আমাকে দেখান।

১.২৩- حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَا ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى شَبْتًا بِنِ رَبِيعِ بْنِ بَزْقٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا شَبْتُ لَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ

وَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّيَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحَدِّثَ حَدَّثَ سَوْءٍ .

১০২৩। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শাবাছ ইবনে রিবঈকে তার সামনে থুথু ফেলতে দেখে বলেন, হে শাবাছ! তোমার সামনের দিকে থুথু ফেলো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন : কোন ব্যক্তি যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন, যতক্ষণ না সে নামায শেষ করে ফিরে যায় অথবা কোন নিকৃষ্ট আচরণ করে।

١٠٢٤ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ تَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَلَّكَهُ .

১০২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায় তাঁর কাপড়ে থুথু ফেলেন, অতঃপর তা ঘষে ফেলেন।

অনুচ্ছেদ : ৬২

بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

নামাযরত অবস্থায় কাঁকর স্পর্শ করা।

١٠٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا .

১০২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (নামাযরত অবস্থায়) কাঁকর স্পর্শ করলো সে বাজে কাজ করলো।

١٠٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ تَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِبٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ إِنْ كُنْتَ قَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً .

১০২৬। মুআইকীব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায় পাথর স্পর্শ করা সম্পর্কে বলেছেন : তোমার যদি তা করতেই হয় তবে মাত্র একবার।

১.২৭ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي الْأَحْوَصِ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجَهُهُ فَلَا يَمْسَحُ بِالْحَصَى .

১০২৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ানোর পর যেন আর কাঁকর না সরায়। কেননা তখন রহমাত তার অভিমুখী হয়।

অনুচ্ছেদ : ৬৩

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

চাটাইয়ের উপর নামায পড়া।

১.২৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

১০২৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর নামায পড়তেন।

১.২৯ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ جَابِرٍ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ حَصِيرٍ .

১০২৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর নামায পড়তেন।

১.৩. - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَلَيَّ بِسَاطِهِ ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَيَّ بِسَاطِهِ .

১০৩০। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমানে আব্বাস (রা) বসরায় অবস্থানকালে তার বিছানার উপর নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিছানার উপর নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : ৬৪

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

ঠাণ্ডা বা গরমের কারণে কাপড়ের উপর সিজদা করা।

১.৩১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَأَضْعَأَ يَدَيْهِ عَلَى ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ.

১০৩১। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসেন এবং আমাদেরকে সাথে নিয়ে আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে নামায পড়েন। আমি তাঁকে সিজদা করাকালে তাঁর উভয় হাত তাঁর কাপড়ের উপর রাখতে দেখেছি।

১.৩২ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ بَرْدَ الْحَصَى .

১০৩২। ছাবিত ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল আশহাল গোত্রে নামায পড়েন। তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল একখানা চাদর। পাথরের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য তিনি তাঁর দুই হাত ঐ চাদরের উপর রাখেন।

১.৩৩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ ثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَاذَا لَمْ يَقْدِرِ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

১০৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমাদের কেউ (মাটিতে) তাঁর কপাল রাখতে অসমর্থ হলে তার কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজদা করতো।

অনুচ্ছেদ : ৬৫

بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيْقِ لِلنِّسَاءِ

নামাযে পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি।

১০৩৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ .

১০৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি।

১০৩৫ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ .

১০৩৫। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি।

১০৩৬ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعَبِيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَخِصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ فِي التَّصْفِيْقِ وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسْبِيْحِ .

১০৩৬। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, ইবনে উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের জন্য হাততালি এবং পুরুষদের জন্য তাসবীহ পাঠের অনুমতি দিয়েছেন।^৯

৯. ইমাম নামাযের কোথাও ভুল করলে তাকে সতর্ক করার জন্য পুরুষ মোক্তাদীগণ সশব্দে সুবহানাল্লাহ বলবে এবং নারী মোক্তাদীগণ তাদের উরুর উপর সজোরে করাঘাত করে শব্দ করবে। একে বলা হয় তাসফীক (অনুবাদক)।

بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ

জুতা পরে নামায পড়া ।

১.৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ كَانَ جَدِّي أَوْسٌ أَحْيَانًا يُصَلِّي فَيَشِيرُ إِلَيَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَعْطِيهِ نَعْلَيْهِ وَيَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ .

১০৩৭। ইবনে আবু আওস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দাদা আওস (রা) কখনো কখনো নামাযরত অবস্থায় আমার দিকে ইশারা করতেন। আমি তার জুতা জোড়া এগিয়ে দিতাম। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জুতাজোড়া পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি।

১.৩৮- حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالِ الصَّوَّافِ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا .

১০৩৮। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খালি পায়েও এবং জুতা পরিহিত অবস্থায়ও নামায পড়তে দেখেছি।

১.৩৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَيْنِ .

১০৩৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুতা পরিহিত অবস্থায় এবং মোজা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি।

بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثُّوبِ فِي الصَّلَاةِ

নামাযরত অবস্থায় চুল ও কাপড় ঝটানো।

১.৪০- حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرٍو ابْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا

১০৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন (নামাযরত অবস্থায়) চুল বা পরিধেয় বস্ত্র না গুটাই।

১. ৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَمَرْنَا إِلَّا نَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوَاطِئٍ .

১০৪১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা যেন চুল ও কাপড় না গুটাই এবং আবর্জনার স্থান অতিক্রম করলে উষু না করি।^১

১. ৪২ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُخَوَّلٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ رَأَيْتُ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَى الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ فَأَطْلَقَهُ أَوْ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ .

১০৪২। মুখাওয়াল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার বাসিন্দা আবু সাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজুদাস আবু রাফে (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুল বাঁধা অবস্থায় নামায পড়তে দেখে তা খুলে দিলেন বা তাকে তা নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুলের খোঁপা বেঁধে পুরুষদের নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।^২

১. উষু অবস্থায় শরীরে নাপাক জিনিস বা ময়লা লাগলে তাতে উষু নষ্ট হয় না, কেবল লেগে যাওয়া নাপাক বা ময়লা দূর করতে হবে (অনুবাদক)।

২. নারীদের মত করে চুলের খোঁপা বেঁধে নামায পড়া নিষেধ এবং একইসঙ্গে নারীদের সদৃশাকরে চুল বিন্যস্ত করাও মাকরুহ (অনুবাদক)।

بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

নামাযে বিনয়ভাব জাগ্রত করা ।

১০৪৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ تَلْتَمِعَ بِعَيْنِي فِي الصَّلَاةِ .

১০৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা নামাযরত অবস্থায় তোমাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠাবে না, অন্যথায় তোমাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে।

১০৪৪ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى اشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ لَيَنْتَهِنَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَيَخْطَفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ .

১০৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়েন। তিনি নামায শেষ করে লোকদের দিকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে বলেন : লোকদের কী হলো যে, তারা আকাশের দিকে তাকায়। এ ব্যাপারে তিনি কঠোর মন্তব্য করেন। অবশ্যই তারা যেন তা থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় আল্লাহ নিশ্চয় তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিবেন।

১০৪৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيَنْتَهِنَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَا تَرْجِعُ أَبْصَارَهُمْ .

১০৪৫। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : লোকেরা যেন আকাশের দিকে তাদের চোখ তোলা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে, অন্যথায় তারা তাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে না।

১. ৬৬ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَادٍ قَالَا تَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ تَنَا
عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ
النَّبِيِّ ﷺ حَسَنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ
الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَاذَا رَكَعَ قَالَ
هَكَذَا يَنْظُرُ مِنْ تَحْتِ ابْطِئِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ
عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ) فِي شَأْنِهَا .

১০৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক পরমা সুন্দরী মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তেন। কতক লোক সামনের কাতারে এগিয়ে যেতো যাতে তার প্রতি তার দৃষ্টি না পড়ে এবং কতক লোক পেছনের শেষ কাতারে সরে যেতো। সে রুকুতে গিয়ে নিজ বগলের নিচ দিয়ে (তার প্রতি) তাকাতো। তখন আল্লাহ তার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “আমি তোমাদের মধ্যকার অগ্রগামীদেরকেও জানি এবং পশ্চাদগামীদেরকেও জানি” (সূরা হিজর : ২৪)।

অনুচ্ছেদ : ৬৯

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ

এক কাপড়ে নামায পড়া।

১. ৬৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا تَنَا سُفْيَانُ ابْنُ
عَيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ
ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدْنَا يُصَلِّي فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ
كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ .

১০৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ কেউ এক কাপড়ে নামায পড়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি করে পরিধেয় বস্ত্র আছে?

১০৪৮ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .

১০৪৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় তার দুই প্রান্ত কাঁধের সাথে বেঁধে নামায পড়ছিলেন।

১০৪৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَأَضَعًا طَرْفِيهِ عَلَى عُنُقِيهِ .

১০৪৯। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটি কাপড় জড়িয়ে তাঁর দুই প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধে বেঁধে নামায পড়তে দেখেছি।

১০৫০ - حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الصَّافِعِيُّ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ مُشْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالْبِئْرِ الْعُلْيَا فِي ثَوْبٍ .

১০৫০। আবদুর রহমান ইবনে কাইসান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিরে উলিয়া নামক কূপের নিকট এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি।

১০৫১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ كَثِيرٍ ثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَلَبِّيًا بِهِ .

১০৫১। আবদুর রহমান ইবনে কাইসান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি কাপড় পরে যোহর ও আসরের নামায পড়তে দেখেছি।

بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাসমূহ ।

১০৫২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السُّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ أَمَرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأَمَرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ .

১০৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বনী আদম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা দেয় তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায় আর বলে : আফসোস! বনী আদমকে সিজদা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং সে সিজদা করছে। তাই তার প্রতিদান বেহেশত। আর আমাকে সিজদা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আমি তা অমান্য করেছি। তাই আমার প্রতিদান হলো দোষখ।

১০৫৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ يَا حَسَنُ أَخْبَرَنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أَصْلَى إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ فَقَرَأْتُ السُّجْدَةَ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ (اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وَزُرْ أَوْ وَكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ السُّجْدَةَ فَسَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنِ قَوْلِ الشَّجَرَةِ .

১০৫৩। আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে জুরাইজ (র) আমাকে বললেন, হে হাসান! তোমার দাদা উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে আমাকে অবহিত করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি গতরাতে স্বপ্নে দেখলাম

যে, আমি একটি গাছের গোড়ায় নামায পড়ছি এবং তাতে আমি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করছি। আমি সিজদা করলাম এবং গাছটিও আমার অনুরূপ সিজদা করলো। আমি গাছটিকে বলতে শুনলাম, “হে আল্লাহ! এই সিজদার দ্বারা আমার গুনাহ অপসারিত করুন, আমার জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করুন এবং এটাকে আপনার নিকট সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখুন”। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা দিতে দেখেছি এবং তাঁকে তাঁর সিজদায় সেই দোয়া করতে শুনলাম, গাছটির যে দোয়া ঐ ব্যক্তি তাঁকে অবহিত করেছিলো।

১০৫৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ قَالَ (اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أُمِنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) .

১০৫৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তিলাওয়াতের সিজদায় বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজদা করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং তুমিই আমার প্রভু। আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তাকে সিজদা করলো, যিনি এর কানের শ্রবণশক্তি ও চোখের দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান”^১

অনুচ্ছেদ : ৭১

بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

কুরআন মজীদে তিলাওয়াতের সিজদার সংখ্যা।

১০৫৫ - حَدَّثَنَا حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ الدَّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَجَدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهُنَّ النَّجْمُ .

১. হানাফী মাযহাব মতে তিলাওয়াতের সিজদার সংখ্যা চৌদ্দ (সূরা হুজ্জে দু'টির পরিবর্তে একটি এবং প্রথমটি) এবং পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের সিজদা করা ওয়াজিব। এই সিজদায় হাদীসে উদ্ধৃত দোয়া পড়াই উত্তম এবং তার সাথে ইচ্ছামত অন্য দোয়াও পড়া যায়। যাদের দোয়া জানা নাই তারা সিজদার তাসবীহ পড়বেন. (অনুবাদক)।

১০৫৫। উম্মুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এগারটি সিজদা করেছেন। সূরা নাজম-এর সিজদাও তার অন্তর্ভুক্ত।

১০৫৬। ১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ تَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ تَنَا عَثْمَانُ ابْنُ فَائِدٍ تَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءَ بْنِ حَيَّوَةَ عَنِ الْمَهْدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيْبَةَ بْنِ خَاطِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّتِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدِي عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْمَفْصَلِ شَيْءٌ الْأَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنُّحْلُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَرِيَمُ وَالْحَجُّ وَسَجْدَةُ الْفُرْقَانِ وَسُلَيْمَانُ سُورَةُ النَّمْلِ وَالسَّجْدَةُ وَفِي ﷺ وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيمِ .

১০৫৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এগারটি সিজদা করছি, তার মধ্যে মুফাসসাল সূরা ছিল না (সিজদার সূরাসমূহ) : সূরা আরাফ, রাদ, নাহ, বানু ইসরাঈল, মারয়াম, হজ্জ, ফুরকান, নামল, আস-সাজদা, সাদ ও হা মীম সংযুক্ত সূরাসমূহ।

১০৫৭। ১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ تَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ تَنَا الْحَارِثُ ابْنُ سَعِيدِ الْعَتَقِيُّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِينٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ كِلَالٍ عَنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمَفْصَلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ .

১০৫৭। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরআনের পনেরটি সিজদা পড়িয়েছেন। তন্মধ্যে মুফাসসাল সূরায় তিনটি এবং সূরা হজ্জে দুইটি সিজদা রয়েছে।

১০৫৮। ১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْبَةَ عَنِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ .

১০৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সূরা ইয়াসসামাউন শাক্কাত ও সূরা ইক্ৰা বিস্মে রব্বিকায় সিজদা করেছি।

১০৫৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَذْكُرُهُ غَيْرَهُ .

১০৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াস সামাউন শাককাত সূরাতে সিজদা করেছেন। আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা (র) বলেন, এ হাদীসটি ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ (র) সূত্রে বর্ণিত। আমি তাকে ছাড়া আর কাউকে হাদীসটি উল্লেখ করতে শুনিনি।

অনুচ্ছেদ : ৭২

بَابُ اِتِّمَامِ الصَّلَاةِ

নামাযকে পূর্ণাঙ্গ করা।

১০৬০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلِّ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ فَعَلِمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ اَرْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اَرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

১০৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক পাশে অবস্থান করছিলেন। সে এসে তাঁকে সালাম দিলো। তিনি বলেন : তোমার প্রতিও, তুমি ফিরে

যাও, আবার নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। সে ফিরে গিয়ে নামায পড়লো, তারপর এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলো। তিনি বলেন : তোমার প্রতিও, ফিরে যাও এবং নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। তৃতীয়বারে সে বললো, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন : তুমি নামায পড়ার ইচ্ছা করলে উত্তমরূপে উয়ু করো, তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলো, এরপর কুরআনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ সেখান থেকে কিরাআত পাঠ করো, তারপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করো, অতঃপর রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সোজা হও, তারপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করো, অতঃপর মাথা তুলে সোজা হয়ে বসো। তুমি তোমার গোটা নামায এভাবে পড়ো।

১.৬১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لِمَ قَوْلُ اللَّهِ مَا كُنْتَ بَاكثِرْنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمْنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلَى قَالُوا فَأَعْرَضَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَقْرَأُ كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَكْبُرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا لَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنَعُ مَعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَقْرَأُ كُلَّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَشْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَكْبُرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلَّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِقِيَّةِ صَلَاتِهِ هَكَذَا حَتَّى إِذَا كَانَتْ السُّجْدَةُ الَّتِي يَنْقُضِي فِيهَا التَّسْلِيمَ آخَرَ أَحَدَى رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১০৬১। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) বলেন, আমি আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা)-কে আবু কাতাদা (রা)-সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের ব্যাপারে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত। তারা বলেন, তা কিভাবে? আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদের চেয়ে অধিক কাল তাঁর অনুসরণকারী নন এবং তাঁর সাহচর্য লাভের দিক থেকেও আমাদের অগ্রগামী নন। তিনি বলেন, হাঁ। তারা বলেন, তাহলে আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন, তারপর তাঁর উভয় হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব স্থানে স্থির থাকতো। অতঃপর তিনি কিরাআত পড়তেন, অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। তারপর তিনি রুকু করতেন এবং রুকুতে তাঁর উভয় হাত যথাযথভাবে দুই হাঁটুর উপর রাখতেন, তাঁর মাথা অধিক উঁচু বা নীচু না করে সমানভাবে রাখতেন। অতঃপর তিনি 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলে উভয় হাত উভয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন, এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে যেতো। অতঃপর তিনি যমীনের দিকে (সিজদায়) ঝুঁকে যেতেন এবং পার্শ্বদেশ থেকে উভয় হাত আলাদা রাখতেন, তারপর মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন এবং সিজদার সময় উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো ভাজ করে খাড়া রাখতেন, তারপর সিজদা করতেন, অতঃপর তাকবীর বলে (সিজদা থেকে উঠে) বাম পায়ের উপর বসতেন, এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বস্থানে স্থির হয়ে যেত। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকআতেও প্রথম রাকআতের অনুরূপ করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআত থেকে দাঁড়ানোর সময় তাঁর উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমন উঠাতেন নামায শুরু করার সময়। তিনি অবশিষ্ট নামায এভাবে পড়তেন। শেষ সিজদা করে তিনি সালাম ফিরিয়ে এক পা আগে-পিছে করে, বাম দিকের পাছার উপর ভর করে বসতেন। তারা বলেন, আপনি যথার্থই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই নামায পড়তেন।

১. ৬২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ سَمَى اللَّهَ وَنَسَبَ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بَعْضُدَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقِيمُ صَلْبَهُ وَيَقُومُ قِيَامًا هُوَ أَطْوَلُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيلًا ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ تَجَاهَ الْقِبْلَةِ وَيُجَافِي بَعْضُدَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ

فِيمَا رَأَيْتُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَيَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ .

১০৬২। আমরা বিনতে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তিনি উযু করার সময় বিসমিল্লাহ বলে পাদ্রে তাঁর দুই হাত রেখে পূর্ণরূপে উযু করতেন, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন, অতঃপর (কিরাআত শেষে) ক্লকু করতেন এবং তাঁর উভয় হাত উভয় হাঁটুতে রাখতেন এবং হাত দু'টোকে পৃথক করে রাখতেন। তারপর মাথা উত্তোলন করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তোমাদের চাইতে সামান্য বেশি দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর তিনি সিজদা করতেন এবং তাঁর হাত দু'টি কিবলামুখী করে রাখতেন। আমি যতটা দেখেছি, তিনি যথাসাধ্য তাঁর হাত দু'টি (পাঁজর থেকে) পৃথক রাখতেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা তুলে তাঁর বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখতেন। তিনি বাঁদিকে ঝুঁকে বসতে অপছন্দ করতেন।

অনুচ্ছেদ ৪ ৭৩

بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

সফরে নামায কসর (হ্রাস) করা।

১০৬৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে সফরের নামায দুই রাকআত, জুমুআর নামায দুই রাকআত এবং ঈদের নামায দুই রাকআত। এগুলো পূর্ণ নামায, এগুলোর কসর নাই।^{১০}

১০৬৪। حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلَّى صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةَ رَكْعَتَانِ وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১০৬৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে সফরের নামায দুই রাকআত, জুমুআর নামায দুই রাকআত এবং ঈদের নামায দুই রাকআত। এগুলো পূর্ণ নামায, এগুলোর কসর নাই।^{১০}

১০৬৪। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ أَنبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ

১৩. ফজর ও মাগরিবের নামায সফরেও পর্যায়ক্রমে দুই ও তিন রাকআতই পড়তে হবে। এই দুই ওয়াক্তের কোন কসর নাই (অনুবাদক)।

عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رُكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رُكْعَتَانِ وَالْفِطْرُ وَالْأَضْحَى رُكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১০৬৪। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে সফরের নামায দুই রাকআত, জুমুআর নামায দুই রাকআত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায দুই রাকআত করে, এগুলো কসর ব্যতীত পূর্ণ নামায।

১২৬০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا) وَقَدْ آمَنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقْتَهُ .

১০৬৫। ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এই আয়াত উল্লেখপূর্বক (অনুবাদ) : “যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে নামায সংক্ষিপ্ত করলে এতে তোমাদের কোন দোষ নেই”, জিজ্ঞাসা করলাম যে, মানুষ তো এখন নিরাপদে আছে? তিনি বলেন, তুমি যে বিষয়ে বিশ্বয় বোধ করছো, আমিও সে বিষয়ে বিশ্বয় বোধ করেছিলাম। এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : এতো একটি দানবিশেষ, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাঁর দান গ্রহণ করো।

১০৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ .

১০৬৬। উমাইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলেন, আমরা কুরআনুল করীমে মুকীম ব্যক্তির নামায ও শঙ্কাকালীন নামায (সালাতুল খাওফ) সম্পর্কে বর্ণনা পাই, অথচ মুসাফিরের নামাযের

বর্ণনা পাই না। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের নিকট মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ করতে দেখেছি, আমরাও অবশ্যি তদ্রূপ করি।

১০৬৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بَشْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَي رُكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا .

১০৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মদীনা শহর থেকে কোথাও রওনা হয়ে গেলে, এখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাকআতের অধিক নামায পড়তেন না।

১০৬৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ وَجُبَّارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَا ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ افْتَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رُكْعَتَيْنِ .

১০৬৮। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে (তাঁর বান্দাদের উপর) মুকীম অবস্থায় চার রাকআত এবং মুসাফির অবস্থায় দুই রাকআত নামায ফরয করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭৪

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

সফরে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া।

১০৬৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ وَطَاوُسٍ أَخْبَرُوهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ وَلَا يَطْلُبُهُ عَدُوٌّ وَلَا يَخَافُ شَيْئًا .

১০৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আতা ইবনে আবু রাবাহ ও তাউস (র)-কে অবহিত করেন যে, ব্যতিব্যস্ততা, শত্রুর আক্রমণাশংকা এবং অন্য কিছুর ভয়ভীতিমুক্ত অবস্থায় ব্যতিব্যস্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন।

১০৭০। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধের সফরে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন।^{১৪}

অনুচ্ছেদ ৪ ৭৫

بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

সফরে নফল নামায।

১০৭১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ عَيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ قَالَ فَالْتَفَتَ فَرَأَى أَنَسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنَّنِي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رُكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رُكْعَتَيْنِ

১৪. হানাফী মাযহাবমতে কেবল হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসর এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একই সময় পড়তে হবে, সফরে এরূপ করা যাবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ পরিস্থিতির কারণে অথবা উম্মাতের জন্য বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ করার অবকাশদানের জন্য তা একত্র করেছেন। অবশ্য কেউ যদি এসব হাদীসের ভিত্তিতে সফরে এভাবে নামায পড়ে তবে তার ফরয পালনের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে (অনুবাদক)।

ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رُكْعَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَقُولُ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) .

১০৭১। হাফস ইবনে আসেম (র) বলেন, আমরা এক সফরে ইবনে উমার (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়েন। অতঃপর আমরা সেখান থেকে তার সাথে ফিরে আসি। রাবী বলেন, তিনি একদল লোককে নামায পড়তে দেখে বলেন, ঐ সকল লোক কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামায পড়ছে। তিনি বলেন, সফরে নফল নামায পড়া জরুরী মনে করলে, আমি আমার ফরয নামায পুরাটাই পড়তাম। হে ভাজিতা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসংগী ছিলাম। তিনি তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত সফরে দুই রাকআতের অধিক নামায পড়েননি। তারপর আমি আবু বাক্র (রা)-এর সফরসংগী ছিলাম, তিনিও দুই রাকআতের অধিক নামায পড়েননি। এরপর আমি উমার (রা)-এর সফরসংগী ছিলাম এবং তিনিও দুই রাকআতের অধিক নামায পড়েননি। অতঃপর আমি উসমান (রা)-এর সফরসংগী ছিলাম, তিনিও দুই রাকআতের অধিক নামায পড়েননি। এই অবস্থায় তারা ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে অবশ্যি তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ” (সূরা আহূযাব : ২১)।

১০৭২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ يَتَاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا .

১০৭২। উসামা ইবনে য়ায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউসকে সফরে নফল নামায পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন হাসান ইবনে মুসলিম ইবনে ইয়ান্নাকও তার নিকট বসা ছিলেন। তিনি বলেন, তাউস (র) আমাকে বললেন যে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকীম অবস্থার ও সফরকালের নামায নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব আমরা মুকীম ও মুসাফির অবস্থায় ফরয নামাযের আগে-পরে নফল নামায পড়তাম।

بَابُ كَمْ يَقْصِرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلَدَةٍ

মুসাফির কোন জনপদে অবস্থান করলে কত দিন নামায কসর করবে?

১০৭৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ مَاذَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدْرِ.

১০৭৩। আবদুর রহমান ইবনে হুমাঈদ আয-যুহুরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কায় অবস্থানকারীর সম্পর্কে আপনি কি শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি আলা ইবনুল হাদরামী (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তাওয়াফে সদরের পর মুহাজির তিন দিন নামায কসর করবে।

১০৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ أَتْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَنَسٍ مَعِيَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ صَبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ .

১০৭৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ ভোরে মক্কায় উপনীত হন।

১০৭৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا .

১০৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কায়) উনিশ দিন অবস্থান করেন এবং দুই রাকআত করে (ফরয) নামায পড়েন। অতএব আমরা যখন উনিশ দিন অবস্থান করতাম, তখন দুই রাকআত করে (ফরয) নামায পড়তাম এবং তার অধিক (দিন) অবস্থান করলে পূর্ণ চার রাকআতই পড়তাম। ১৫

১৫. হানাফী মাযহাবমতে কোন ব্যক্তি যদি নিজ আবাস থেকে অন্তত আটচল্লিশ মাইল দূরের সফরে যায় তবে সে নামায কসর করবে। কোথাও পৌঁছে সে যদি অন্তত পনেরো দিন তথায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয় তবে পূর্ণ নামায পড়বে।

১.৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوْسُفَ بْنِ الصَّيْدِ لَانِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عْتَبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خُمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ .

১০৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর তথায় পনের দিন অবস্থান করেন এবং নামায কসর করেন।

১.৭৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قُلْتُ كُمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا .

১০৭৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হলাম। আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাকআত করে (ফরয) নামায পড়েছি। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কত দিন মক্কায় অবস্থান করেন? আনাস (রা) বলেন, দশ দিন।

অনুচ্ছেদ : ৭৭

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

বেনামাযীর পরিণতি।

১.৭৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ .

১০৭৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায বর্জন।

১.৭৯ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .

১০৭৯। বুরাইদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে তা হলো নামায। অতএব যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, সে কুফরী করলো।

১. ৪. - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ .

১০৮০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুমিন বান্দা ও শিরক-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায বর্জন করা। অতএব যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, সে অবশ্যই শিরক করলো।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

সুনান ইবনে মাজা

(চার খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ১০৮০ নং হাদীস)

مُقَدِّمَةٌ (ভূমিকা)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا (পবিত্রতা)
২. كِتَابُ الصَّلَاةِ (নামায)
৩. كِتَابُ الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (আযান)
৪. كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ (মসজিদ ও জামাআত)
৫. كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (ইকামাতুস সালাত)

দ্বিতীয় খণ্ড

(১০৮১ নং হাদীস থেকে ২১৩৬ হাদীস)

৫. كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (অবশিষ্টাংশ)
(জুমুআর নামায, সুন্নাত নামাযসমূহ, বেতের নামায, সালাতুল খাওফ, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নামায, ইসতিসকা, ঈদের নামায রাতের নফল ইবাদত)
৬. كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযা)
৭. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)
৮. كِتَابُ الزُّكَاةِ (যাকাত)
৯. كِتَابُ النِّكَاحِ (নিকাহ বা বিবাহ)
১০. كِتَابُ الطَّلَاقِ (তালাক)
১১. كِتَابُ الْكُفَّارَاتِ (কাফ্ফারাসমূহ)

তৃতীয় খণ্ড

(২১৩৭ নং হাদীস থেকে ৩২৫০ নং হাদীস)

১২. كِتَابُ التَّجَارَاتِ (ব্যবসা-বাণিজ্য)
১৩. كِتَابُ الْأَحْكَامِ (বিধান)
১৪. كِتَابُ الْهَبَاتِ (হেবাসমূহ)
১৫. كِتَابُ الصَّدَقَاتِ (দান, আমানত, হাওয়াল্লা, কর্জ)
১৬. كِتَابُ الرَّهُونِ (বন্ধক)
১৭. كِتَابُ الشُّفْعَةِ (অগ্র-ক্রয় অধিকার)
১৮. كِتَابُ اللَّفْطَةِ (হারানোপ্রাপ্তি)
১৯. كِتَابُ الْعِتْقِ (দাসমুক্তি)
২০. كِتَابُ الْحُدُودِ (হদ্দ, শাস্তি)
২১. كِتَابُ الدِّيَّاتِ (রক্তপণ)
২২. كِتَابُ الرِّصَايَا (ওসিয়াত)
২৩. كِتَابُ الْفَرَائِضِ (ফারাইয বা উত্তরাধিকার)
২৪. كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)
২৫. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)
২৬. كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ (কোরবানী)
২৭. كِتَابُ الذَّبَائِعِ (যবেহ)
২৮. كِتَابُ الصَّيْدِ (শিকার)

চতুর্থ খণ্ড

(৩২৫১ নং হাদীস থেকে ৪৩৪১ হাদীস)

২৯. كِتَابُ الْعَقِيقَةِ (আকীকা)
৩০. كِتَابُ الْأَشْرِيَةِ (পানীয় ও পানপাত্র)
৩১. كِتَابُ الطَّبِّ (চিকিৎসা)
৩২. كِتَابُ اللَّبَاسِ (পোশাক-পরিচ্ছদ)
৩৩. كِتَابُ الْأَدَبِ (শিষ্টাচার)
৩৪. كِتَابُ الدُّعَاءِ (দোয়া)
৩৫. كِتَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا (স্বপ্নের ব্যাখ্যা)
৩৬. كِتَابُ الْفِتَنِ (কলহ ও বিপর্যয়)
৩৭. كِتَابُ الزُّهْدِ (কৃষ্ণসাধনা)

শব্দসংক্ষেপ

অনু = অনুবাদক	যু = সহীহ মুসলিম
(আ) = আলাইহিস সালাম	যু. = মৃত্যুসাল
আ = মুসনাদে ইমাম আহমাদ	(র) = রাহিমাহুল্লাহ
ই = সুনান ইবনে মাজা	(রা) = রাদিয়াল্লাহু আনহু
খ. = খণ্ড	(স) = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
খ্. = খৃষ্টাব্দ	সম্পা. = সম্পাদক
জ. = জন্মসাল	হি. = হিজরী সাল
তি = জামে আত-তিরমিযী	أَنَا = أَخْبَرَنَا
দা = সুনান আবু দাউদ	ثَنَا = حَدَّثَنَا
দার = সুনান আদ-দারিমী	ح = تَحْوِيلُ الْأِسْنَادِ
দ্র. = দ্রষ্টব্য	জযম = °
না = সুনান নাসাঈ (আল-মুজতাবা)	তাশদীদযুক্ত যের = ʾ
পৃ = পৃষ্ঠা	
রু = সহীহ আল-বুখারী	
মা = মুওয়াল্লা ইমাম মালেক	

